www.abswer.com

বই পড়া

প্রমথ চৌধুরী

গদ্যটির শিখনফল

গদ্যটি অনুশীলন করে শিক্ষার্থীরা যা জানতে পারবে–

- 'বই পড়া' প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানতে পারবে।
- প্রবন্ধটির মূল প্রতিপাদ্য বিষয় বর্ণনা করতে পারবে।
- জ্ঞান অর্জনের জন্য বই পড়া ও লাইব্রেরির প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জানতে পারবে।
- বই পড়ার ব্যাপকতা ও প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করতে পারবে।
- প্রকৃত জ্ঞান অর্জন ও জীবন গঠনে বই পড়ার গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারবে।
- প্রকৃত মানুষ হওয়ার জন্য শিক্ষা ও সাহিত্যের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করবে।
- মনুষ্যত্ব ও মূল্যবোধ অর্জনে শিক্ষা ও সাহিত্যচর্চার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- সামাজিক জীবনে লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব তুলে ধরতে পারবে।

একনজরে লেখক পরিচিতি জেনে নিই

নাম	প্রকৃত নাম	:	প্রমথ চৌধুরী।
	ছদ্মনাম	:	বীরবল।
জন্ম পরিচয়	জন্ম তারিখ	:	৭ আগস্ট, ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দ।
	জন্মস্থান	:	যশোর। পৈতৃক নিবাস– হরিপুর, পাবনা।
পিতৃ-পরিচয়	পিতার নাম	:	দুর্গাদাস চৌধুরী
	পেশা	:	ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট
শিক্ষাজীবন	মাধ্যমিক	:	এন্ট্রান্স, কলকাতা হেয়ার স্কুল।
	উচ্চ মাধ্যমিক	:	এফএ, সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ।
	উচ্চতর	:	বিএ (অনার্স) দর্শন, ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দ; এমএ (ইংরেজি), ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দ, প্রেসিডেন্সি কলেজ; বার-এট ল, ইংল্যান্ড।
কর্মজীবন/পেশা	অধ্যাপনা	:	কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন কলেজ।
	রিসিভার	:	দক্ষিণেশ্বর ও গোপাল পাল এস্টেট।
	ম্যানেজার	:	ঠাকুর এস্টেট।
	সম্পাদনা	:	মাসিক 'সবুজপত্র', 'বিশ্বভারতী' প্রভৃতি।
সাহিত্যকর্ম	কাব্যগ্রন্থ	:	সনেট পঞ্চাশৎ, পদচারণ।
	গল্পগ্রন্থ	:	চার-ইয়ারি কথা, আহুতি, নীললোহিত, গল্পসংগ্রহ প্রভৃতি।
	প্রবন্ধগ্রন্থ	:	তেল-নুন-লকড়ি, বীরবলের হালখাতা, নানা কথা, আমাদের শিক্ষা, রায়তের কথা, প্রবন্ধ সংগ্রহ প্রভৃতি।
বিশেষ কৃতিত্ব	তিনি বাংলা গদ্যসাহিত্যে চলিত রীতি এবং কাব্যসাহিত্যে ইতালীয় সনেটের প্রবর্তন করেন।		
পুরস্কার	কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত 'জগত্তারিণী স্বর্ণপদক' লাভ।		
জীবনাবসান	২ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দ (কলকাতায়)।		

প্রমথ চৌধুরী

প্রশ্নের পরিসংখ্যান

- সৃজনশীল প্রশ্ন ২৮টি
- জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ৫৭টি
- অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ৪৯টি
- বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ১৬৪টি

উদ্দীপকের তথ্যসূত্র

- লাইব্রেরি– রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
- উইকিপিডিয়া
- সাহিত্য– এস. ওয়াজেদ আলি
- অন্ধদের লেখা-পড়া– প্রদীপ বাগচী
- বই– হুমায়ুন আজাদ

www.abswer.com

www.abswer.com

PART 02 পাঠ সহায়ক Supplement

সৃজনশীল ও বহুনির্বাচনি প্রশ্ন নিজে নিজে সহজে উত্তর করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সমৃদ্ধ বিভিন্ন পাঠের সমন্বয়ে প্রণীত

উৎস পরিচিতি (Source)

'বই পড়া' প্রবন্ধটি প্রমথ চৌধুরীর 'প্রবন্ধ সংগ্রহ' থেকে নির্বাচন করা হয়েছে। একটি লাইব্রেরির বার্ষিক সভায় প্রবন্ধটি পঠিত হয়েছিল।

পাঠের উদ্দেশ্য (Objectives)

প্রবন্ধটি পাঠের মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে জাতির মানসিক বিকাশ ও সমৃদ্ধিতে বই পড়া, জ্ঞান ও সাহিত্যচর্চার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করানো।

রচনার বক্তব্যবিষয় (Gist)

মননশীল প্রবন্ধকার প্রমথ চৌধুরী 'বই পড়া' প্রবন্ধে বই পড়ার উপযোগিতা ও পাঠকের মনমানসিকতা নিয়ে আলোচনা করেছেন। এই প্রবন্ধে লেখক বই পড়ার প্রয়োজনীয়তা ও অপরিহার্যতা সম্পর্কে তাঁর মতামত ও যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন। আমাদের পাঠে অনভ্যাসের কারণ হিসেবে লেখক মূলত শিক্ষাব্যবস্থাকে দায়ী করেছেন। তিনি বলেছেন, প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা আমাদেরকে অর্থ উপার্জন করতে শেখায়, কিন্তু সুপ্ত হৃদয়বৃত্তিকে প্রস্ফুটিত করে না। যে কারণে সবাই শিক্ষার ফল হাতে হাতে পেতে আগ্রহী। যে শিক্ষার সাথে আর্থিক যোগ নেই সেই শিক্ষা আমাদের কাছে অনর্থক বলে বিবেচিত হয়। তাই বই পড়ার প্রতি আমাদের প্রবল অনিচ্ছা, অনাগ্রহ। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে যে শিক্ষা দেওয়া হয় তা অপূর্ণ হওয়ায়ই এই মারাত্মক অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। সুশিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রই স্বশিক্ষিত। যথার্থ শিক্ষিত হতে হলে মনের প্রসারতা দরকার, যা পাঠ-অভ্যাসের মাধ্যমেই কেবল সম্ভব। একজন স্বশিক্ষিত মানুষ নীচতা, স্পর্শকাতরতা, হিংসা-বিদ্বেষের উর্ধ্বে। স্বশিক্ষিত ব্যক্তি নিজেকে প্রকৃতভাবে চিনতে ও জানতে পারে। এই কারণে বই পড়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। এজন্য সুপরিকল্পিতভাবে লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করতে হবে। আর বাধ্য না হলে যে লোকে বই পড়ে না– এই ধারণার অবসান ঘটাতে হবে, তবেই উন্নতি সম্ভব। প্রগতিশীল বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে হলে বই পড়ার কোনো বিকল্প নেই।

শব্দার্থ ও টীকা (Word Meaning)

পাঠ-১ : বোর্ডবইয়ের শব্দার্থ ও টীকা

(জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড প্রকাশিত 'বাংলা সাহিত্য' বইটি দেখ)

পাঠ-২ : বোর্ডবইয়ের অতিরিক্ত শব্দার্থ ও টীকা

শখ	–	আগ্রহ, মনের ঝোঁক, পছন্দ, সাধ।
পরামর্শ	–	উপদেশ, যুক্তি, মন্ত্রণা।
নিরর্থক	–	অর্থহীন, অনর্থক, নিষ্প্রয়োজন, অকারণ, উদ্দেশ্যহীন, বৃথা, নিষ্ফল।
নির্মম	–	নিষ্ঠুর, হৃদয়হীন, নির্দয়, মমতাশূন্য, স্নেহশূন্য।
দুরাশা	–	দুরাকাঙ্ক্ষা, দুর্লভ বিষয় বা বস্তু লাভের আশা।
অভিজাত	–	উচ্চবংশীয়, কুলীন, সম্ভ্রান্ত, মর্যাদাসম্পন্ন।
সভ্যতা	–	চালচলনের উৎকর্ষ, সভ্য জাতির জীবনযাত্রা নির্বাহের পদ্ধতি, আদব।
উত্তরাধিকারী	–	বংশানুক্রমিক অধিকারী, আত্মীয়ের মৃত্যুর পর সম্পত্তির অধিকারী।
আত্মসাৎ	–	অন্যায়ভাবে নিজের আয়ত্ত বা হস্তগত।
সংক্রামক	–	ছোঁয়াচে, সঞ্চারিত হয় এমন, সংস্পর্শে উৎপন্ন।
লোলুপদৃষ্টি	–	অতি লোভাতুর নজর, অতিশয় লোভী দৃষ্টি।
নজির	–	প্রমাণস্বরূপ, উল্লেখযোগ্য ফলাফলসহ তদনুরূপ পূর্ব ঘটনা, দৃষ্টান্ত, উদাহরণ।
মামলা	–	মকদ্দমা, কেস, নালিশ।
লাইব্রেরি	–	গ্রন্থাগার, পুস্তকাগার, পাঠাগার।
সার্থকতা	–	যুক্তিযুক্ততা, সফলতা, চরিতার্থতা।
অদ্ভুত	–	আশ্চর্যজনক, আজব, বিস্ময়জনক।
কৈফিয়ত	–	জবাবদিহি, নিজ দোষাদির কারণ প্রদর্শন।
কৌতূহল	–	ঔৎসুক্য, নতুন বা অজানা বিষয় জানার আগ্রহ।
উদ্রেক	–	উদয়, সঞ্চার, আবির্ভাব, উত্থান, উৎপত্তি।
ঐশ্বর্য	–	বিভব, ধন, সম্পত্তি, বিপুল ধনসম্পত্তিসহ প্রভাব-প্রতিপত্তি।
প্রচ্ছন্ন	–	আবৃত, ঢাকা, গুপ্ত, লুক্কায়িত।
জবরদস্তি	–	বলপ্রয়োগ, জোর, অত্যাচার, পীড়ন।
যকৃত	–	কলিজা, পেটের দক্ষিণ অংশে অবস্থিত যে যন্ত্র পিত্ত নিঃসরণ করে, লিভার।
অপমৃত্যু	–	অস্বাভাবিক বা অপঘাতে মৃত্যু।
উৎফুল্ল	–	অত্যন্ত প্রফুল্ল, উল্লসিত।
কুণ্ঠিত	–	সংকুচিত, সংকোচগ্রস্ত, দ্বিধান্বিত, অপ্রতিভ, লজ্জিত।
বেয়াড়া	–	অভ্যাস ও ব্যবহার খারাপ এমন, যাকে বশে আনা কঠিন, একরোখা।
প্রত্যাখ্যান	–	গ্রহণ না করা, ফেরত প্রদান, অগ্রাহ্যকরণ, উপেক্ষা, অবজ্ঞা, অনাদর, ত্যাগ।
কৃতকর্মা	–	কৃতী, কর্মপটু, কার্যদক্ষ, অভিজ্ঞ।
রীতি	–	পদ্ধতি, প্রণালি, প্রথা, ধারা, দস্তুর, ধরন।
বাজিকর	–	জাদুকর, ঐন্দ্রজালিক।
তামাশা	–	খেলা, কৌতুক, মজা, পরিহাস, ঠাট্টা, মস্করা।
জখম	–	ক্ষত, ঘা, কঠিন আঘাত, চোট, আহত।
অভ্যস্ত	–	নিত্য আচরণজাত, স্বভাবপ্রাপ্ত, অভ্যাস দ্বারা আয়ত্ত।
মনোরঞ্জন	–	চিত্তের সন্তোষ সাধন, মনের আনন্দদান।

বানান সতর্কতা (Orthography)

অধ্যাপনা, আগস্ট, আত্মরক্ষা, আত্মসাৎ, উদ্বাহু, উদ্রেক, উর্ধ্ববাহু, এথেন্স, ঐশ্বর্য, কাব্যামৃত, কৃতকর্মা, কৃতিত্বপূর্ণ, কৈফিয়ত, কৌতূহল, খ্রিস্টাব্দ, গণতান্ত্রিক, গলাধঃকরণ, ছদ্মনাম, ডেমোক্রেসি, দাতাকর্ণ, দারিদ্র্য, দুগ্ধপান, দ্বারস্থ, নিষ্পেষিত, ন্যস্ত, পঞ্চাশৎ, পরিষ্কার, পৈতৃক, প্রচ্ছন্ন, প্রতিষ্ঠা, প্রত্যক্ষ, প্রত্যাখ্যান, প্রস্তাব, ফ্রান্স, বঞ্চিত, বস্তুত, বিদ্যাদাতা, ব্যারিস্টার, ভাণ্ডার, মনগঙ্গা, মনস্তুষ্টি, মনোরঞ্জন, মন্দাগ্নি, মারাত্মক, মাস্টার, মাহাত্ম্য, লাইব্রেরি, শাস্ত্র, সংক্রামক, সংস্পর্শ, সম্পাদনা, সম্প্রদায়, সম্বন্ধ, সাহিত্যচর্চা, স্বশিক্ষিত, স্বাচ্ছন্দ্যচিত্ত, স্বাস্থ্য, স্বাস্থ্যরক্ষা।

www.abswer.com

www.abswer.com

চৌম্বক তথ্য (Magnetic Information)

- 'বই পড়া' প্রবন্ধটি প্রমথ চৌধুরীর 'প্রবন্ধ সংগ্রহ' থেকে নির্বাচন করা হয়েছে।
- 'বই পড়া' প্রবন্ধটি একটি লাইব্রেরির বার্ষিক সভায় পঠিত হয়েছিল।
- প্রমথ চৌধুরী সম্পাদিত 'সবুজপত্র' বাংলা সাহিত্যে চলিত ভাষারীতি প্রবর্তনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে।
- বই পড়া মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ শখ হলেও প্রাবন্ধিক কাউকে শখ করে বই পড়ার পরামর্শ দিতে চাননি।
- প্রমথ চৌধুরী শিক্ষার মাহাত্ম্য বিশ্বাস করে সন্দেহাতীতভাবে সাহিত্যচর্চাকে শিক্ষার সর্বপ্রধান অঙ্গ বলে মন্তব্য করেছেন।
- প্রাবন্ধিক বলেছেন, 'যে জাতি মনে বড় নয় সে জাতি জ্ঞানেও বড় নয়। কেননা ধনের সৃষ্টি যেমন জ্ঞান সাপেক্ষ তেমনি জ্ঞানের সৃষ্টি মন সাপেক্ষ।'
- শিক্ষা কেউ কাউকে দিতে পারে না। সুশিক্ষিত লোক মাত্রই স্বশিক্ষিত।
- যিনি যথার্থ গুরু তিনি শিষ্যের আত্মাকে উদ্বোধিত করেন এবং তার অন্তর্নিহিত সকল প্রচ্ছন্ন শক্তিকে ব্যক্ত করে তোলেন।
- আমরা ভাবি দেশে যত ছেলে পাস করছে তত শিক্ষার বিস্তার হচ্ছে। কিন্তু পাস করা আর শিক্ষিত হওয়া এক বস্তু নয়।
- লাইব্রেরির স্থান স্কুল-কলেজের ওপরে, কারণ সেখানে গেলে লোকে স্বশিক্ষিত হওয়ার সুযোগ পায়, যা স্কুল-কলেজের ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থায় আদৌ সম্ভব নয়।

পাঠ বিশ্লেষণ (Text Analysis)

▶ আমরা সাহিত্যের রস উপভোগ করতে প্রস্তুত নই—
সাহিত্যের রস হলো মানবজাতির মনন ও সৃজনের পরিশীলিত ও কল্যাণময় আস্বাদন। দুঃখ-দৈন্য জর্জরিত আমরা শারীরিক ক্ষুধা মেটাতে হিমশিম খাচ্ছি বলে মননের চাহিদাকে শৌখিনতা জ্ঞান করে ছুড়ে ফেলছি।

▶ শিক্ষার ফল লাভের জন্য আমরা সকলে উদ্বাহু—
'শিক্ষার ফল' বলতে প্রাবন্ধিক এখানে শিক্ষা লাভ করে বস্তুগত প্রয়োজন মেটানোর উপায় লাভকে বুঝিয়েছেন। শিক্ষার ফলে মানুষের আত্মিক ও বস্তুগত উভয় চাহিদা পূরণের পথ প্রশস্ত হয়। সমাজের বেশিরভাগ লোকই শিক্ষার বস্তুগত চাহিদা পূরণের দিকটির প্রতি লালায়িত।

▶ এ আশা সম্ভবত দুরাশা—
শিক্ষা লাভ করার ফলে মানুষের বিষয়-আশয়ের চাহিদা নিমিষে পূরণ হবে বলে সাধারণ লোকদের যে বিশ্বাস, আশাবাদ প্রাবন্ধিক তাকে অসম্ভব ও দুরাশা বলে অভিহিত করেছেন।

▶ তার কোনো নগদ বাজার দর নেই—
সাহিত্যচর্চা মানুষের মানবিকতাকে ঋদ্ধ করে তোলে। কিন্তু এই জিনিস ধরা-ছোঁয়ার উর্ধ্বে বলে এটাকে বাজারে বিক্রি করা যায় না। পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় যে জিনিস বাজারে তোলা যায় না সেটার কোনো মূল্যই নেই।

▶ পেশাদারদের মহাভ্রান্তি—
বাজারি লোক যদি মনে করে, যে জিনিস বাজারে তোলা যায় না সেটি মূল্যহীন; তার এ রকম সরলীকরণকে আমরা ভ্রান্তিযুক্ত বলব। ঠিক তেমনই, কিছু পেশাদার মনে করে, পেশায় যা কাজে লাগে না, তা কোনো কাজের নয়। এই ধরনের ধ্যানধারণাকে প্রাবন্ধিক তাদের মহাভ্রান্তি বলে উল্লেখ করেছেন।

▶ মনগঙ্গার তোলা জল—
সনাতন ধর্মাবলম্বীদের বিশ্বাস, গঙ্গার জল পরম পবিত্র। এই জলে স্নান করলে শরীর-মন পবিত্র হয়। দর্শন, বিজ্ঞান ইত্যাদি এমনই শাস্ত্র, যা মন-মানসের গঙ্গাজল, যার স্পর্শে আত্মা পবিত্রতা লাভ করে। তবে সেখানে স্রোত নেই, অর্থাৎ জীবনের অন্তহীন আনন্দ সেখানে নেই।

▶ সুশিক্ষিত লোক মাত্রই স্বশিক্ষিত—
সমাজের যেসব ব্যক্তি স্কুল-কলেজের শিক্ষাই শুধু নয়, স্বীয় অনুসন্ধিৎসা ও আগ্রহে জ্ঞানের নানা বিষয়ে অবগাহন করেছেন, তারা নিঃসন্দেহে সুশিক্ষিতজনে পরিণত হয়েছেন।

জটিল ও দুরূহ পাঠ সহজীকরণ

▶ আমাদের স্কুল-কলেজের শিক্ষার পদ্ধতি ঠিক উলটো—
শিক্ষা বিষয়টি মানুষের পরিপূর্ণ মানুষরূপে গড়ে ওঠার এক পদ্ধতি বিশেষ। এর সাথে কৌতূহল, অনুসন্ধিৎসা ও আনন্দের সম্পর্ক। অথচ শিক্ষা দ্বারা কায়িক অস্তিত্ব রক্ষার উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে আমাদের স্কুল-কলেজের শিক্ষার পদ্ধতি পথ চলছে একেবারে উলটো— জবরদস্তি ও নিরানন্দের পথে।

▶ দেহের মৃত্যুর রেজিস্টারি রাখা হয়, আত্মার হয় না—
দেহ ও আত্মার সমন্বয়ে মানবজীবন। মানুষ মারা গেলে শ্মশান, গোরস্তান ও চার্চে সৎকারকৃত ব্যক্তির নাম-ঠিকানা রেজিস্টার খাতায় লিখে রাখা হয়। কিন্তু মানুষের অন্য সত্তা যে আত্মা, মানবিকতা বোধের অভাবে আত্মার যে মৃত্যু সেই মৃত্যু নিরূপণ করা বা লিখে রাখা হয় না কোথাও।

▶ লাইব্রেরি হচ্ছে এক রকম মনের হাসপাতাল—
শরীর অসুস্থ হলে তা নিরাময়ে হাসপাতাল আদর্শ স্থান। কিন্তু মানবজীবনের অপর সত্তা আত্মা অসুস্থ হলে তার নিরাময়ে আপাতদৃষ্টিতে কোনো ব্যবস্থা নেই। প্রাবন্ধিক এক্ষেত্রে বলেন, মনের বা আত্মার নিরাময়ে এবং তার উন্নতি সাধনে লাইব্রেরি হচ্ছে আদর্শ স্থান, এক রকম হাসপাতাল।

▶ আমাদের শিক্ষাই আমাদের নির্জীব করেছে—
শরীর ও মনের সমন্বয়ে মানুষ। আমাদের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় শরীর টিকিয়ে রাখতে, তার চাহিদা পূরণে নানা পথ বাতলে দেওয়া হয়। কিন্তু মনের চাহিদা পূরণে, তার বিকাশে কিছুই করা হয় না। এতে করে শরীরের প্রণোদনাশক্তি হ্রাস পায়, হারিয়ে যায়। ফলে আমরা একসময় অসাড়, নির্জীব হয়ে পড়ি।

▶ পাস করা ও শিক্ষিত হওয়া এক নয়—
পরীক্ষায় পাস করা হলো নির্দিষ্ট কিছু পাঠ আত্মস্থ করে পরীক্ষার খাতায় তা সুন্দরভাবে উগরে দেওয়া। আর শিক্ষিত হওয়া এক বিশেষ ইতিবাচক রূপান্তর প্রক্রিয়া। এর মাধ্যমে মানুষ জগতের নানা জ্ঞান-বিজ্ঞান, মূল্যবোধ ও অনুশাসনে নিজেকে একজন পরিশীলিত, পরিপূর্ণ মানুষরূপে গড়ে তোলার নিরন্তর চেষ্টা চালায়।

▶ এক্ষেত্রে দাতাকর্ণের অভাব নেই—
দাতাকর্ণ মহাভারতের বিশিষ্ট চরিত্র, দানের জন্য প্রবাদতুল্য ব্যক্তি। দানে তিনি এতখানি উদার ও মুক্তহস্ত ছিলেন যে, যুদ্ধকালীন নিজের রক্ষাকবচও চরম শত্রুপক্ষীয়কে দানে ইতস্তত করেননি। পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় শিক্ষার বাজারে এক একজন শিক্ষক যেন এক একজন দাতাকর্ণ; যদিও অর্থের বিনিময়ে তারা বিদ্যাদানের কাজটি করে থাকেন। মূলত লেখক কটাক্ষরূপে উদাহরণটি ব্যবহার করেছেন।

www.abswer.com

www.abswer.com

পাঠ্যবইয়ের কর্ম-অনুশীলনমূলক কাজ ও সমাধান

নতুন পাঠ্যবইয়ের আলোকে প্রণীত

১ তোমাদের স্কুলের বইপড়া প্রতিযোগিতা তোমার শিক্ষাজীবনে যে ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে তা উল্লেখ কর।.

পরামর্শ : 'ইতিবাচক' কথাটির সহজ মানে হচ্ছে কল্যাণ করে, কাজে লাগে, উপকার হয় এমন বিষয়। 'শিক্ষাজীবনে ইতিবাচক প্রভাব'– মানে শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ উপকারে আসে এমন বিষয়। এখন তুমি নিজেই বুঝতে পারছ বই পড়া প্রতিযোগিতা তোমার শিক্ষাজীবনে কোনো ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে কিনা। এ রকম করে বলার কারণ হচ্ছে, অনেকেই বই পড়তে গিয়ে নিজের পাঠ্যপুস্তক, স্কুলে যাওয়া, খাবার খাওয়া ইত্যাদি স্বাভাবিক কাজকর্ম ছেড়ে শুধু পড়ে আর পড়ে। পড়তে পড়তে অসুখ বাঁধিয়ে ফেলে। এগুলো কিন্তু বই পড়ার ইতিবাচক প্রভাব নয়। ইতিবাচক প্রভাব হচ্ছে স্বাভাবিক কাজকর্মের ক্ষতি না করে জীবনে গতি আনা। মনের সুস্থতা এবং শিক্ষার প্রয়োজনীয় তথ্য জোগানো। তুমি তো জানই যে, মানুষ সবচেয়ে বেশি জ্ঞান অর্জন করে বই পড়ে। স্কুলে পড়ার সময় আমাদের একজন প্রিয় শিক্ষক তাঁর চল্লিশ মিনিটের ক্লাসে আমাদেরকে বিয়াল্লিশটি দেশ ঘুরিয়ে এনেছিলেন। আমরাও পাসপোর্ট, ভিসা ছাড়াই তাঁর সাথে মহানন্দে ঘুরে বেড়িয়েছিলাম। এসবই সম্ভব হয়েছিল একটি ভূগোল বইয়ের কারসাজিতে। কাজেই একটি দেশের সীমাবদ্ধ গন্ডিতে বাস করে বই পড়ে জ্ঞান অর্জন ছাড়া আমাদের উপায় নেই। নিচে বই পড়ার ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে ইতিবাচক প্রভাব পড়ে এমন কতগুলো বিষয় দেওয়া হলো, তুমি সেখান থেকে সহায়তা নিয়ে তোমার মতো করে উত্তরটি তৈরি কর।

বই পড়া প্রতিযোগিতার ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে ইতিবাচক প্রভাব :

- লেখাপড়ায় মনোযোগ বাড়ে, আগ্রহ সৃষ্টি হয়।
- বিশ্বের জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচয় ঘটে।
- সমাজ পরিবেশ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি পায়।
- পারিবারিক সম্পর্ক ও দায়িত্বশীলতা সম্পর্কে জ্ঞানার্জন হয়।
- মানুষের প্রতি মানবীয় আচরণের বোধ জন্মে।
- সত্য, ন্যায় ও নৈতিকতার মানদন্ডে নিজেকে যাচাইয়ের সুযোগ ঘটে।
- পাঠ্যবইয়ের বিভিন্ন জটিল বিষয় সহজে বুঝতে পারা যায়।
- পরিবেশের ভারসাম্য বিষয়ে জ্ঞান লাভ হয়।
- যুদ্ধ ও শান্তি বিষয়ে মতামত তৈরি হয়।
- শান্তির পক্ষ সমর্থনের আত্মশক্তি অর্জিত হয়।
- শিক্ষাক্ষেত্রে মানুষের বিভিন্ন অবদান সম্পর্কে জানা যায়।
- পৃথিবীর বিভিন্ন প্রাণী, উদ্ভিদ, দেশ সম্পর্কে জানা যায়।
- পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষা, সংস্কৃতি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ হয়।
- পৃথিবীর বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর ইতিহাস-ঐতিহ্যের উৎপত্তি ও বিকাশ সম্পর্কে জানা যায়।
- পৃথিবীর সভ্যতার শুরু থেকে আজ পর্যন্ত নানা উত্থান-পতন ও বিকাশ সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞান লাভ করা যায়।

২ বই পড়ার অভ্যাস কীভাবে আরো বৃদ্ধি করা যায়– সে বিষয়ে তোমার প্রস্তাব দাও।

পরামর্শ : তোমার নিজের ইচ্ছামতো কিছু বিষয় লিখে দিলেই সেটা অন্যরা গ্রহণ করবে তার নিশ্চয়তা নেই। তাই এই ধরনের প্রস্তাবের ক্ষেত্রে তোমাকে বেশ ভাবনা-চিন্তা করে লিখতে হবে। আগে বই পড়ার অসুবিধাগুলো চিহ্নিত করতে হবে। তারপর তোমাকে ভাবতে হবে– ঐ সমস্ত অসুবিধা কীভাবে দূর করা যায়। সেই দিক বিবেচনা করে তুমি তোমার প্রস্তাবগুলো তুলে ধরতে পার। তাহলে এই প্রস্তাবগুলো বেশিরভাগের কাছেই গ্রহণযোগ্যতা পাবে। তোমার সুবিধার্থে নমুনা হিসেবে কয়েকটি প্রস্তাব এখানে দেওয়া হলো, এগুলো থেকে তুমি তোমার সুবিধা-অসুবিধা বিবেচনা করে নিজের মতো করে প্রস্তাব তৈরি করবে।

বই পড়ার অভ্যাস বৃদ্ধি করার প্রস্তাব :

- বিদ্যালয়ের লাইব্রেরি বা পাঠাগারের মানোন্নয়ন করতে হবে।
- পাঠোপযোগী প্রয়োজনীয় বইয়ের সংখ্যা বাড়াতে হবে।
- ব্যক্তির বয়স ও রুচি অনুসারে বইয়ের সরবরাহ বাড়াতে হবে।
- বিনামূল্যে বই সংগ্রহ করে, পড়ে আবার ফেরত দেওয়ার সুবিধা চালু করতে হবে।
- 'বই পড়া' প্রতিযোগিতার আয়োজন করতে হবে।
- পাঠ্যপুস্তকের সহায়ক গ্রন্থাদি পড়ার জন্য বিদ্যালয়ের রুটিনে সপ্তাহে অন্তত ১ দিন কমপক্ষে ১ ঘণ্টা করে বাধ্যতামূলক বই পড়ার বিষয় সংযোজন করতে হবে।
- সাহিত্য, শিক্ষা ও বিজ্ঞান বিষয়ে বিখ্যাত সব রচনার বাংলা অনুবাদ সংগ্রহ করতে হবে।
- বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য– গল্প, উপন্যাস, নাটক প্রভৃতির মূল বিষয়বস্তু সম্পর্কে আলোচনা করে বই পড়ার প্রতি শিক্ষার্থীদের আগ্রহ বাড়াতে হবে।
- বই পড়ার মধ্যে নির্মল আনন্দ খুঁজে পাওয়ার শৌখিন মানসিকতা গড়ে তুলতে হবে।
- প্রিয়জনকে অনুষ্ঠান-উৎসবে বই উপহার দেওয়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে।
- বই কেনার প্রতি উৎসাহিত করে আগ্রহ বাড়াতে হবে।
- পাঠক বৃদ্ধির জন্য যে অঞ্চলে লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করা হবে সেখানের জনগণের শিক্ষা, পেশা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় প্রভাব বিবেচনা করে সেই অনুসারে গ্রন্থ সংগৃহীত করতে হবে।

www.abswer.com

www.abswer.com

PART 03 অনুশীলন *Practice*

স্কুল ও এসএসসি পরীক্ষায় সেরা প্রস্তুতির জন্য ১০০% সঠিক ফরম্যাট অনুসরণে অনুচ্ছেদের ধারায় সৃজনশীল ও বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

সৃজনশীল অংশ CREATIVE SECTION

প্রিয় শিক্ষার্থী, এ অংশে অনুশীলনীর প্রশ্নোত্তরের পাশাপাশি বোর্ড প্রশ্ন, সেরা স্কুলের প্রশ্ন, মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল প্রণীত প্রশ্ন এবং জ্ঞানমূলক ও অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর সংযোজন করা হয়েছে। উল্লিখিত প্রশ্ন ও উত্তরসমূহের যথাযথ অনুশীলন তোমাদের সেরা প্রস্তুতি গ্রহণ এবং আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে।

পাঠ্যবইয়ের অনুশীলনীর সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর — নতুন পাঠ্যবইয়ের আলোকে প্রণীত

প্রশ্ন ১ ▸ পাঠ্যবইয়ের অনুশীলনীর ১নং সৃজনশীল প্রশ্ন

জাতীয় জীবনধারা গঙ্গা-যমুনার মতোই দুই ধারায় প্রবাহিত। এক ধারার নাম আত্মরক্ষা বা স্বার্থপ্রসার, আরেক ধারার নাম আত্মপ্রকাশ বা পরমার্থ বৃদ্ধি। একদিকে যুদ্ধবিগ্রহ, মামলা-ফ্যাসাদ প্রভৃতি কদর্য দিক; অপরদিকে সাহিত্য, শিল্প, ধর্ম প্রভৃতি কল্যাণপ্রদ দিক। একদিকে শুধু কাজের জন্য কাজ। অপরদিকে আনন্দের জন্য কাজ। একদিকে সংগ্রহ, আরেক দিকে সৃষ্টি। যে জাতি দ্বিতীয় দিকটির প্রতি উদাসীন থেকে শুধু প্রথম দিকটির সাধনা করে, সে জাতি কখনও উঁচু জীবনের অধিকারী হতে পারে না।

ক. 'ভাঁড়েও ভবানী' অর্থ কী? ১

খ. অন্তর্নিহিত শক্তি বলতে কী বোঝানো হয়েছে? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত প্রথম দিকটি 'বই পড়া' প্রবন্ধের যে দিকটিকে ইঙ্গিত করে তা ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "উদ্দীপকে পরমার্থ বৃদ্ধির প্রতি যে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে তা 'বই পড়া' প্রবন্ধের লেখকের মতকে সমর্থন করে।"— মন্তব্যটির বিচার কর। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক জ্ঞান

- 'ভাঁড়েও ভবানী' অর্থ হচ্ছে– রিক্ত বা শূন্য।

খ অনুধাবন

- 'অন্তর্নিহিত শক্তি' বলতে নিজের মনকে নিজে যথার্থ উপায়ে গড়ে তোলার শক্তিকে বোঝানো হয়েছে।
- শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষকে ভেতর থেকে মানুষ করে তোলা। যে মানুষ সত্য, ন্যায় ও মানবকল্যাণ নিশ্চিত করতে নিরলস কাজ করেন, তিনিই প্রকৃত শিক্ষিত। এই শিক্ষা অর্জন করতে হয়, কেউ কাউকে তা দিতে পারে না। এই কারণেই শিক্ষক কেবল শিক্ষার্থীদের পথ দেখাতে পারেন, কৌতূহল বাড়াতে পারেন, বুদ্ধিবৃত্তিকে জাগ্রত করতে পারেন, মনোরাজ্যের ঐশ্বর্যের সন্ধান দিয়ে তাদের জ্ঞান-পিপাসা বাড়াতে পারেন। এর বেশি কিছুই তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। প্রকৃত শিক্ষক বা যথার্থ গুরু তাঁর শিষ্যের অন্তর্নিহিত সব প্রচ্ছন্ন শক্তি ব্যক্ত করার উপায় বলে দেন।

সারকথা : যে শক্তিবলে নিজের মন নিজে গড়া যায় সেটিই অন্তর্নিহিত শক্তি।

গ প্রয়োগ

- উদ্দীপকে বর্ণিত প্রথম দিকটি 'বই পড়া' প্রবন্ধের শিক্ষাপদ্ধতির দিকটিকে ইঙ্গিত করে।
- শিক্ষা হচ্ছে আনন্দের মধ্য দিয়ে প্রাপ্ত জ্ঞান যা জীবন ও জগতের কল্যাণ সাধনে ব্যবহারযোগ্য। জোর করে চাপিয়ে দেওয়া আর দায়ে পড়ে মুখস্থ করে সনদপত্র অর্জন করা শিক্ষা নয়। প্রকৃত শিক্ষা তো নয়ই। যথার্থ শিক্ষিত হতে হলে মনের যে প্রসারতা দরকার তা কেবল পাঠাভ্যাসের মাধ্যমেই সম্ভব।
- উদ্দীপকে আত্মস্বার্থ ও পরকল্যাণ এই দুটি প্রধান বিষয় ব্যাখ্যা করা হয়েছে। 'বই পড়া' প্রবন্ধেও প্রধান দুটি বিষয় ব্যাখ্যা করা হয়েছে। একটি স্বার্থরক্ষার শিক্ষা বা অর্থ উপার্জনের শিক্ষা, অন্যটি মানবকল্যাণে আত্মনিয়োগ করার প্রকৃত শিক্ষা বা বই পড়ে জ্ঞান অর্জন। এখানে উদ্দীপকে আলোচনার প্রথম দিকটির সাথে 'বই পড়া' প্রবন্ধের অর্থ উপার্জনের ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থার দিকটি সাদৃশ্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। উদ্দীপকের প্রথম দিকগুলো হচ্ছে আত্মরক্ষা বা স্বার্থপ্রসার, যুদ্ধবিগ্রহ, মামলা-ফ্যাসাদ প্রভৃতি। অন্যদিকে 'বই পড়া' প্রবন্ধে আছে স্কুল-কলেজের ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষাপদ্ধতি, জোর করে বিদ্যা গেলানো, শারীরিক ও মানসিক অবস্থার কথা বিবেচনা না করে তাদের শিক্ষাদান, তাদের স্বশিক্ষিত হয়ে ওঠার সুযোগ না দিয়ে বাধা সৃষ্টি করা প্রভৃতি। এভাবে উদ্দীপক ও 'বই পড়া' প্রবন্ধের নেতিবাচক দিকগুলো আলোচনা করলে এগুলোর উভয়ের মধ্যে গভীর মিল পাওয়া যায়।

সারকথা : উদ্দীপকে প্রথম দিকটিতে স্বার্থরক্ষা ও আত্মপ্রসারের বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে। আর 'বই পড়া' প্রবন্ধে মানুষের অর্থ উপার্জন ও আত্মকল্যাণের জন্য শিক্ষালাভ করাকে ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষা বলা হয়েছে। এই দুটি পরস্পর সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ উচ্চতর দক্ষতা

- উদ্দীপকে পরমার্থ বা পরম সত্য বৃদ্ধির প্রতি যে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে তা 'বই পড়া' প্রবন্ধের লেখকের মতকে সমর্থন করে।– মন্তব্যটি যথার্থ।
- শিক্ষা মানুষকে আত্মিক ও মানসিক বিকাশ সাধন করে কল্যাণকামী কর্মকাণ্ডে অনুপ্রাণিত করে। যে শিক্ষা তা করে না, তাকে প্রকৃত শিক্ষা বলা যায় না। আমাদের স্কুল-কলেজে রুটিন মেনে যে শিক্ষা দেওয়া হয়, তাতে প্রকৃত শিক্ষা লাভ হয় না। কারণ প্রকৃত শিক্ষা হচ্ছে স্বশিক্ষা, যা মানুষ স্বাচ্ছন্দ্যচিত্তে, স্বতঃস্ফূর্তভাবে অর্জন করে। আর তা অর্জনের প্রাণকেন্দ্র হচ্ছে লাইব্রেরি বা পাঠাগার।

www.abswer.com

www.abswer.com

- 'বই পড়া' প্রবন্ধে লেখক বই পড়ার উপযোগিতা ও পাঠকের মানসিকতা আলোচনা করেছেন। তিনি পাঠে অনীহার কারণ হিসেবে আমাদের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থাকে দায়ী করেছেন। প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা কীভাবে আমাদের অর্থ উপার্জন করতে শেখায়, কীভাবে আমাদের হৃদয়বৃত্তিকে প্রস্ফুটিত না করে নষ্ট করে দেয়, সেই বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছেন। সেই ব্যাখ্যাটির সাথে উদ্দীপকের পরমার্থ বৃদ্ধির প্রতি গুরুত্ব দেওয়ার বিষয়টি সাদৃশ্যপূর্ণ।
- উদ্দীপকে লেখক আত্মপ্রকাশ বা পরমার্থ বৃদ্ধির কথা বলেছেন। তিনি কল্যাণের দিকটিকে বেশি গুরুত্ব দিয়ে জাতির উন্নতির দিকটি ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি মনে করেন, যে জাতি আত্মপ্রকাশের প্রতি উদাসীন থেকে শুধু আত্মরক্ষার দিকটির সাধনা করে, সেই জাতি উঁচু জীবনে প্রবেশ করতে পারে না। 'বই পড়া' প্রবন্ধেও লেখক বলেছেন যথার্থ শিক্ষিত হয়ে উঠতে হলে স্কুল-কলেজের বাইরে মানুষকে স্বশিক্ষায় নিজেকে পরিপূর্ণ করে তুলতে হবে। স্বশিক্ষা হচ্ছে প্রগতিশীল জীবন ও জগতের সাথে তাল মিলিয়ে চলার শিক্ষা। উদ্দীপকে লেখক জাতিকে উন্নত জীবন লাভে পরমার্থের সাধনার প্রতি গুরুত্ব দিয়েছেন যা 'বই পড়া' প্রবন্ধের লেখকের মতামতকে প্রতিফলিত করেছে।

সারকথা : মানবকল্যাণে আত্মনিয়োগের শিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষা। সেই শিক্ষা স্কুল-কলেজের সীমাবদ্ধ শিক্ষায় পাওয়া যায় না। উদ্দীপকে পরমার্থ সাধনার যে কথা বলা হয়েছে, তার মূলে এই স্বশিক্ষা বা প্রকৃত শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। উদ্দীপক ও 'বই পড়া' প্রবন্ধে এই বিষয়টি অভিন্নভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

সকল বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষার সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর — বোর্ড পরীক্ষক প্যানেল কর্তৃক প্রণীত

প্রশ্ন ২ ▸ ঢাকা বোর্ড ২০২০

পারুল তার মায়ের কাছে বায়না ধরেছে– এবার ঘটা করে যেন ওর জন্মদিনটা পালন না করা হয়। বরং সেই টাকা দিয়ে বইমেলা থেকে ওকে বেশ কিছু বই কিনে দেয়া হোক। কারণ সে পাঠ্যবইয়ের বাইরের বইগুলোর মধ্যেই তার নতুন জগৎ ও জীবন খুঁজে পায়। এ কথা শুনে ওর ভাই পলাশ অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে। সে বলে– আরে বোকা, পাঠ্যবই মুখস্থ কর, কাজে দেবে। পরীক্ষায় ভালো ফল করতে পারবি আর জন্মদিনেও আমার মতো অনেক ধরনের গিফ্‌ট পাবি।

ক. যথার্থ গুরুর কাজ কী? ১

খ. "মনের দাবি রক্ষা না করলে মানুষের আত্মা বাঁচে না"– বুঝিয়ে লেখ। ২

গ. পলাশের মানসিকতা 'বই পড়া' প্রবন্ধের যে দিকটিকে প্রতিফলিত করে তা ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের পারুলই যেন 'বই পড়া' প্রবন্ধের শিক্ষিত মানুষ– মন্তব্যটির যথার্থতা যাচাই কর। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক জ্ঞান

- যথার্থ গুরুর কাজ শিষ্যের আত্মাকে উদ্বোধিত করা এবং তার অন্তর্নিহিত সকল প্রচ্ছন্ন শক্তিকে ব্যক্ত করে তোলা।

খ অনুধাবন

- আনন্দের স্পর্শেই মানুষের মন-প্রাণ সজীব, সতেজ ও সরাগ হয়ে ওঠে। মনের আনন্দের সেই দাবি রক্ষা করতে না পারলে মানুষের আত্মা বাঁচে না।
- সাহিত্য তার রসসিঞ্চন করে মানবমনকে সরস করে তোলে। জাতির আত্মাকে বাঁচিয়ে রাখতে তাই সাহিত্যচর্চার বিকল্প নেই। সাহিত্যচর্চায় অপরিমেয় আনন্দ যা সাহিত্যচর্চা মনকে আনন্দরসে পরিতৃপ্তি দেয়। তাই আনন্দ লাভের জন্য, সজীবতার জন্য মনের এই দাবিকে আমাদের রক্ষা করতেই হবে।

সারকথা : আনন্দের স্পর্শেই মানুষের মন সজীব, সতেজ ও সরাগ হয়ে ওঠে। তাই আনন্দ লাভ ও সজীবতার জন্য মনের এই দাবিকে রক্ষা করতে হবে।

গ প্রয়োগ

- পলাশের মানসিকতা 'বই পড়া' প্রবন্ধের শিক্ষার ফললাভের দিকটিকে প্রতিফলিত করে।
- শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের মনুষ্যত্ববোধ জাগিয়ে তোলা। সেই জাগরণ না ঘটলে সেটাকে প্রকৃত শিক্ষা বলা যাবে না। একজন স্বচ্ছন্দচিত্তে ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে সেই প্রকৃত শিক্ষা অর্জন করতে পারে।
- উদ্দীপকে শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য এবং শিক্ষার নগদ বাজারদরের বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে। শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্যের প্রতিনিধি পারুল এবং শিক্ষার নগদ বাজারদর পাওয়ার লোভী মানুষের প্রতিনিধি পলাশ। পলাশের মানসিকতায় 'বই পড়া' প্রবন্ধে প্রতিফলিত শিক্ষার ফললাভ বা নগদ বাজারদরের বিষয়টি নির্দেশ করেছে। বেশিরভাগ মানুষই শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য অনুধাবন করতে পারে না। উদ্দীপকের পলাশের ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে। সে স্বচ্ছন্দচিত্তে বই পড়ে জ্ঞান অর্জন করার পক্ষে মত না দিয়ে স্কুলের সিলেবাসভুক্ত বই মুখস্থের ওপর গুরুত্ব দিয়েছে, যা মানুষের প্রকৃত শিক্ষার অন্তরায় হিসেবে কাজ করে। তাই বলা যায় যে, পলাশের মানসিকতা 'বই পড়া' প্রবন্ধের শিক্ষার ফল লাভের দিক তথা নগদ বাজারদরের দিকটিকে প্রতিফলিত করেছে।

সারকথা : উদ্দীপকে পলাশের মানসিকতায় 'বই পড়া' প্রবন্ধের 'শিক্ষার ফল লাভে' সবার অতি আগ্রহের দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে। তার মানসিকতা 'বই পড়া' প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্যের বিপরীতমুখী।

ঘ উচ্চতর দক্ষতা

- উদ্দীপকের পারুলই যেন 'বই পড়া' প্রবন্ধের শিক্ষিত মানুষ– মন্তব্যটি যথার্থ।
- শিক্ষা হচ্ছে আনন্দের মধ্যে অর্জিত জ্ঞান, যা মানুষের জীবন ও জগতের কল্যাণ সাধন করে। জোর করে চাপিয়ে মুখস্থ করানো শিক্ষার প্রকৃত পদ্ধতি নয়। তাতে মনের যোগ থাকে না। তাই যথার্থ শিক্ষিত হতে হলে বই পড়ে মনের প্রসারতা বৃদ্ধি করতে হবে। প্রকৃত শিক্ষা মানুষকে আত্মিক ও মানসিক বিকাশ সাধন করে কল্যাণকামী কর্মকাণ্ডে অনুপ্রাণিত করে।

www.abswer.com

www.abswer.com

- 'বই পড়া' প্রবন্ধে লেখক বই পড়ার উপযোগিতা এবং বই পড়া সম্পর্কে পাঠকের মানসিকতা আলোচনা করেছেন। তিনি পাঠে অনীহার ক্ষেত্রে আমাদের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থাকে দায়ী করেছেন। লেখক প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা কীভাবে অর্থ উপার্জন করতে আমাদের অনুপ্রাণিত করে, কীভাবে আমাদের হৃদয়ানুভূতিকে নষ্ট করে সেই বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছেন। লেখক আরও বলেছেন, মনের প্রসারতার জন্য এবং যথার্থ শিক্ষিত হওয়ার জন্য বই পড়তে হবে। সুশিক্ষিত হতে হবে। তার এই মতের সঙ্গে উদ্দীপকের পারুলের মানসিকতার মিল রয়েছে। পারুল তার পাঠ্যবইয়ের বাইরে বই পড়ে প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত হতে চায়। কারণ এই বইগুলোর মধ্যে সে নতুন জগৎ ও জীবন খুঁজে পায়। তাই সে জন্মদিন পালনের টাকা দিয়ে বই কিনতে চায়।
- উদ্দীপকের পারুল তার জন্মদিনের জন্য খরচের টাকায় একুশের বইমেলা থেকে বই কেনার বায়না করে। এতে স্কুলের পাঠ্যবইয়ের বাইরে বই কিনে পড়ার প্রতি তার আগ্রহ প্রকাশ পেয়েছে। 'বই পড়া' প্রবন্ধের লেখকও বাঙালির মনে বই পড়ার আগ্রহ জাগিয়ে তুলতে চেয়েছেন। যাতে তারা প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত হতে পারে। এক্ষেত্রে আলোচ্য প্রবন্ধের আলোকে বলা যায় পারুলের চিন্তাচেতনা ও কর্মকাণ্ড অনুযায়ী সে একজন শিক্ষিত মানুষ।

সারকথা : সমাজের অধিকাংশ মানুষই নগদ মূল্যে বিশ্বাসী। যে কারণে তারা সমাজের কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না। উদ্দীপকের পারুল এর বিপরীত। সে বই পড়ে প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার প্রতি আগ্রহী, যা 'বই পড়া' প্রবন্ধের লেখকের চেতনার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ।

প্রশ্ন ৩ ▸ রাজশাহী বোর্ড ২০২০

রাজন পাঠ্যবইয়ের পাশাপাশি বিভিন্ন গল্পের বই পড়তে ভালোবাসে। স্কুলে অবসর সময়ে বন্ধুদের সাথে খেলাধুলা না করে সে লাইব্রেরিতে বসে বই পড়ে। এ নিয়ে রাজনের বন্ধুরা প্রায়ই তাকে বিদ্যার জাহাজ বলে কটাক্ষ করে। তার বন্ধুদের মতে ভালো ফলাফল করে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে হলে পাঠ্যবইয়ের কোনো বিকল্প নেই।

ক. সাহিত্যচর্চার আনন্দ থেকে বঞ্চিত হওয়ার অর্থ কী? ১
খ. আমরা জাত হিসেবে শৌখিন নই কেন? বুঝিয়ে লেখ। ২
গ. উদ্দীপকে রাজনের বন্ধুদের মনোভাবে 'বই পড়া' প্রবন্ধের সাদৃশ্যগত দিকটি ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের রাজন যেন 'বই পড়া' প্রবন্ধের লেখকের প্রত্যাশিত ব্যক্তি— মূল্যায়ন কর। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক জ্ঞান

- সাহিত্যচর্চার আনন্দ থেকে বঞ্চিত হওয়ার অর্থ হলো জাতির জীবনীশক্তি হ্রাস করা।

খ অনুধাবন

- আমরা সাহিত্যের রস উপভোগ করতে প্রস্তুত নই বলে আমরা জাত হিসেবে শৌখিন নই।
- 'বই পড়া' প্রবন্ধে লেখক বলেছেন— আমরা জাত হিসেবে শৌখিন নই। কারণ আমাদের এই রোগ-শোক, দুঃখ-দারিদ্র্যের দেশে সুন্দরভাবে জীবন ধারণ করা সহজ নয়। জীবনকে সুন্দর করতে আমরা এখনই সাহিত্যের রস উপভোগ করতে প্রস্তুত নই। এ কারণে শিক্ষার ফল লাভ সবাই করতে চায়। এ দিক বিবেচনা করেই লেখক বলেছে আমরা জাত হিসেবে শৌখিন নই।

সারকথা : সাহিত্যের রস উপভোগ করতে প্রস্তুত নই বলেই আমরা জাত হিসেবে শৌখিন নই।

গ প্রয়োগ

- উদ্দীপকের রাজনের বন্ধুদের মনোভাবে 'বই পড়া' প্রবন্ধে প্রকাশিত আমাদের স্কুল-কলেজের শিক্ষাপদ্ধতির দিকটি সাদৃশ্যপূর্ণ।
- বই মানুষের শ্রেষ্ঠ বন্ধু। বই পড়ার মাধ্যমে জ্ঞানের আলোয় মানুষ আলোকিত হয়। শিক্ষা মানুষকে আত্মিক ও মানসিক বিকাশ সাধন করে। কিন্তু যথার্থ শিক্ষা লাভ না করতে পারলে মানুষ সফল হতে পারে না।
- উদ্দীপকের রাজনের বন্ধুরা মনে করে পরীক্ষায় ভালো ফল করে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে হলে পাঠ্যবইয়ের কোনো বিকল্প নেই। তাদের এই মনোভাব 'বই পড়া' প্রবন্ধে আলোচিত দেশের শিক্ষাপদ্ধতির দিকটির সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। প্রাবন্ধিক বলেছেন— সেখানে ছেলেদের বিদ্যা গেলানো হয়। তারা তা জীর্ণ করতে পারুক আর নাই পারুক। এর ফলে ছেলেরা শারীরিক ও মানসিক মন্দাগ্নিতে জীর্ণশীর্ণ হয়ে কলেজ থেকে বেরিয়ে আসে। উদ্দীপকের রাজনের বন্ধুদের মনোভাবে এ চেতনার প্রতিফলন ঘটেছে।

সারকথা : উদ্দীপকের রাজনের বন্ধুরা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাকে প্রধান হিসেবে দেখেছে যা 'বই পড়া' প্রবন্ধে বর্ণিত আমাদের দেশের স্কুল-কলেজের শিক্ষাপদ্ধতির সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ উচ্চতর দক্ষতা

- উদ্দীপকের রাজন যেন 'বই পড়া' প্রবন্ধের লেখকের প্রত্যাশিত ব্যক্তি— মন্তব্যটি যথার্থ।
- স্বশিক্ষিত প্রাণবান মানুষ হয়ে গড়ে ওঠার জন্য বই পড়ার কোনো বিকল্প নেই। স্কুল-কলেজের শিক্ষাপদ্ধতি শিক্ষার্থীদের শিক্ষিত হওয়ার সুযোগ দেয় না। এতে স্বশিক্ষিত হয়ে ওঠার শক্তি নষ্ট হয়। এজন্য সত্যিকারের মানুষ হতে হলে সাহিত্যচর্চা করতে হবে।
- উদ্দীপকের রাজন পাঠ্যবইয়ের পাশাপাশি বিভিন্ন গল্পের বই পড়তে ভালোবাসে। স্কুলে অবসর সময়ে বন্ধুদের সঙ্গে খেলাধুলা না করে সে লাইব্রেরিতে বসে বই পড়ে। 'বই পড়া' প্রবন্ধের লেখক এমনই ব্যক্তিকে প্রত্যাশা করেছেন। কারণ তিনি মনে করেন সাহিত্যচর্চা শিক্ষার সর্বপ্রধান অঙ্গ। সাহিত্যের মাধ্যমে জাতির মনন গঠিত হয়। লেখকের মতে এর দ্বারা জাত উন্নত হয়।
- 'বই পড়া' প্রবন্ধে লেখক বই পড়াকে মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ কাজ বলেছেন। আর সাহিত্যচর্চা না করলে শিক্ষা পরিপূর্ণ হয় না। কেননা দর্শন, বিজ্ঞান, অনুরাগ-বিরাগ, আশা-নিরাশা, সত্য-স্বপ্ন— এসবের মিলনে সৃষ্টি হয় সাহিত্য। উদ্দীপকের রাজন বই পড়তে ভালোবাসে, সাহিত্যচর্চা করতে ভালোবাসে। এ জন্য সে লাইব্রেরিতে যায়। লেখকও লাইব্রেরিকে মনের হাসপাতাল বলেছেন। এসব দিক বিচারে তাই বলা যায়, প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

সারকথা : উদ্দীপকের রাজন পাঠ্যবইয়ের পাশাপাশি বিভিন্ন গল্পের বই পড়ে। বই পড়া তার শখ। 'বই পড়া' প্রবন্ধে লেখক রাজনের মতো ছেলেদেরই প্রত্যাশা করেছেন। এই দিক থেকে মন্তব্যটি যথার্থ।

www.abswer.com

www.abswer.com

প্রশ্ন ৪ ▸ কুমিল্লা বোর্ড ২০২০

হিমেল ও তুষার দশম শ্রেণির শিক্ষার্থী। হিমেল মনে করে পাস করার জন্য শুধু পাঠ্যবই ভালো করে পড়লেই যথেষ্ট। কিন্তু তুষার মনে করে ভালো ফলাফল অর্জন করতে হলে পাঠ্য-পুস্তক ছাড়াও অন্যান্য বই পড়া প্রয়োজন। তুষার নির্ধারিত পাঠ্যবইয়ের মধ্যে না থেকে লাইব্রেরিতে গিয়েও বিভিন্ন ধরনের বই পড়ে।

ক. যথার্থ শিক্ষিত হতে হলে কী দরকার? ১

খ. 'দেহের মৃত্যুর রেজিস্টারি রাখা হয়, আত্মার হয় না।'– বুঝিয়ে লেখ। ২

গ. উদ্দীপকের হিমেলের মানসিকতায় 'বই পড়া' প্রবন্ধের কোন দিকটি প্রকাশ পেয়েছে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "উদ্দীপকের তুষারের মানসিকতায় 'বই পড়া' প্রবন্ধের লেখকের অভিমত প্রতিফলিত হয়েছে।"– মন্তব্যটির যথার্থতা নিরূপণ কর। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক জ্ঞান

- যথার্থ শিক্ষিত হতে হলে মনের প্রসার দরকার।

খ অনুধাবন

- আমাদের দেশে স্কুল-কলেজের ভুল শিক্ষাপদ্ধতি কীভাবে ছাত্রদের শিক্ষার ব্যাপারে নিঃস্পৃহ করে তোলে এ প্রসঙ্গেই উক্তিটি করা হয়েছে।
- দেহ ও আত্মার সমন্বয়ে মানবজীবন গড়ে ওঠে। মানুষের মৃত্যু তাই একই সঙ্গে দৈহিক ও আত্মিক। দৈহিক মৃত্যুটা সবার কাছে দৃষ্টিগোচর হয়। কিন্তু আত্মিক মৃত্যুর কথা কেউ ভাবেও না জানেও না, এদেশে ভুল শিক্ষাপদ্ধতির কারণে কত সরল ছেলের যে শিক্ষা সম্পর্কে ভীতি ও অনীহা জাগ্রত হয় এটির হিসাব কেউ রাখে না। শিক্ষার্থীর এই আত্মিক মৃত্যুর প্রসঙ্গেই প্রাবন্ধিক বলেছেন, 'দেহের মৃত্যুর রেজিস্টারি রাখা হয়, আত্মার হয় না।'

সারকথা : শিক্ষাব্যবস্থার ত্রুটি কীভাবে শিক্ষার্থীদের সরল মনকে নিঃস্পৃহ ও নির্জীব করে দেয় তা বোঝাতে প্রাবন্ধিক বিষয়টির অবতারণা করেন।

গ প্রয়োগ

- উদ্দীপকের হিমেলের মানসিকতায় 'বই পড়া' প্রবন্ধে বর্ণিত পাস করা বিদ্যা তথা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার ত্রুটিপূর্ণ দিকটি প্রকাশিত হয়েছে।
- শিক্ষা মানুষের জন্য একটি অপরিহার্য বিষয়। তাই বলে শুধু প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত হলেই চলবে না, হতে হবে সুশিক্ষিত। যার জন্য প্রয়োজন পুঁথিগত বিদ্যার বাইরে গিয়ে জ্ঞানার্জন করা।
- উদ্দীপকের হিমেল মনে করে পাস করার জন্য শুধু পাঠ্যবই ভালো করে পড়লেই যথেষ্ট। হিমেলের এই দৃষ্টিভঙ্গি 'বই পড়া' প্রবন্ধে বর্ণিত মানুষের সাধারণ ভাবনার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। মানুষের সাধারণ বিশ্বাস দেশে যত ছেলে পাস হচ্ছে তত শিক্ষার বিস্তার হচ্ছে। পাস করা বিদ্যাকে প্রাবন্ধিক শিক্ষা বলতে নারাজ। এ দিক থেকে 'বই পড়া' প্রবন্ধে প্রাবন্ধিকের শিক্ষাসংক্রান্ত সমালোচনার সত্যতা উদ্দীপকের হিমেলের মানসিকতার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে।

সারকথা : পুঁথিগত বিদ্যার বাইরে গিয়ে বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানার্জনের মাধ্যমেই প্রকৃত শিক্ষিত হওয়া যায়, যা আমাদের দেশের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় পাওয়া যায় না।

ঘ উচ্চতর দক্ষতা

- "উদ্দীপকের তুষারের মানসিকতায় 'বই পড়া' প্রবন্ধের লেখকের অভিমত প্রতিফলিত হয়েছে।"– মন্তব্যটি যথার্থ।
- প্রথাগত পাঠ্যপুস্তকের জ্ঞানের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে প্রকৃত অর্থে সুশিক্ষিত হওয়া যায় না। সুশিক্ষার জন্য চাই সমন্বিত শিক্ষা।
- উদ্দীপকের তুষার দশম শ্রেণির ছাত্র। সে মনে করে ভালো ফল অর্জন করতে হলে পাঠ্যপুস্তক ছাড়াও অন্যান্য বই পড়া প্রয়োজন। তুষার নির্ধারিত পাঠ্যবইয়ের মধ্যে না থেকে লাইব্রেরিতে গিয়েও বিভিন্ন ধরনের বই পড়ে। 'বই পড়া' প্রবন্ধে লেখক আমাদের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার ত্রুটিসমূহ তুলে ধরেছেন। লেখকের মতে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার ত্রুটির কারণেই শিক্ষার্থীরা সুশিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়। লেখকের মতে পাস করা ও শিক্ষিত হওয়া এক নয়। লেখকের এ দৃষ্টিভঙ্গি উদ্দীপকের তুষারের মানসিকতায় প্রতিফলিত হয়েছে।
- 'বই পড়া' প্রবন্ধে লেখক স্বশিক্ষিত হওয়ার ওপর অধিক জোর দিয়েছেন, যা একমাত্র লাইব্রেরিতে গিয়ে পাঠ্যবইয়ের বাইরেও পড়াশুনা করতে হবে, সাহিত্যচর্চা করতে হবে। এ অভ্যাসটা উদ্দীপকের তুষারের মাঝে দেখা যায়। সুতরাং বলা যায়, প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

সারকথা : পাঠ্যপুস্তক ছাড়াও নানা বিষয়ের বই পড়ার ওপর উদ্দীপকের তুষার ও প্রাবন্ধিকের জোর দেওয়ার কথা বলা হয়েছে।

www.abswer.com

www.abswer.com

প্রশ্ন ৫ ▸ সিলেট বোর্ড ২০২০

রাকিব স্যার ক্লাসে পাঠদান করতে গিয়ে শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবইয়ের পাশাপাশি অন্যান্য বই পড়তে উৎসাহিত করেন। তিনি শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল, বিজ্ঞানমনস্ক, দেশপ্রেমিক ও যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠার জন্য লাইব্রেরিতে গিয়ে বই পড়ার এবং আবৃত্তি ও বিতর্কসহ বিভিন্ন সৃজনশীল কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের তাগিদ দেন। তাঁর উৎসাহে নবম শ্রেণির ছাত্রী ফাতিমা এ বছর 'বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র' আয়োজিত বই পড়া কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে জাতীয় পর্যায়ে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

ক. 'কেতাবি' অর্থ কী? ১

খ. সাহিত্য সাক্ষাৎভাবে উদরপূর্তির কাজে লাগে না কেন? ২

গ. উদ্দীপকের ফাতিমাকে কোন ধরনের শিক্ষিত বলা যায়? 'বই পড়া' প্রবন্ধের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "উদ্দীপকের রাকিব স্যার যেন 'বই পড়া' প্রবন্ধে উল্লিখিত যথার্থ গুরুর সার্থক প্রতিনিধি"– বিশ্লেষণ কর। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক জ্ঞান

- 'কেতাবি' অর্থ কেতাব অনুসরণ করে চলে যারা।

খ অনুধাবন

- সাহিত্য সাক্ষাৎভাবে উদরপূর্তির কাজে লাগে না কারণ পরীক্ষায় পাসের জন্য সাহিত্যচর্চার প্রয়োজন নেই।
- শিক্ষা সম্পর্কে আমাদের বিশ্বাস এই যে তা আমাদের গায়ের জ্বালা ও চোখের জল দূর করবে। আমাদের চিন্তা নোট ও পাঠ্যবই পড়ে পরীক্ষায় পাস করা এবং চাকরি করা। যেহেতু সাহিত্যচর্চার ফল হাতে হাতে পাওয়া যায় না তাই আমরা পাঠ্যবইয়ের বাইরে অন্য বই অর্থাৎ সাহিত্যের বই পড়তে নারাজ। কেননা তা পড়ে পরীক্ষায় পাস করে উদরপূর্তির কাজে লাগানো সম্ভব নয়।

সারকথা : আমরা শুধু উদরপূর্তির কাজে লাগে এমন বই পড়তে প্রস্তুত। কিন্তু সাহিত্যচর্চার জন্য পাঠবহির্ভূত বই পড়তে রাজি নই। কারণ তা সাক্ষাৎভাবে উদরপূর্তির কাজে লাগে না।

গ প্রয়োগ

- উদ্দীপকের ফাতিমাকে 'বই পড়া' প্রবন্ধের আলোকে সুশিক্ষিত বলা যায়।
- ব্যক্তির জাগরণের জন্য শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। আর যথার্থ শিক্ষা লাভ করতে হলে বই পড়া অপরিহার্য। বই পড়েই মানুষ যথার্থ জ্ঞান লাভ করতে পারে।
- উদ্দীপকের ফাতিমা একজন কৃতী ছাত্রী। সে 'বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র' আয়োজিত বই পড়া কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে জাতীয় পর্যায়ে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে। 'বই পড়া' প্রবন্ধের লেখকের মতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে লব্ধ শিক্ষা পূর্ণাঙ্গ নয় বলে ব্যাপকভাবে বই পড়া প্রয়োজন। কারণ যথার্থ শিক্ষিত হতে হলে মনের প্রসার দরকার, যা বই পড়ার মাধ্যমেই সম্ভব। নিজের পছন্দ অনুযায়ী বই পড়েই কেবল যথার্থ শিক্ষিত বা সুশিক্ষিত হয়ে ওঠা যায়। উদ্দীপকের ফাতিমা যেহেতু নিজের ইচ্ছায় পাঠ্যবইয়ের বাইরে অনেক বই পড়ে বই পড়া কর্মসূচিতে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে তাই আমরা তাকে আলোচ্য প্রবন্ধের আলোকে সুশিক্ষিত বলতে পারি।

সারকথা : মানুষ স্বচ্ছন্দচিত্তে যে শিক্ষা লাভ করে সেটাই সুশিক্ষা। ফাতিমা নিজের ইচ্ছায় বই পড়ে সুশিক্ষিত হয়েছে।

ঘ উচ্চতর দক্ষতা

- "উদ্দীপকের রাকিব স্যার যেন 'বই পড়া' প্রবন্ধে উল্লিখিত যথার্থ গুরুর সার্থক প্রতিনিধি"– মন্তব্যটি যথার্থ।
- শিক্ষা হচ্ছে আনন্দের বিষয়। শিক্ষা আনন্দের সঙ্গে অর্জন করতে হয়। তাহলে অর্জিত জ্ঞান মানুষের কল্যাণে আসে। জোর করে চাপিয়ে দেওয়া বা মুখস্ত করা জ্ঞান আত্মিক ও মানসিক বিকাশের অন্তরায়।
- 'বই পড়া' প্রবন্ধে বলা হয়েছে শিক্ষা কেউ কাউকে দিতে পারে না। ছাত্রকে তা অর্জন করতে হয়। শিক্ষাগুরুর সার্থকতা শিক্ষাদানে নয়, ছাত্রকে তা অর্জন করতে সক্ষম করায়। শিক্ষক বা গুরু ছাত্রকে শিক্ষার পথ দেখিয়ে দিতে পারেন, তার কৌতূহল উদ্রেক করতে পারেন, ছাত্রের বুদ্ধিবৃত্তিকে জাগ্রত করতে পারেন, ছাত্রের জ্ঞান পিপাসাকে জ্বলন্ত করতে পারেন। একজন যথার্থ গুরু শিষ্যের আত্মাকে উদ্বোধিত করেন এবং তার অন্তর্নিহিত প্রচ্ছন্ন শক্তিকে ব্যক্ত করে তোলেন। সেই শক্তির বলে শিষ্য নিজের মন নিজে গড়ে তোলে। উদ্দীপকের রাকিব স্যার এমনই একজন শিক্ষক। তিনি ছাত্রদের পাঠ্যবইয়ের পাশাপাশি অন্য বই পড়তে উৎসাহিত করেন। লাইব্রেরিতে গিয়ে বই পড়তে এবং বিভিন্ন সৃজনশীল কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতে তাগিদ দেন। ফাতিমা তার উৎসাহে উদ্বুদ্ধ হয়ে সফল হয়।
- 'বই পড়া' প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক একজন যথার্থ শিক্ষাগুরুর যেসব কর্মকাণ্ড ও বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন তার সব বৈশিষ্ট্য উদ্দীপকের রাকিব স্যারের মধ্যে বিদ্যমান। কেননা তিনি ফাতিমাকে উদ্বুদ্ধ করতে এবং তাকে বই পড়ে সুশিক্ষিত হওয়ার চেতনা জাগ্রত করতে সক্ষম হয়েছেন। তাই বলা যায় যে, প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

সারকথা : একজন যোগ্য ও সার্থক গুরুর যে বৈশিষ্ট্য 'বই পড়া' প্রবন্ধে প্রকাশ পেয়েছে উদ্দীপকের রাকিব স্যার তেমনই এক শিক্ষক।

www.abswer.com

www.abswer.com

প্রশ্ন ৬ ▸ ময়মনসিংহ বোর্ড ২০২০

দশম শ্রেণির শিক্ষার্থী আরশি সাহিত্য পড়তেই বেশি আগ্রহী। মামার সাথে একুশের বইমেলায় গিয়ে সে বাংলা সাহিত্যের বইগুলোই কেনে। তার এই সাহিত্যপ্রীতিকে আরও শানিত করার জন্য তার মামা তাকে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের ভ্রাম্যমাণ পাঠাগারে ভর্তি করে দেন। তিনি সাহিত্য পড়ার ব্যাপারে আরশিকে অনুপ্রাণিত করে বলেন, জ্ঞান-রাজ্যের এক সমৃদ্ধ অঙ্গ হলো সাহিত্য। সাহিত্য ছাড়া কোনো জাতিই বিকশিত হতে পারে না। তবে এর জন্য প্রয়োজন সাহিত্যের বাতিঘর প্রতিষ্ঠা করা।

ক. 'কেতাবি' শব্দের অর্থ কী? ১

খ. 'বই পড়া' প্রবন্ধে লেখক লাইব্রেরিকে স্কুল-কলেজের উপরে স্থান দিয়েছেন কেন? ২

গ. উদ্দীপকের আরশির মামার মধ্যে 'বই পড়া' প্রবন্ধের লেখকের কোন অনুভূতির প্রকাশ ঘটেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "উদ্দীপকের মামার অনুপ্রেরণামূলক বক্তব্যটিতে 'বই পড়া' প্রবন্ধের লেখকের মনোভাবের প্রতিফলন ঘটেছে।"— মন্তব্যটির যথার্থতা নিরূপণ কর। ৪

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক জ্ঞান

- 'কেতাবি' শব্দের অর্থ কেতাব অনুসরণ করে চলে যারা।

খ অনুধাবন

- লেখক লাইব্রেরিকে স্কুল-কলেজের ওপরে স্থান দিতে চান, কারণ লাইব্রেরিতে লোকে স্বেচ্ছায় ও স্বচ্ছন্দচিত্তে স্বশিক্ষিত হওয়ার সুযোগ পায়।
- 'বই পড়া' প্রবন্ধে লেখক বলেছেন, আমাদের স্কুল-কলেজের শিক্ষাপদ্ধতি উল্টো। সেখানে ছেলেদের বিদ্যে গেলানো হয়। তা তারা হজম করতে পারুক আর নাই পারুক, তা কেউ দেখে না। ফলে ছেলেরা শারীরিক ও মানসিকভাবে জীর্ণশীর্ণ হয়ে বেরিয়ে আসে কলেজ থেকে। অন্যদিকে লাইব্রেরিতে প্রত্যেকে নিজ নিজ শক্তি ও রুচি অনুসারে নিজের মনকে নিজের চেষ্টায় আত্মার রাজ্যে, জ্ঞানের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। তাই লেখক লাইব্রেরিকে স্কুল-কলেজের ওপরে স্থান দিতে চান।

সারকথা : লাইব্রেরিতে বিভিন্ন বিষয়ের বই পড়ে মানুষ স্বশিক্ষিত প্রাণবান মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে পারে বলে লেখক লাইব্রেরিকে স্কুল-কলেজের ওপর স্থান দিয়েছেন।

গ প্রয়োগ

- উদ্দীপকের আরশির মামার মধ্যে 'বই পড়া' প্রবন্ধের লেখকের সাহিত্যচর্চার মাধ্যমে জাতির সর্ববিধ উন্নতি করার অনুভূতির প্রকাশ ঘটেছে।
- শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষকে ভিতর থেকে মানুষ করে গড়ে তোলা এবং মনুষ্যত্ব অর্জনে সহায়তা করা। যিনি সত্য, ন্যায় ও মানবকল্যাণ নিশ্চিত করতে নিরলস কাজ করেন, তিনিই প্রকৃত শিক্ষিত। প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত হতে হলে মানুষকে বই পড়তে হয়, সাহিত্যচর্চা করতে হয়।
- উদ্দীপকে জাতির উন্নতির জন্য সাহিত্যচর্চার গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে। এখানে আরশির মামা আরশিকে সাহিত্যচর্চায় অনুপ্রাণিত করেছেন। তিনি সাহিত্যকে জ্ঞান-রাজ্যের এক সমৃদ্ধ অঙ্গ হিসেবে অভিহিত করেছেন। তার মতে সাহিত্য ছাড়া কোনো জাতিই বিকশিত হতে পারে না। উদ্দীপকে আরশির মামার এই বক্তব্য 'বই পড়া' প্রবন্ধে লেখকের বক্তব্যের সঙ্গে মিল আছে। লেখকও জাতির উন্নতির জন্য প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত হতে বলেছেন। আর এজন্য তিনি বই পড়া এবং লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠার ওপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। শিক্ষার প্রধান অঙ্গ হলো সাহিত্যচর্চা। আর বই পড়া ছাড়া সাহিত্যচর্চার উপায় নেই। ধর্মের চর্চা মন্দিরে দর্শনের চর্চা গুহায়, বিজ্ঞানের চর্চা জাদুঘরে হলেও সাহিত্যচর্চার জন্য লাইব্রেরির প্রয়োজন হয়। উদ্দীপকে এই লাইব্রেরিকেই আরশির মামা সাহিত্যের বাতিঘর বলে অভিহিত করেছেন।

সারকথা : 'বই পড়া' প্রবন্ধে লেখক বই পড়ার মাধ্যমে প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার কথা বলেছেন এবং উন্নত জাতি গঠনে সাহিত্যচর্চা ও লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠার ওপর জোর দিয়েছেন। এই অনুভূতি উদ্দীপকের আরশির মামার বক্তব্যে প্রতিফলিত হয়েছে।

ঘ উচ্চতর দক্ষতা

- "উদ্দীপকের মামার অনুপ্রেরণামূলক বক্তব্যটিতে 'বই পড়া' প্রবন্ধের লেখকের মনোভাবের প্রতিফলন ঘটেছে।"— মন্তব্যটি যথার্থ।
- সুশিক্ষিত লোকমাত্রই স্বশিক্ষিত। স্বশিক্ষিত হওয়ার ক্ষেত্রে লাইব্রেরির ভূমিকা সবচেয়ে বেশি। লাইব্রেরি মানুষের মন ও আত্মার জ্ঞানপিপাসা নিবারণ করে। সাহিত্যচর্চার প্রধান কেন্দ্র হচ্ছে লাইব্রেরি। এখানে নানা রকম বইয়ের সমাহার ঘটে। লাইব্রেরিতে এসে স্বেচ্ছায় বই পড়ার মাধ্যমে যথার্থ শিক্ষিত হয়ে ওঠা সম্ভব।
- 'বই পড়া' প্রবন্ধে লেখক আমাদের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার ত্রুটি, অসংগতি, অপূর্ণতা, অতীতের শিক্ষাব্যবস্থা, শিক্ষাগ্রহণের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা, সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ, রুচিবোধ, সাহিত্যচর্চার গুরুত্ব, বই পড়ার গুরুত্ব ইত্যাদি দিক তুলে ধরেছেন। লেখকের মতে স্বেচ্ছায় বই পড়ে স্বশিক্ষিত হওয়াই প্রকৃত শিক্ষা। আর তা লাইব্রেরির মাধ্যমে করা সম্ভব। উদ্দীপকের মামার অনুপ্রেরণামূলক বক্তব্যও তাই। মামাও এখানে সাহিত্যচর্চার জন্য জ্ঞানের বাতিঘর তথা লাইব্রেরির কথা বলেছেন। তিনি আরশিকে জ্ঞান-রাজ্যের সমৃদ্ধ অঙ্গ সাহিত্যচর্চা করতে বলেছেন।
- 'বই পড়া' প্রবন্ধের সারকথা হচ্ছে বই পড়ে এবং সাহিত্যচর্চার মাধ্যমে জীবনকে জ্ঞানের আলোয় আলোকিত করে তোলা। উদ্দীপকের আরশির মামাও তার বক্তব্যে আরশিকে বই পড়তে এবং সাহিত্যচর্চা করতে অনুপ্রাণিত করেছেন। এসব দিক বিচারে তাই বলা যায়, প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

সারকথা : 'বই পড়া' প্রবন্ধে লেখক স্বশিক্ষিত হওয়ার ক্ষেত্রে লাইব্রেরির গুরুত্বের দিকটি তুলে ধরেছেন। এতে বই পড়া ও সাহিত্যচর্চার মাধ্যমে উন্নত জাতি গঠন করার যে আহ্বান ধ্বনিত হয়েছে তা উদ্দীপকের মামার বক্তব্যেও প্রতিফলিত হয়েছে। এই দিক থেকে প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

www.abswer.com

www.abswer.com

প্রশ্ন ৭ ▸ রাজশাহী বোর্ড ২০১৯

সাইমন তারিক একজন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক। বিভিন্ন ধরনের বই পড়ার প্রতি তাঁর রয়েছে প্রবল অনুরাগ। এজন্য ব্যক্তিগত উদ্যোগে তিনি নিজ বাড়িতে একটি গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করেন। আশেপাশের মানুষের মাঝে জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করে থাকেন। এ মহতী উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে সমাজে অনেক ধনাঢ্য ব্যক্তি তার গ্রন্থাগারে অনুদানস্বরূপ বিভিন্ন ধরনের বই দিয়েছেন। কিন্তু তাঁরই এক স্বজন বাদল এহেন কর্মকাণ্ডের সমালোচনা করে বলেন, "শুধু শুধু বই কিনে অর্থ অপচয় করার মধ্যে কোনো সার্থকতা নেই, বরং স্কুল-কলেজের নির্ধারিত পাঠ্যবই পড়লেই আলোকিত সমাজ গড়া সম্ভব।"

ক. মনের দাবি রক্ষা না করলে কী বাঁচে না? ১

খ. সাহিত্যচর্চাকে শিক্ষার সর্বপ্রধান অঙ্গ বলা হয়েছে কেন? ২

গ. উদ্দীপকের বাদলের মনোভাব 'বই পড়া' প্রবন্ধের কোন দিকটির ইঙ্গিত করে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "উদ্দীপকের সাইমন তারিকের প্রচেষ্টাই 'বই পড়া' প্রবন্ধের মূল সুর"– মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর। ৪

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক জ্ঞান

- মনের দাবি রক্ষা না করলে মানুষের আত্মা বাঁচে না।

খ অনুধাবন

- মানুষের সুকুমার হৃদয়বৃত্তিকে জাগিয়ে তোলে, মানুষকে বিকশিত করে বলে সাহিত্যচর্চাকে শিক্ষার সর্বপ্রধান অঙ্গ বলা হয়েছে।
- 'বই পড়া' প্রবন্ধে লেখক বলেছেন, যে জাতি মনে বড় নয়, সেই জাতি জ্ঞানেও বড় নয়। মানুষের মনকে সরল, সচল, সরাগ ও সমৃদ্ধ করার ভার আজকের দিনে সাহিত্যের ওপর ন্যস্ত হয়েছে। কেননা মানুষের দর্শন, বিজ্ঞান, ধর্মনীতি, অনুরাগ-বিরাগ, আশা-নৈরাশ্য, অন্তরের সত্য ও স্বপ্নের সমবায়ে সাহিত্যের জন্ম। সাহিত্যের রস মানুষের আত্মাকে সজীব করে তোলে। এসব কারণেই সাহিত্যচর্চাকে শিক্ষার সর্বপ্রধান অঙ্গ বলা হয়েছে।

সারকথা : সাহিত্যচর্চায় মন ও জ্ঞানের সামগ্রিক রূপ পাওয়া যায় বলে সাহিত্যচর্চাকে শিক্ষার সর্বপ্রধান অঙ্গ বলা হয়েছে।

গ প্রয়োগ

- অর্থকরী নয় এমন সবকিছুই এদেশে অনর্থক বলে বিবেচনা করা হয়। উদ্দীপকের বাদলের মনোভাব 'বই পড়া' প্রবন্ধের এই দিকটিকে ইঙ্গিত করে।
- স্বশিক্ষিত হওয়ার জন্য বই পড়ার কোনো বিকল্প নেই। বই মানুষের জ্ঞান বৃদ্ধি করে, মনের বিকাশ ঘটায়। তাই শিক্ষা অর্জনে বই পড়া প্রয়োজন।
- 'বই পড়া' প্রবন্ধে লেখক প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার নানা দিক তুলে ধরেছেন। তিনি বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থাকে ঘিরে মানুষের চিন্তা-চেতনার বিষয়টি আলোচনা করেছেন। উদ্দীপকের বাদলের মনোভাবে 'বই পড়া' প্রবন্ধের শিক্ষার ফললাভ বা নগদ বাজারদরের বিষয়টিকে নির্দেশ করেছে। কারণ বেশিরভাগ মানুষই শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য অনুধাবন করতে পারে না। তারা মনে করে যা সরাসরি অর্থকরী নয় তা অনর্থক। সেই জন্য পাঠ্যবইবহির্ভূত বই পড়ার প্রতি লোকের অনীহা বেশি। এমনকি লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করাকেও তারা অনর্থক অপচয় মনে করে। উদ্দীপকের বাদলও বই কিনে লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করাকে অর্থ অপচয় বলেছে। তার মতে স্কুল-কলেজের নির্ধারিত পাঠ্যবই পড়লেই আলোকিত সমাজ গড়া সম্ভব। তার এই মত 'বই পড়া' প্রবন্ধের সাহিত্যের রস উপভোগ না করে শিক্ষার ফল লাভে উদ্বাহু হওয়ার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই বলা যায় যে, অর্থকরী নয় এমন সবকিছুই এদেশে অনর্থক বলে বিবেচনা করা হয়। উদ্দীপকের বাদলের মনোভাব আলোচ্য প্রবন্ধের প্রচলিত এই ধারণাকে ইঙ্গিত করে।

সারকথা : অর্থকরী নয় এমন সবকিছুই এদেশে অনর্থক বলে বিবেচনা করা হয়। উদ্দীপকের বাদলের মনোভাব 'বই পড়া' প্রবন্ধের এই দিকটিকে ইঙ্গিত করে।

ঘ উচ্চতর দক্ষতা

- "উদ্দীপকের সাইমন তারিকের প্রচেষ্টাই 'বই পড়া' প্রবন্ধের মূল সুর"– মন্তব্যটি যথার্থ।
- শিক্ষা হচ্ছে আনন্দের মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান। এই জ্ঞান মানুষের জীবন ও জগতের কল্যাণ সাধন করে। জোর করে চাপিয়ে দেওয়া শিক্ষা প্রকৃত শিক্ষা নয়। তাই যথার্থ শিক্ষিত হতে হলে মানুষকে বই পড়তে হয় এবং সাহিত্যচর্চা করতে হয়।
- উদ্দীপকের সাইমন তারিক একজন প্রকৃত শিক্ষিত শিক্ষক। বই পড়ার প্রতি তার প্রবল অনুরাগ। লাইব্রেরির গুরুত্বও তিনি অনুধাবন করেছেন। তাই নিজ উদ্যোগে নিজ বাড়িতে তিনি একটি গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করেছেন। এই গ্রন্থাগারের মাধ্যমে তিনি আশেপাশের মানুষের মধ্যে জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে দিতে আপ্রাণ চেষ্টা করেন। 'বই পড়া' প্রবন্ধের লেখকও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে লব্ধ শিক্ষা পূর্ণাঙ্গ নয় বলে ব্যাপকভাবে বই পড়ার প্রতি গুরুত্ব দিয়েছেন। কারণ যথার্থ শিক্ষিত হতে হলে বই পড়ার বিকল্প নেই। আর এর জন্য লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন। যাতে লোকে নিজের পছন্দ অনুযায়ী বই পড়ে যথার্থ শিক্ষিত হয়ে উঠতে পারে।
- 'বই পড়া' প্রবন্ধের মূল সুর হলো বই পড়া এবং সাহিত্যচর্চার মাধ্যমে জীবনকে আলোকিত করা। উদ্দীপকের সাইমন তারিকের প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে এই বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে। তাই বলা যায় যে প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

সারকথা : 'বই পড়া' প্রবন্ধে লেখক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে লব্ধ শিক্ষাকে পূর্ণাঙ্গ মনে না করে বই পড়ার প্রতি গুরুত্ব দিয়েছেন। আর এ জন্য লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। উদ্দীপকের সাইমন তারিক সেই কাজটি করেছেন। তাই প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটিকে যথার্থ বলা যায়।

www.abswer.com

www.abswer.com

প্রশ্ন ৮ ▸ যশোর বোর্ড ২০১৯

ফজর আলী একজন কৃষক। অবসর সময় নাতি-নাতনিদের বই পড়ে। তার পড়ার আগ্রহ দেখে তার নাতি সাইমন বলে, দাদু তুমি আমাদের পড়ার লাইব্রেরিতে গেলে অনেক বই পড়তে পারবে। ফজর আলী একদিন লাইব্রেরিতে গিয়ে কৃষি বিষয়ক অনেক বই দেখে সে তাজ্জব বনে যায়। এরপর সে নিয়মিত লাইব্রেরিতে যায় এবং বইয়ের প্রতি তার একটা অন্যরকম প্রীতি জেগে ওঠে। তার মতে বই শুধু জ্ঞান পরিবেশন করে না, মনের খোরাকও জোগায়।

ক. কাব্যামৃতে আমাদের অরুচি ধরেছে কেন? ১

খ. মনের দাবি রক্ষা না করলে মানুষের আত্মা বাঁচে না কেন? ২

গ. উদ্দীপকে ফজর আলীর মধ্যে 'বই পড়া' প্রবন্ধের কোন দিকটি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "বই শুধু জ্ঞান পরিবেশন করে না, মনের খোরাকও যোগায়"— উক্তিটি উদ্দীপক ও 'বই পড়া' প্রবন্ধের আলোকে মূল্যায়ন কর। ৪

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক জ্ঞান

- কাব্যামৃতে আমাদের অরুচি ধরেছে প্রচলিত শিক্ষার দোষে।

খ অনুধাবন

- আনন্দের স্পর্শেই মানুষের মন-প্রাণ সজীব, সতেজ ও সরাগ হয়ে ওঠে। মনের আনন্দের সেই দাবি রক্ষা করতে না পারলে মানুষের আত্মা বাঁচে না।
- সাহিত্য তার রসসিঞ্চন করে মানবমনকে সরস করে তোলে। জাতির আত্মাকে বাঁচিয়ে রাখতে তাই সাহিত্যচর্চার বিকল্প নেই। সাহিত্যচর্চায় অপরিমেয় আনন্দ যা সাহিত্যচর্চা মনকে আনন্দরসে পরিতৃপ্তি দেয়। তাই আনন্দ লাভের জন্য, সজীবতার জন্য মনের এই দাবিকে আমাদের রক্ষা করতেই হবে।

সারকথা : আনন্দের স্পর্শেই মানুষের মন সজীব, সতেজ ও সরাগ হয়ে ওঠে। তাই আনন্দ লাভ ও সজীবতার জন্য মনের এই দাবিকে রক্ষা করতে হবে।

গ প্রয়োগ

- উদ্দীপকে ফজর আলীর মধ্যে 'বই পড়া' প্রবন্ধের বই পড়ে প্রকৃত শিক্ষা অর্জনে লাইব্রেরির গুরুত্বের দিকটি ফুটে উঠেছে।
- মানুষের আত্মিক ও মানসিক বিকাশই শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য। প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত হতে হলে মানুষকে বই পড়তে হয়। বই মানুষের জ্ঞানের পিপাসা মেটায়, মনুষ্যত্ববোধ জাগ্রত করে ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটায়।
- 'বই পড়া' প্রবন্ধে লেখক বই পড়ার ওপর গুরুত্ব প্রদান করেছেন। স্বশিক্ষার মাধ্যমে একজন মানুষ শিক্ষিত হয়ে ওঠে। আর স্বশিক্ষার অন্যতম বিষয় হলো বই পড়া। 'বই পড়া' প্রবন্ধের লেখক মনে করেন মানুষকে প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত করার ক্ষেত্রে লাইব্রেরির গুরুত্ব অনেক বেশি। লাইব্রেরিতে লোকে নিজের পছন্দ অনুযায়ী বই পড়ে যথার্থ শিক্ষিত হয়ে উঠতে পারে। উদ্দীপকের ফজর আলীর ক্ষেত্রেও এই বিষয়টি লক্ষ করা যায়। বই পড়ার আগ্রহ থেকে ফজর আলী নাতির কথামতো লাইব্রেরিতে যায়। সেখানে গিয়ে সে কৃষি বিষয়ক অনেক বই দেখতে পায়। তারপর থেকে নিয়মিত সেখানে সে বই পড়ে। বই পড়ার প্রতি তার অন্যরকম প্রীতি জেগে ওঠে। লাইব্রেরি তার জ্ঞানের বিকাশ ও মনের খোরাক জোগাতে সাহায্য করে। এভাবে উদ্দীপকের ফজর আলীর মধ্যে 'বই পড়া' প্রবন্ধের বই পড়ে প্রকৃত শিক্ষা অর্জনে লাইব্রেরির গুরুত্বের দিকটি ফুটে উঠেছে।

সারকথা : লাইব্রেরির গুরুত্ব সম্পর্কে 'বই পড়া' প্রবন্ধে লেখক প্রকৃত শিক্ষা অর্জনে লাইব্রেরির গুরুত্বের যে বিষয়টি তুলে ধরেছেন উদ্দীপকের ফজর আলীর মধ্য সেই দিকটি ফুটে উঠেছে।

ঘ উচ্চতর দক্ষতা

- "বই শুধু জ্ঞান পরিবেশন করে না, মনের খোরাকও যোগায়"— উক্তিটি যথার্থ।
- বই মানুষের শ্রেষ্ঠ বন্ধু। বই পড়ার মাধ্যমে জ্ঞানের আলোয় মানুষ আলোকিত হয়। লাইব্রেরি মানুষের মন ও আত্মার জ্ঞানপিপাসার নিবৃত্তি ঘটায়। মনকে সজীব ও সতেজ রাখে।
- 'বই পড়া' প্রবন্ধে লেখক বই পড়ার প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন। বই পড়ার সাথে সাথে সাহিত্যের রস উপভোগ করার কথাও বলেছেন। কারণ সাহিত্যচর্চা বা বই পড়া জীবনচর্চারই আরেক নাম। লেখকের মতে মনের দাবি রক্ষা না করলে মানুষের আত্মা বাঁচে না। আনন্দের স্পর্শেই মানুষের মন-প্রাণ সজীব, সতেজ ও সরাগ হয়। মানুষকে এই আনন্দ এনে দেয় বই। লেখক মনে করেন যথার্থ শিক্ষিত হতে হলে মনের প্রসার দরকার। তার জন্য বই পড়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। উদ্দীপকের ফজর আলী একজন কৃষক হলেও সে বই পড়তে ভালোবাসে। নাতির কথামতো সে লাইব্রেরিতে গিয়ে বই পড়তে শুরু করে। বই পড়ার প্রতি তার অন্যরকম প্রীতি জেগে ওঠে। তার মতে বই শুধু জ্ঞান পরিবেশন করে না, মনের খোরাকও জোগায়।
- উদ্দীপকের কৃষক ফজর আলী লাইব্রেরিতে গিয়ে কৃষির ওপর অনেক বই পড়ে। বই পড়ার প্রতি তার আসক্তি জন্মায়। সে উপলব্ধি করে বই শুধু তাকে জ্ঞান দেয়নি, তার মনকেও সজীব করেছে। 'বই পড়া' প্রবন্ধে লেখক এই বিষয়টির প্রতি লক্ষ রেখেই সবাইকে বই পড়তে আহ্বান জানিয়েছেন। এসব দিক বিচারে তাই বলা যায় যে, প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

সারকথা : বই পড়ার মাধ্যমে মানুষ জ্ঞান লাভ করে। মানুষের চিন্তা-চেতনায় পরিবর্তন আসে। মানুষের আত্মা সজীব হয়। 'বই পড়া' প্রবন্ধে এই বিষয়টিই প্রকাশ পেয়েছে, যা প্রশ্নোক্ত উক্তিটিতেও প্রকাশিত হয়েছে।

www.abswer.com

www.abswer.com

প্রশ্ন ৯ ▸ সকল বোর্ড ২০১৮

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'তোতাকাহিনী' গল্পে রাজা শখ করে একটি তোতা পাখি কিনে সেটির শিক্ষার ব্যবস্থা করলেন। শিক্ষার জন্য বিখ্যাত সব পন্ডিত নিয়োগ দেওয়া হলো। মহাসমারোহে তোতার শিক্ষাদান চলতে থাকল। পন্ডিতেরা সেটিকে জোর করে পুস্তকের পাতা মুখের মধ্যে পুরে দিতে থাকল। অবশেষে একদিন সেটি মারা গেল।

ক. প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্যিক ছদ্মনাম কী? ১

খ. লেখক লাইব্রেরিকে হাসপাতালের উপরে স্থান দিয়েছেন কেন? ২

গ. উদ্দীপকে 'বই পড়া' প্রবন্ধের যে বিশেষ দিকটির প্রতিফলন ঘটেছে তা ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে প্রতিফলিত দিকটি মানুষের স্বশিক্ষিত হবার পথ রুদ্ধ করে দেয়। 'বই পড়া' প্রবন্ধের আলোকে মন্তব্যটির যথার্থতা বিচার কর। ৪

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক জ্ঞান

- প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্যিক ছদ্মনাম 'বীরবল'।

খ অনুধাবন

- লেখক লাইব্রেরিকে হাসপাতালের উপরে স্থান দিয়েছেন। কারণ মানুষের মানসিক সুস্থতার জন্য যে জ্ঞান ও আনন্দের প্রয়োজন হয় তা লাইব্রেরিতে গিয়ে বই পড়ে অর্জন করা যায়।
- মানুষের শরীরের মতো মনও অসুস্থ হয়। তখন সেই অসুস্থতা দূর করার জন্য চিকিৎসার প্রয়োজন হয়। বই পড়ার মাধ্যমে মনের অসুস্থতা দূর করা সম্ভব। বই মনের সব ক্ষুদ্রতা, জড়তা, নীচতা, হীনতা দূর করে মনকে সজীব ও প্রাণময় করে তোলে। মানুষ লাইব্রেরিতে গিয়ে খুব সহজেই নিজের পছন্দ অনুসারে বই নির্বাচন করে পড়তে পারে। এতে তার মনে যে আনন্দ ও পরিতৃপ্তি আসে তাতে তার মন সুস্থ হয়ে ওঠে। এসব দিক বিবেচনা করে লেখক লাইব্রেরিকে হাসপাতালের উপরে স্থান দিয়েছেন।

সারকথা : মানুষের মনের অসুস্থতার চিকিৎসার জন্য বই পড়া দরকার। লাইব্রেরিতে গিয়ে মানুষ খুব সহজেই রুচি ও পছন্দ অনুযায়ী বই পড়ে মনকে সমৃস্থ ও আনন্দময় করতে পারে।

গ প্রয়োগ

- উদ্দীপকে 'বই পড়া' প্রবন্ধের শিক্ষাপদ্ধতির নেতিবাচক দিকটির প্রতিফলন ঘটেছে।
- শিক্ষা অর্জনের দিক ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে, কিন্তু প্রয়োগের দিক এক– মানব কল্যাণ সাধন। যে শিক্ষা তা করে না, সেটি পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা নয়। কাজেই শিক্ষা কোনো আরোপিত বা চাপিয়ে দেওয়ার বিষয় নয়। শিক্ষা স্বেচ্ছায় আনন্দচিত্তে গ্রহণ করার বিষয়।
- 'বই পড়া' প্রবন্ধে লেখক শিক্ষাব্যবস্থার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে শিক্ষাব্যবস্থার ত্রুটিযুক্ত দিকের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। তাঁর মতে, বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় একজন শিক্ষার্থী না বুঝে মুখস্থ করে পরীক্ষায় পাস করে। শিক্ষকরা তাদের জোর করে বিদ্যা গেলান। এতে করে শিক্ষা শুধু ব্যর্থ হয় না, অনেক স্থলে মারাত্মক আকার ধারণ করে। উদ্দীপকের তোতা পাখিটিকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য রাজা পন্ডিত নিয়োগ করেন। আর পন্ডিতরা পাখিটিকে জোর করে পুস্তকের পাতা মুখের মধ্যে পুরে দিতে থাকে; যার ফলে তোতা পাখিটি মারা যায়। পাখিটিকে শিক্ষাদানের এই যে পদ্ধতি তা প্রবন্ধের ত্রুটিযুক্ত শিক্ষাব্যবস্থাকেই নির্দেশ করে। তাই বলা যায় যে, উদ্দীপকে আলোচ্য প্রবন্ধের শিক্ষাপদ্ধতির নেতিবাচক দিকটির প্রতিফলন ঘটেছে।

সারকথা : 'বই পড়া' প্রবন্ধে তথাকথিত শিক্ষাব্যবস্থাকে ত্রুটিযুক্ত শিক্ষা বলা হয়েছে। বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষার্থীর শিক্ষা আনন্দবর্জিত। তাই লেখক এই শিক্ষাপদ্ধতিকে বিদ্যা গেলানোর সঙ্গে তুলনা করেছেন। এই বিষয়টি উদ্দীপকেও প্রতিফলিত হয়েছে।

ঘ উচ্চতর দক্ষতা

- উদ্দীপকে প্রতিফলিত দিকটি মানুষের স্বশিক্ষিত হবার পথ রুদ্ধ করে দেয়।– মন্তব্যটি যথার্থ।
- বই মানুষের শ্রেষ্ঠ বন্ধু। বই পড়ার মাধ্যমে মানুষ জ্ঞানের আলোয় আলোকিত হয়। শিক্ষা হচ্ছে জীবন ও জগতের কল্যাণ সাধনে আনন্দের মধ্য দিয়ে প্রাপ্ত ব্যবহারযোগ্য জ্ঞান। মানুষকে যথার্থ মানুষ হয়ে গড়ে উঠতে হলে মানবজীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য সামনে রেখে শিক্ষা অর্জন করতে হয়। সুশিক্ষিত হওয়ার ক্ষেত্রে বই পড়া ও লাইব্রেরির গুরুত্ব অপরিসীম।
- উদ্দীপকে তোতা পাখিকে জোর করে পুস্তকের পাতা মুখের মধ্যে পুরে দিতে গিয়ে তাকে প্রাণহীন করা হয়েছে। এই বিষয়টি 'বই পড়া' প্রবন্ধে বর্ণিত আমাদের স্কুল-কলেজে শিক্ষার্থীদের জোর করে বই মুখস্থ করানোর মধ্য দিয়ে প্রাণহীন করার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। শিক্ষাপদ্ধতির ত্রুটিপূর্ণ অবস্থার কারণে শিক্ষার্থীরা প্রকৃত শিক্ষা থেকে বঞ্চিত থাকে। চাপিয়ে দেওয়া শিক্ষা এবং সার্টিফিকেট অর্জনের লক্ষ্যে প্রশ্ন মুখস্থ করে পরীক্ষার খাতায় উগরে দিয়ে আসার মধ্য দিয়ে প্রকৃত শিক্ষা অর্জিত হয় না। এতে করে তাদের সুস্থ ও স্বাভাবিক চিন্তা গঠিত হয় না। স্বশিক্ষিত হওয়ার সুযোগ থেকে তারা বঞ্চিতই থাকে। তারা স্কুল-কলেজের পাঠ্যবইয়ের বাইরের জগৎ-জীবন সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞানের বই পড়া থেকে বিরত থাকে। ফলে তাদের শিক্ষায় পূর্ণতা আসে না।
- 'বই পড়া' প্রবন্ধে লেখক স্বশিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার ক্ষেত্রে বই পড়ার উপযোগিতা ও পাঠকের মানসিকতা ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি এখানে প্রকৃত শিক্ষা অর্জনের অন্তরায় নির্দেশ করে তা থেকে উত্তরণের জন্য বই পড়তে বলেছেন। উদ্দীপকে জোর করে তোতা পাখিকে যেভাবে শিক্ষাদানের কথা ও পরিণতি নির্দেশ করা হয়েছে সেই পদ্ধতি ত্রুটিপূর্ণ, তাতে প্রকৃত শিক্ষা অর্জিত হয় না। এই কারণে বলা যায়, প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

সারকথা : শিক্ষা হচ্ছে আনন্দের মধ্য দিয়ে অর্জিত জ্ঞান, যা মানুষের জীবন ও জগতের কল্যাণ সাধন করে। জোর করে চাপিয়ে মুখস্থ করানো শিক্ষার প্রকৃত পদ্ধতি নয়। কারণ তাতে আনন্দ ও মনের যোগ থাকে না।

www.abswer.com

www.abswer.com

শীর্ষস্থানীয় স্কুলসমূহের টেস্ট পরীক্ষার সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল কর্তৃক নির্বাচিত

প্রশ্ন ১০ ▸ মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজ, টাঙ্গাইল

বাচ্চাদের শেখানো হয়, "লেখাপড়া করে যে, গাড়ি-ঘোড়ায় চড়ে সে।" এই শিক্ষা কতটা প্রাসঙ্গিক? এখন তো যারা পড়াশোনা করে না, তারাই বেশি গাড়িঘোড়ার মালিক। তাহলে কী শেখাতে হবে? শেখাতে হবে এই পুরনো স্বতঃসিদ্ধ বাণী "শিক্ষার মানে হলো, দেহ, মন ও আত্মার সুষ্ঠু বিকাশ বা স্ফূর্তি।" মনুষ্যত্বের প্রকৃত ও স্বীকৃত বিকাশই শিক্ষার উদ্দেশ্য হওয়া চাই। ধনের মানুষ আর মনের মানুষ আলাদা। বড় বিদ্বান হয়ে পায়ে হাঁটলে মানসম্মান বাড়বে। আমরা বিদ্যার বৈষয়িক ব্যবহারে আগ্রহী করে তুলছি নতুন প্রজন্মকে, অন্তরজগৎকে আলোকিত করার চিন্তা বাদ দিয়েছি।

ক. মনের আক্ষেপ প্রকাশ করতে মাঝে মাঝে কী লাগাতে হয়? ১

খ. 'আমাদের স্কুল-কলেজের শিক্ষার পদ্ধতি ঠিক উল্টো।' মানে কী? ২

গ. 'বই পড়া' এবং অনুচ্ছেদের মধ্যে হতাশা ব্যক্ত হয়েছে। কারণ কী? ৩

ঘ. শিক্ষার আমূল সংস্কার প্রয়োজন। মন্তব্যটির পক্ষে-বিপক্ষে মত দাও। ৪

১০নং প্রশ্নের উত্তর

ক জ্ঞান

- মনের আক্ষেপ প্রকাশ করতে মাঝে মাঝে কড়ি লাগাতে হয়।

খ অনুধাবন

- 'আমাদের স্কুল-কলেজের শিক্ষার পদ্ধতি ঠিক উল্টো।'– এর মানে হচ্ছে স্কুল-কলেজের প্রচলিত মুখস্থবিদ্যা মনুষ্যত্ব অর্জনের ক্ষেত্রে প্রকৃত শিক্ষার বিপরীত।
- 'বই পড়া' প্রবন্ধে লেখক বই পড়ার গুরুত্ব তুলে ধরেছেন। মনের প্রসারতার জন্য, জ্ঞানভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করার জন্য, প্রকৃত শিক্ষা লাভ করে মনুষ্যত্ব অর্জনের জন্য বই পড়ার কোনো বিকল্প নেই। কিন্তু আমাদের স্কুলে-কলেজের শিক্ষার পদ্ধতিতে সেই সুযোগ নেই। এখানে শিক্ষার সঙ্গে আনন্দের যোগ নেই, শিক্ষার্থীকে বই পড়ার জন্য লাইব্রেরিমুখী করার প্রবণতা নেই। এখানে কেবল পরীক্ষায় পাসের জন্য নোট মুখস্থ করানো হয়। ব্যাপারটা যেন অনেকটা শিশুকে জোর করে খাদ্য গেলানোর মতো অবস্থা। কেননা শিক্ষার্থীরা এক্ষেত্রে পাঠটি পুরোপুরি না বুঝে কেবল পাঠ মুখস্থ করে। ফলে তাদের মানসিক বিকাশ এবং চিন্তাশক্তির পূর্ণ প্রকাশ লক্ষ করা যায় না। তাই এই শিক্ষা বই পড়ে প্রকৃত শিক্ষিত হওয়ার বিপরীত বা উলটো।

সারকথা : প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় মনুষ্যত্ব অর্জনের ব্যবস্থা না থাকায় লেখক এই শিক্ষাকে ত্রুটিযুক্ত এবং প্রকৃত শিক্ষার উলটো বলে মনে করেছেন।

গ প্রয়োগ

- শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য ভুলে গিয়ে মূল্যবোধহীন শিক্ষায় তৎপর হওয়ার ফলে 'বই পড়া' প্রবন্ধে এবং অনুচ্ছেদে হতাশা ব্যক্ত হয়েছে।
- শিক্ষা হচ্ছে জীবন ও জগতের কল্যাণ সাধনে ব্যবহারযোগ্য আনন্দের মধ্য দিয়ে প্রাপ্ত জ্ঞান। এই জ্ঞান অর্জনে বই পড়ার বিকল্প নেই। শুধু পাঠ্যপুস্তক পড়ে বা নোট মুখস্থ করে সেই জ্ঞান অর্জিত হয় না। আর সার্টিফিকেট পাওয়ার শিক্ষা প্রকৃত শিক্ষা নয়।
- উদ্দীপকে শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য এবং প্রকৃত উদ্দেশ্য থেকে দূরে সরে গিয়ে অর্থের নিগড়ে বন্দি থাকার শিক্ষা গ্রহণের অবস্থা তুলে ধরা হয়েছে। এখানে মানবিক মূল্যবোধহীন শিক্ষার প্রসারের ফলে মানুষ কীভাবে মনুষ্যত্ব হারিয়ে ফেলে তার ইঙ্গিত করা হয়েছে এবং এ কারণে হতাশা প্রকাশ করা হয়েছে। উদ্দীপকের এ বিষয়টি 'বই পড়া' প্রবন্ধে প্রতিফলিত লেখকের আশাহত হওয়ার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। লেখক এখানে স্কুল-কলেজের শিক্ষাদান পদ্ধতির সমালোচনা করে প্রকৃত শিক্ষার জন্য বই পড়ার গুরুত্ব তুলে ধরেছেন। শিক্ষাকে যান্ত্রিক কিংবা অর্থ উপার্জনের উপায় মনে করলে শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যহত হয়। শিক্ষার এই অবস্থা প্রত্যক্ষ করে লেখক ব্যথিত হয়েছেন। অনুচ্ছেদেও সেই দিকটি প্রকাশ পেয়েছে। এ কারণেই বলা হয়েছে, প্রচলিত শিক্ষা মনুষ্যত্ব অর্জনের অন্তরায়। অথচ শিক্ষার মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে মনুষ্যত্বের বিকাশ সাধন।

সারকথা : শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য মনুষ্যত্ব অর্জন। কিন্তু প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় সেই সুযোগ না থাকার কারণে প্রবন্ধ ও অনুচ্ছেদে হতাশা ব্যক্ত হয়েছে।

ঘ উচ্চতর দক্ষতা

- শিক্ষার আমূল সংস্কার প্রয়োজন।– মন্তব্যটির পক্ষে-বিপক্ষে যথেষ্ট যুক্তি রয়েছে।
- শিক্ষা মানুষের আত্মিক ও মানসিক বিকাশ সাধন করে। শিক্ষা দ্বারা মানুষ জগতের নানা নিয়ম অনুষঙ্গের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে পারে। প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষ যেকোনো পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ও দেশের উত্তম সম্পদ।
- 'বই পড়া' প্রবন্ধে লেখক শিক্ষাব্যবস্থার সামগ্রিক দিক নিয়ে কথা বলেছেন। তিনি প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার জন্য বই পড়ার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। বই মানুষকে মনুষ্যত্ববোধ অর্জনে সহায়তা করে। যথার্থ শিক্ষিত হওয়ার জন্য মনের যে প্রসারতা দরকার মানুষ তা বই পড়ার মাধ্যমে অর্জন করতে পারে। অথচ স্কুল-কলেজের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় সেই সুযোগ নেই। এখানে যে শিক্ষা দেওয়া হয় তাতে প্রকৃত শিক্ষা লাভ হয় না। শিক্ষার্থীরা সার্টিফিকেট অর্জনের মাধ্যমে অর্থ উপার্জনের চিন্তায়ই বেশি মগ্ন থাকে। মনুষ্যত্ব অর্জনের কথা ভাবে না। উদ্দীপকের বক্তা মানুষের এই অধঃপতন দেখে আহত হয়েছেন। এ ধরনের শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার সাধন করা অতীব জরুরি।
- 'বই পড়া' প্রবন্ধে লেখক লাইব্রেরিকে স্কুল-কলেজের ওপর স্থান দিয়েছেন। তাঁর কাছে পাস করা আর শিক্ষিত হওয়া এক জিনিস নয়। তাঁর কাছে যে শিক্ষা মানুষকে ভিতরে-বাইরে সমানভাবে মানুষ করে তোলে না, সেই শিক্ষা প্রকৃত শিক্ষা নয়। অন্যদিকে পাস করার জন্য শিক্ষার্থীরা যে নোট মুখস্থ করে তা তাদের মেধা বিকাশের অন্তরায়। এসব কারণে শিক্ষার আমূল সংস্কার প্রয়োজন।

সারকথা : স্কুলে-কলেজের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় মনুষ্যত্ব অর্জন ও মানবিক বোধ গঠনের তেমন সুযোগ নেই। কারণ এখানে শিক্ষার্থীরা কেবল নোট মুখস্থ করে পরীক্ষা পাস করে। এটা তাদের মেধা বিকাশের অন্তরায়। এ কারণে শিক্ষার সংস্কার প্রয়োজন।

www.abswer.com

www.abswer.com

প্রশ্ন ১১ ▸ আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা

বেগম রোকেয়ার সময় মেয়েদের লেখাপড়ার প্রচলন ছিল না। মুসলমান মেয়েদের তখন স্কুলে যেতেই দিতেন না অভিভাবকরা। কিন্তু বেগম রোকেয়ার বাংলার শেখার জন্য মন ছটফট করতে লাগল। রাত গভীর হলে মা-বাবা যখন ঘুমিয়ে পড়তেন, তখন ভাইয়ের কাছে শুরু হতো তার জ্ঞানার্জন। এভাবে লেখাপড়া শিখে তিনি বিভিন্ন বই লিখে নারী জাগরণের জন্য চেষ্টা করে গেছেন।

ক. শিক্ষার সর্বপ্রধান অঙ্গ কোনটি? ১

খ. প্রমথ চৌধুরী লাইব্রেরিকে স্কুল কলেজের উপরে স্থান দিয়েছেন কেন? ২

গ. উদ্দীপকে 'বই পড়া' প্রবন্ধের কোন বিশেষ দিকটি ফুটে উঠেছে তা ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "উদ্দীপকে 'বই পড়া' প্রবন্ধের সম্পূর্ণ বক্তব্য প্রতিফলিত হয়নি।"– কথাটা কি সঠিক? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১১নং প্রশ্নের উত্তর

ক জ্ঞান

- শিক্ষার সর্বপ্রধান অঙ্গ হলো সাহিত্যচর্চা।

খ অনুধাবন

- লাইব্রেরিতে মানুষ স্বেচ্ছায় ও স্বচ্ছন্দচিত্তে স্বশিক্ষিত হওয়ার সুযোগ পায় বলে প্রমথ চৌধুরী লাইব্রেরিকে স্কুল-কলেজের ওপরে স্থান দিয়েছেন।
- 'বই পড়া' প্রবন্ধে লেখক জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় এবং প্রকৃত শিক্ষা অর্জনের ক্ষেত্রে লাইব্রেরির অবদানের কথা বলেছেন। তিনি লাইব্রেরিকে মনের হাসপাতাল হিসেবে অভিহিত করেছেন। কারণ মানুষ লাইব্রেরিতে গিয়ে বই পড়ে মনের অসুস্থতা দূর করতে পারে। প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় মানুষ প্রকৃত শিক্ষা অর্জনে ব্যর্থ হয়। অথচ লাইব্রেরিতে বই পড়ার মাধ্যমে সেই শিক্ষা অর্জন করা যায়। প্রকৃত শিক্ষা হচ্ছে মনুষ্যত্ববোধসম্পন্ন মানুষ হওয়ার শিক্ষা। আর এই শিক্ষার সর্বপ্রধান অঙ্গ হচ্ছে সাহিত্যচর্চা। এর জন্য লাইব্রেরির বিকল্প আর কিছুই নেই। মানুষ লাইব্রেরিতে গিয়ে খুব সহজেই নিজের পছন্দ অনুযায়ী বই নির্বাচন করে পড়তে পারে। তাতে তার মনের বিকাশ সাধিত হয়। সেই সঙ্গে আনন্দ লাভের মাধ্যমে প্রকৃত শিক্ষা অর্জিত হয়। এসব কারণে প্রমথ চৌধুরী লাইব্রেরিকে স্কুল-কলেজের ওপরে স্থান দিয়েছেন।

সারকথা : স্কুল-কলেজের প্রচলিত শিক্ষায় মানুষের মনুষ্যত্ব গড়ে ওঠে না। লাইব্রেরিতে বই পড়ে তা গড়ে উঠতে পারে। এ কারণে লাইব্রেরিকে মনের হাসপাতাল বলা হয়।

গ প্রয়োগ

- উদ্দীপকে 'বই পড়া' প্রবন্ধের বই পড়ে প্রকৃত শিক্ষা অর্জনের দিকটি ফুটে উঠেছে।
- বই মানুষকে জ্ঞানের রাজ্যে বিচরণ করতে এবং প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত হতে সহায়তা করে। আমরা জানি যে, প্রকৃত শিক্ষা হচ্ছে মনুষ্যত্ববোধসম্পন্ন হয়ে মানবকল্যাণে নিয়োজিত হওয়ার শিক্ষা। লাইব্রেরিতে গিয়ে বই পড়ে সেই শিক্ষা নিয়ে মনের বিকাশ ঘটানো সম্ভব।
- উদ্দীপকে বেগম রোকেয়ার শিক্ষা গ্রহণ এবং মুসলমান মেয়েদের শিক্ষা বিকাশে তার অবদানের দিকটি তুলে ধরা হয়েছে। রোকেয়া শিক্ষাগ্রহণ করেন নিজ বাড়িতে তাঁর পরিবারের বড়দের কাছে। তিনি প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েছেন। তাঁর সময়ে মুসলমান মেয়েদের স্কুল-কলেজে শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ ছিল না। পরবর্তী সময়ে তিনি মুসলমান নারীদের শিক্ষা বিকাশের জন্য বিভিন্ন বই লিখে তাদের জাগরণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। তাঁর এই শিক্ষাগ্রহণের বিষয়টি 'বই পড়া' প্রবন্ধে বই পড়ে প্রকৃত শিক্ষা অর্জনের বিষয়টির সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। এই প্রবন্ধে লেখকও প্রকৃত শিক্ষার জন্য লাইব্রেরিতে গিয়ে বই পড়ার কথা বলেছেন। উদ্দীপকে বই লিখে বেগম রোকেয়া নারীদের জাগানোর কাজ করেছেন। মুসলমান নারীরা তাঁর বই পড়ে শিক্ষা সম্পর্কে সচেতনতা অর্জন করেছেন। 'বই পড়া' প্রবন্ধেও লেখক লাইব্রেরিতে গিয়ে নিজের পছন্দমতো বই পড়ে নিজের জ্ঞানের প্রসার ও আত্মবিকাশ ঘটাতে বলেছেন।

সারকথা : উদ্দীপকে নারীজাগরণে প্রকৃত শিক্ষা প্রদানের জন্য বেগম রোকেয়া বই লিখেছেন এবং তা নারীদের পড়ার প্রতি জোর দিয়েছেন। এই বিষয়টি 'বই পড়া' প্রবন্ধের প্রকৃত শিক্ষা অর্জনে বই পড়ার প্রতি গুরুত্বারোপ করার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ উচ্চতর দক্ষতা

- "উদ্দীপকে 'বই পড়া' প্রবন্ধের সম্পূর্ণ বক্তব্য প্রতিফলিত হয়নি।"– কথাটি সঠিক।
- জ্ঞানের রাজ্যে বিচরণ ও প্রকৃত শিক্ষা অর্জনের জন্য বই পড়তে হয়। মানুষ খুব সহজে বই পড়ে পৃথিবীর নানা কিছু সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারে। বই মানুষকে পৃথিবীতে মানবকল্যাণে আত্মনিয়োগে অনুপ্রাণিত করে। সাহিত্যচর্চার জন্য বই পড়ার কোনো বিকল্প নেই।
- উদ্দীপকে বেগম রোকেয়ার শিক্ষাগ্রহণ এবং নারীজাগরণে তাঁর অবদানের দিকটি নির্দেশিত হয়েছে। এখানে পরিবারের বড়দের কাছে বিশেষ করে বড় ভাইয়ের কাছে পারিবারিক পরিমণ্ডলে বেগম রোকেয়ার শিক্ষা গ্রহণের কথা বলা হয়েছে। উদ্দীপকের এই বিষয়টি 'বই পড়া' প্রবন্ধে বই পড়ে প্রকৃত শিক্ষা অর্জনে সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। উদ্দীপকের বিষয়টি ছাড়াও 'বই পড়া' প্রবন্ধে লেখক বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার ত্রুটি, প্রকৃত শিক্ষা অর্জনের বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা, শিক্ষার জটিলতা, শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে স্কুল-কলেজের শিক্ষাদান পদ্ধতি, শিক্ষাক্ষেত্রে সাহিত্যের গুরুত্ব, বই পড়ার গুরুত্ব, মনের বিকাশ ও মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষায় লাইব্রেরির গুরুত্ব ইত্যাদি বিষয় তুলে ধরেছেন। এসব বিষয় উদ্দীপকে নেই।
- 'বই পড়া' প্রবন্ধে লেখক শিক্ষাব্যবস্থার সামগ্রিক বিষয় আলোচনার মাধ্যমে মানুষের জীবনে বইয়ের অপরিহার্যতা এবং সাহিত্যচর্চার গুরুত্বের দিক বর্ণনা করেছেন। আর উদ্দীপকে শিক্ষা অর্জনে ব্যক্তির ইচ্ছা, পরিবারের ভূমিকা এবং নারীজাগরণে বেগম রোকেয়ার লেখনীর কথা বলা হয়েছে। এসব দিক বিবেচনা করে দেখলে বোঝা যায় যে, 'বই পড়া' প্রবন্ধে প্রতিফলিত লেখকের চিন্তা-চেতনার পূর্ণ প্রতিফলন উদ্দীপকে ঘটেনি। তাই আমি মনে করি উদ্দীপকে 'বই পড়া' প্রবন্ধের সম্পূর্ণ বক্তব্য প্রতিফলিত হয়নি।

সারকথা : 'বই পড়া' প্রবন্ধে লেখক প্রকৃত শিক্ষা অর্জনের জন্য বই পড়ার গুরুত্ব তুলে ধরেছেন। এই বিষয়টির সঙ্গে উদ্দীপকের সাদৃশ্য বিদ্যমান। এছাড়া প্রবন্ধে আমাদের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার ত্রুটি এবং লাইব্রেরির গুরুত্ব ও সাহিত্যচর্চার মানসিক উৎকর্ষ সাধনের যে কথা বলা হয়েছে তা উদ্দীপকে নেই। তাই প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

www.abswer.com

www.abswer.com

প্রশ্ন ১২ ▸ মতিঝিল সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা

সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ার অজপাড়া গাঁ ডেফল বাড়ি। এই গ্রামেরই হতদরিদ্র গৃহবধূ মালেকা বেগমের (৫০) বিনে পয়সার স্কুল 'জ্ঞানের আলো শিক্ষালয়' সেখানে শিক্ষার আলো ছড়াচ্ছে। বিগত ত্রিশ বছর ধরে তিনি এই জনসেবার কাজটি করে যাচ্ছেন নীরবে নিভৃতে। নিরক্ষর ও হতদরিদ্র নারীদের বিদ্যাপীঠে পরিণত হয়েছে 'জ্ঞানের আলো শিক্ষালয়'। এলাকায় তিনি 'শিক্ষা জননী'রূপে ব্যাপক পরিচিত।

[সূত্র : দৈনিক সংগ্রাম– ১৭ মার্চ ২০১৯]

ক. কোন মৃত্যুর রেজিস্টারি রাখা হয়? কার হয় না? ১

খ. 'সাহিত্যচর্চা শিক্ষার সর্বপ্রধান অঙ্গ'– কথাটি বুঝিয়ে লেখ। ২

গ. উদ্দীপকে 'বই পড়া' প্রবন্ধের যে দিকটির প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে তা ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর উদ্দীপকটি 'বই পড়া' প্রবন্ধের যথার্থ প্রতিচ্ছবি? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১২নং প্রশ্নের উত্তর

ক জ্ঞান

- দেহের মৃত্যুর রেজিস্টারি রাখা হয়, আত্মার হয় না।

খ অনুধাবন

- সাহিত্যচর্চায় মানুষের সুকুমার বৃত্তির জাগরণ ঘটে ও জ্ঞানের সামগ্রিক রূপ পায় বলে লেখক সাহিত্যচর্চাকে শিক্ষার সর্বপ্রধান অঙ্গ বলেছেন।
- শিক্ষার প্রধান অঙ্গ সহিত্যচর্চা। সাহিত্যচর্চার মাধ্যমে মানুষের আত্মিক বিকাশ ঘটে। ফলে জাতির সর্বাধিক উন্নতি সাধিত হয়। 'বই পড়া' প্রবন্ধের লেখকের মতে, যে জাতি মনে বড় নয়, সে জাতি জ্ঞানেও বড় নয়। মানুষের মনকে সরল, সচল, সরাগ ও সমৃদ্ধ করার ভার আজকের দিনে সাহিত্যের ওপর ন্যস্ত হয়েছে। কেননা মানুষের দর্শন, বিজ্ঞান, ধর্মনীতি, অনুরাগ-বিরাগ, আশা-নৈরাশ্য, তার অন্তরের সত্য ও স্বপ্ন এসবের সমবায়ে সাহিত্যের জন্ম। এসব কারণে লেখক সাহিত্যচর্চাকে শিক্ষার সর্বপ্রধান অঙ্গ বলেছেন।

সারকথা : সাহিত্যচর্চার মাধ্যমে মানুষ পরিশীলিত হয়। এতে মানুষের আত্মিক জাগরণ ঘটে এবং তারা প্রকৃত জ্ঞানের অধিকারী হয়ে জাতীয় কল্যাণে অবদান রাখে।

গ প্রয়োগ

- উদ্দীপকে 'বই পড়া' প্রবন্ধের প্রকৃত শিক্ষালাভের গুরুত্বের দিকটির প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে।
- শিক্ষা জীবন ও জগতের কল্যাণ সাধনের জন্য ব্যবহারযোগ্য জ্ঞান। শিক্ষা স্বেচ্ছায় আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করার বিষয়। প্রকৃত শিক্ষা লাভ করলেই একজনের পক্ষে দেশ ও জাতির কল্যাণে আত্মনিয়োগ করা সম্ভব হয়।
- উদ্দীপকে গৃহবধূ মালেকার শিক্ষার প্রতি অনুরাগের দিকটি প্রকাশ পেয়েছে। তিনি প্রায় ত্রিশ বছর ধরে বিনা পয়সায় মানুষকে শিক্ষিত করে তোলার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। 'বই পড়া' প্রবন্ধেও শিক্ষালাভের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। লেখক এখানে এ দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত শিক্ষার নানা রকম অসংগতির দিক তুলে ধরে স্বশিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। তাঁর মতে, সুশিক্ষিত লোক মাত্রই স্বশিক্ষিত। আর তার জন্য লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করতে হবে। শিক্ষার প্রতি এই অনুরাগ এবং এর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধির দিকটির প্রতি উদ্দীপকে আলোকপাত করা হয়েছে।

সারকথা : মানবকল্যাণ সাধনের জন্য উপযুক্ত শিক্ষালাভের তাগিদ ও গুরুত্বের দিক থেকে উদ্দীপক ও 'বই পড়া' প্রবন্ধের বক্তব্য পরস্পর সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ উচ্চতর দক্ষতা

- আমার মতে মিল থাকলেও উদ্দীপকটি 'বই পড়া' প্রবন্ধের যথার্থ প্রতিচ্ছবি হয়ে উঠতে পারেনি।
- শিক্ষা হচ্ছে মানুষের অর্জিত জ্ঞান। শিক্ষা অর্জন করতে হলে বই পড়া প্রয়োজন। বই পড়ার মাধ্যমেই একজন মানুষ তার জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত করতে পারে, প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত হতে পারে।
- উদ্দীপকে এক শিক্ষানুরাগী নারীর কথা বলা হয়েছে। তিনি মানুষকে শিক্ষার আলোয় আলোকিত করতে চান। এই উদ্দেশ্যে তিনি বিনা পারিশ্রমিকে ত্রিশ বছর ধরে শিক্ষাদান করে যাচ্ছেন। শিক্ষার প্রতি অনুরাগ ও প্রয়োজনীয়তার এই বিষয়টি 'বই পড়া' প্রবন্ধেও আলোচিত হয়েছে। তবে এই বিষয়টি ছাড়াও 'বই পড়া' প্রবন্ধে আরও কিছু বিষয় রয়েছে। উদ্দীপকের বিষয়টি এর খণ্ডাংশ মাত্র।
- 'বই পড়া' প্রবন্ধে বই পড়ার অভ্যাসের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। লেখকের মতে, যথার্থ শিক্ষিত হতে হলে মনের প্রসার দরকার। তার জন্য বই পড়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। আর এর জন্য লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করতে হবে। প্রগতিশীল জগতের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে হলে সাহিত্যচর্চা করা আবশ্যক। এর পাশাপাশি তিনি আলোচ্য প্রবন্ধে স্কুল-কলেজের শিক্ষাব্যবস্থার ত্রুটি, না বুঝে মুখস্থ করার প্রবণতা, সাহিত্যচর্চা ও বই পড়ায় অনীহা ইত্যাদি বিষয় তুলে ধরেছেন। এসব বিষয় উদ্দীপক অনুপস্থিত। এসব দিক বিচারে তাই বলা যায়, প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

সারকথা : 'বই পড়া' প্রবন্ধের খণ্ডাংশ উদ্দীপকে প্রতিফলিত হয়েছে। কারণ উদ্দীপকের বিষয়টি ছাড়াও এই প্রবন্ধে বই পড়ার গুরুত্ব, স্বশিক্ষা লাভের উপায়, শিক্ষার ত্রুটি ইত্যাদি বিষয় তুলে ধরা হয়েছে, যা উদ্দীপকে প্রতিফলিত হয়নি।

www.abswer.com

www.abswer.com

১০০% প্রস্তুতি উপযোগী জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

অনুচ্ছেদ ও লাইনের ধারায় প্রণীত

১০০% প্রস্তুতি উপযোগী জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

● এসএসসি পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ১ ▸ যথার্থ গুরুর কাজ কী? [ঢা. বো. '২০]

উত্তর : যথার্থ গুরুর কাজ শিষ্যের আত্মাকে উদ্বোধিত করা এবং তার অন্তর্নিহিত সকল প্রচ্ছন্ন শক্তিকে ব্যক্ত করে তোলা।

প্রশ্ন ২ ▸ সাহিত্যচর্চার আনন্দ থেকে বঞ্চিত হওয়ার অর্থ কী? [রা. বো. '২০]

উত্তর : সাহিত্যচর্চার আনন্দ থেকে বঞ্চিত হওয়ার অর্থ হলো জাতির জীবনীশক্তি হ্রাস করা।

প্রশ্ন ৩ ▸ যথার্থ শিক্ষিত হতে হলে কী দরকার? [কু. বো. '২০]

উত্তর : যথার্থ শিক্ষিত হতে হলে মনের প্রসার দরকার।

প্রশ্ন ৪ ▸ 'কেতাবি' অর্থ কী? [সি. বো. '২০]

অথবা, 'কেতাবি' শব্দের অর্থ কী? [ম. বো. '২০]

উত্তর : 'কেতাবি' অর্থ কেতাব অনুসরণ করে চলে যারা।

প্রশ্ন ৫ ▸ মনের দাবি রক্ষা না করলে কী বাঁচে না? [রা. বো. '১৯]

উত্তর : মনের দাবি রক্ষা না করলে মানুষের আত্মা বাঁচে না।

প্রশ্ন ৬ ▸ কাব্যামৃতে আমাদের অরুচি ধরেছে কেন? [য. বো. '১৯]

উত্তর : কাব্যামৃতে আমাদের অরুচি ধরেছে প্রচলিত শিক্ষার দোষে।

প্রশ্ন ৭ ▸ প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্যিক ছদ্মনাম কী? [সকল বোর্ড ২০১৮; কু. বো. '১৭; চ. বো. '১৫]

উত্তর : প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্যিক ছদ্মনাম 'বীরবল'।

প্রশ্ন ৮ ▸ বাংলা সাহিত্যে চলিতরীতির প্রবর্তক কে? [রা. বো. '১৭]

উত্তর : বাংলা সাহিত্যে চলিতরীতির প্রবর্তক হলেন প্রমথ চৌধুরী।

প্রশ্ন ৯ ▸ মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ শখ কোনটি? [ব. বো. '১৭]

উত্তর : মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ শখ হচ্ছে বই পড়া।

প্রশ্ন ১০ ▸ শিক্ষার সর্বপ্রধান অঙ্গ কী? [কু. বো. '১৬; সি. বো. '১৬]

উত্তর : শিক্ষার সর্বপ্রধান অঙ্গ হলো সাহিত্যচর্চা।

প্রশ্ন ১১ ▸ সুশিক্ষিত লোক মাত্রই কী? [কু. বো. '১৫]

উত্তর : সুশিক্ষিত লোক মাত্রই স্বশিক্ষিত।

● শীর্ষস্থানীয় স্কুলসমূহের টেস্ট পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ১২ ▸ প্রমথ চৌধুরীর ছদ্মনাম কী? [রাজশাহী ক্যাডেট কলেজ]

উত্তর : প্রমথ চৌধুরীর ছদ্মনাম বীরবল।

প্রশ্ন ১৩ ▸ প্রমথ চৌধুরী কোন সালে মৃত্যুবরণ করেন? [মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজ, টাঙ্গাইল]

উত্তর : প্রমথ চৌধুরী ১৯৪৬ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

প্রশ্ন ১৪ ▸ শিক্ষকের সার্থকতা কোথায়? [বগুড়া ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ]

উত্তর : শিক্ষকের সার্থকতা হচ্ছে ছাত্রকে শিক্ষা অর্জন করতে সক্ষম করায়।

প্রশ্ন ১৫ ▸ 'ডেমোক্রেসি' অর্থ কী? [ন্যাশনাল আইডিয়াল স্কুল, ঢাকা]

উত্তর : 'ডেমোক্রেসি' অর্থ 'গণতন্ত্র'।

প্রশ্ন ১৬ ▸ সাহিত্যচর্চার জন্য কী প্রয়োজন? [কুমিল্লা ক্যাডেট কলেজ; বরিশাল ক্যাডেট কলেজ]

উত্তর : সাহিত্যচর্চার জন্য লাইব্রেরির প্রয়োজন।

প্রশ্ন ১৭ ▸ 'পদচারণ' কার লেখা? [বি এ এফ শাহীন কলেজ, যশোর]

উত্তর : 'পদচারণ' প্রমথ চৌধুরীর লেখা।

প্রশ্ন ১৮ ▸ কী ছাড়া সাহিত্যচর্চার উপায়ান্তর নেই? [কানাইঘাট সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, সিলেট]

উত্তর : বই পড়া ছাড়া সাহিত্যচর্চার উপায়ান্তর নেই।

● মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল কর্তৃক প্রণীত প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ১৯ ▸ লেখক কোনটিকে স্কুল-কলেজের ওপরে স্থান দিয়েছেন?

উত্তর : লেখক লাইব্রেরিকে স্কুল-কলেজের ওপরে স্থান দিয়েছেন।

প্রশ্ন ২০ ▸ লেখক লাইব্রেরিকে কিসের ওপরে স্থান দিয়েছেন?

উত্তর : লেখক লাইব্রেরিকে স্কুল-কলেজের ওপরে স্থান দিয়েছেন।

প্রশ্ন ২১ ▸ শিক্ষা গায়ের জ্বালা ও চোখের জল দুই-ই দূর করবে বলে কার বিশ্বাস?

উত্তর : শিক্ষার ফল লাভে উদ্বাহু ব্যক্তির।

প্রশ্ন ২২ ▸ কী করে আমরা সকল পাপ থেকে মুক্ত হব?

উত্তর : দর্শন-সাহিত্য স্বরূপ মনগঙ্গার জলে অবগাহন করে আমরা সকল পাপ থেকে মুক্ত হব।

প্রশ্ন ২৩ ▸ কে শিষ্যের আত্মাকে উদ্বোধিত করেন?

উত্তর : যিনি যথার্থ গুরু তিনিই শিষ্যের আত্মাকে উদ্বোধিত করেন।

প্রশ্ন ২৪ ▸ কিসের জন্য আমরা সকলে উদ্বাহু?

উত্তর : শিক্ষার ফল লাভের জন্য আমরা সকলে উদ্বাহু।

প্রশ্ন ২৫ ▸ কাকে আমরা নিষ্কর্মার দলে ফেলি?

উত্তর : কেউ স্বেচ্ছায় বই পড়লে তাকে আমরা নিষ্কর্মার দলে ফেলি।

প্রশ্ন ২৬ ▸ বই পড়ার প্রধান দুটি দিক কী কী?

উত্তর : বই পড়ার প্রধান দুটি দিক হলো যথাক্রমে প্রাতিষ্ঠানিক উপায় ও অপ্রাতিষ্ঠানিক উপায়।

প্রশ্ন ২৭ ▸ শিক্ষা অর্জনে উত্তরসাধক মাত্র কে?

উত্তর : শিক্ষা অর্জনে গুরু উত্তরসাধক মাত্র।

প্রশ্ন ২৮ ▸ বিজ্ঞানের চর্চা কোথায়?

উত্তর : বিজ্ঞানের চর্চা জাদুঘরে।

প্রশ্ন ২৯ ▸ কাব্যামৃতে অরুচি ধরার দোষ কার?

উত্তর : কাব্যামৃতে অরুচি ধরার দোষ প্রচলিত শিক্ষার।

১০০% প্রস্তুতি উপযোগী অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

● এসএসসি পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ১ ▸ "মনের দাবি রক্ষা না করলে মানুষের আত্মা বাঁচে না"—বুঝিয়ে লেখ। [ঢা. বো. '২০]

উত্তর : সৃজনশীল প্রশ্ন ২(খ)-এর উত্তর দ্রষ্টব্য।

প্রশ্ন ২ ▸ আমরা জাত হিসেবে শৌখিন নই কেন? বুঝিয়ে লেখ। [রা. বো. '২০]

উত্তর : সৃজনশীল প্রশ্ন ৩(খ)-এর উত্তর দ্রষ্টব্য।

প্রশ্ন ৩ ▸ 'দেহের মৃত্যুর রেজিস্টারি রাখা হয়, আত্মার হয় না।'—বুঝিয়ে লেখ। [কু. বো. '২০]

উত্তর : সৃজনশীল প্রশ্ন ৪(খ)-এর উত্তর দ্রষ্টব্য।

প্রশ্ন ৪ ▸ সাহিত্য সাক্ষাৎভাবে উদরপূর্তির কাজে লাগে না কেন? [সি. বো. '২০]

উত্তর : সৃজনশীল প্রশ্ন ৫(খ)-এর উত্তর দ্রষ্টব্য।

প্রশ্ন ৫ ▸ 'বই পড়া' প্রবন্ধে লেখক লাইব্রেরিকে স্কুল-কলেজের উপরে স্থান দিয়েছেন কেন? [ম. বো. '২০]

উত্তর : সৃজনশীল প্রশ্ন ৬(খ)-এর উত্তর দ্রষ্টব্য।

প্রশ্ন ৬ ▸ সাহিত্যচর্চাকে শিক্ষার সর্বপ্রধান অঙ্গ বলা হয়েছে কেন? [রা. বো. '১৯]

উত্তর : সৃজনশীল প্রশ্ন ৭(খ)-এর উত্তর দ্রষ্টব্য।

প্রশ্ন ৭ ▸ মনের দাবি রক্ষা না করলে মানুষের আত্মা বাঁচে না কেন? [য. বো. '১৯]

উত্তর : সৃজনশীল প্রশ্ন ৮(খ)-এর উত্তর দ্রষ্টব্য।

প্রশ্ন ৮ ▸ লেখক লাইব্রেরিকে হাসপাতালের উপরে স্থান দিয়েছেন কেন? [সকল বোর্ড ২০১৮]

উত্তর : সৃজনশীল প্রশ্ন ৯(খ)-এর উত্তর দ্রষ্টব্য।

www.abswer.com

www.abswer.com

● শীর্ষস্থানীয় স্কুলসমূহের টেস্ট পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ৯ ▸ 'আমাদের স্কুল-কলেজের শিক্ষার পদ্ধতি ঠিক উল্টো।'— উক্তিটি ব্যাখ্যা কর। [রাজশাহী ক্যাডেট কলেজ]

উত্তর : আমাদের দেশের ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি ইঙ্গিত করে প্রাবন্ধিক প্রশ্নোক্ত উক্তিটি করেছেন।

'বই পড়া' প্রবন্ধে লেখক আমাদের দেশের শিক্ষাপদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন— 'আমাদের স্কুল-কলেজে ছেলেদের বিদ্যা গেলানো হয়। তারা তা জীর্ণ করতে পারবে কি পারবে না তা যাচাই করা হয় না। লেখাপড়া তাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়। এর ফলে ছেলেরা শারীরিক ও মানসিকভাবে বিষণ্ন হয়ে কলেজ থেকে বেরিয়ে আসে এবং তাদের প্রকৃত বিকাশ ঘটে না। তারা সমাজের উপযোগী মানুষ হয়েও গড়ে ওঠে না।' শিক্ষাব্যবস্থার এই অসংগতির দিকে ইঙ্গিত করে লেখক প্রশ্নোক্ত উক্তিটি করেছেন।

প্রশ্ন ১০ ▸ পাস করা ও শিক্ষিত হওয়া এক বস্তু নয় কেন?— বুঝিয়ে লেখ। [মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজ, টাঙ্গাইল]

উত্তর : পাস করা বলতে বুঝায় আমাদের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষা অর্জনের এক ধাপ অতিক্রম করা। কিন্তু প্রকৃত শিক্ষা মানুষের মনের সুন্দর পরিবর্তন ঘটায় বলে পাস করা ও শিক্ষিত হওয়া এক বস্তু নয়।

মানুষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে যে জ্ঞান লাভ করে তা পূর্ণাঙ্গ নয়। সেখানে পাস করার উদ্দেশ্যে মানুষ সীমিত পরিসরে পড়াশুনা করে। অথচ প্রকৃত শিক্ষা মানুষের মনের চেতনা খুলে দেয়। যারা শুধু পাস করার জন্য পড়ে তাদের মানসিক বিকাশ পরিপূর্ণভাবে হয় না। শুধু পাস করা বিদ্যায় মানুষের আত্মার অপমৃত্যু হয়। পাস করা বিদ্যা অর্জন করতে গিয়ে মানুষ তার মনুষ্যত্ববোধ হারিয়ে ফেলে। স্বশিক্ষায় শিক্ষিত হয়েই মানুষ সুশিক্ষিত হয়ে ওঠে। তাই বলা হয়েছে, পাস করা ও শিক্ষিত হওয়া এক বস্তু নয়।

প্রশ্ন ১১ ▸ "লাইব্রেরির সার্থকতা হাসপাতালের চাইতে কিছু কম নয়।" প্রাবন্ধিক এ কথা কেন বলেছেন? [বগুড়া ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ]

উত্তর : লাইব্রেরিতে মনের শুশ্রূষা হয় বলে প্রাবন্ধিক "লাইব্ররির সার্থকতা হাসপাতালের চাইতে কিছু কম নয়" কথাটি বলেছেন।

মানুষের শরীরের মতো মনও অসুস্থ হয়। তখন সেই অসুস্থতার জন্য চিকিৎসার প্রয়োজন হয়। বই পড়ার মাধ্যমে মানুষের অসুস্থতা দূর করা সম্ভব। বই মনের ক্ষুদ্রতা, জড়তা, নীচতা, হীনতা দূর করে। মনকে সজীব ও প্রাণময় করে তোলে। মনের অসুস্থতা দূর হয়। এসব কারণে মানুষ লাইব্রেরিতে গিয়ে খুব সহজে নিজের পছন্দমতো বই নির্বাচন করে পড়তে পারে। তাই প্রাবন্ধিক লাইব্রেরিকে মনের হাসপাতাল বলে অভিহিত করেছেন।

প্রশ্ন ১২ ▸ শিক্ষা কেউ কাউকে দিতে পারে না— কেন? [কুমিল্লা ক্যাডেট কলেজ]

উত্তর : শিক্ষার ন্যায় অন্তর্লোকের মনোরাজ্যের অর্জন গ্রহণসাপেক্ষ বিধায় শিক্ষা কেউ কাউকে দিতে পারে না।

সুশিক্ষিত লোক মাত্রই স্বশিক্ষিত। শিক্ষকের সার্থকতা শিক্ষাদান করায় নয়, ছাত্রকে তা অর্জন করতে সক্ষম করায়। যিনি যথার্থ গুরু তিনি শিষ্যের আত্মাকে উদ্বোধিত করেন এবং তার অন্তর্নিহিত সকল প্রচ্ছন্ন শক্তিকে ব্যক্ত করে তোলেন। সেই শক্তির বলে শিষ্য নিজের মন নিজে গড়ে তোলে, নিজের অভিমত বিদ্যা নিজে অর্জন করে। বিদ্যার সাধনা শিষ্যকে নিজে অর্জন করতে হয়। গুরু উত্তরসাধক মাত্র।

প্রশ্ন ১৩ ▸ 'শিক্ষা আমাদের গায়ের জ্বালা ও চোখের জল দুই-ই দূর করবে।' উক্তিটি ব্যাখ্যা কর। [বি এ এফ শাহীন কলেজ, ঢাকা]

উত্তর : "শিক্ষা আমাদের গায়েল জ্বালা ও চোখের জল, দুই-ই দূর করবে"— উক্তিটির মধ্য দিয়ে শিক্ষা সম্পর্কে সাধারণ মানুষের ভুল ধারণা প্রকাশ পেয়েছে।

"আমাদের দেশ রোগ-শোক, দুঃখ-দারিদ্র্যের দেশ। সুন্দর জীবনধারণ করা এখানে কঠিন। তাই শখ করে বই পড়ার প্রস্তাব অনেকের কাছে নিরর্থক ও নির্মম ঠেকবে বলে প্রমথ চৌধুরী মনে করেন। তিনি বলেন, আমরা সকলে শিক্ষার ফললাভের জন্য সব সময় উদ্বাহু। কারণ আমাদের বিশ্বাস শিক্ষা আমাদের গায়ের জ্বালা ও চোখের জল দুই-ই দূর করবে।

প্রশ্ন ১৪ ▸ সাহিত্যের রস উপভোগ করতে আমরা প্রস্তুত নই কেন? [বি এ এফ শাহীন কলেজ, যশোর]

উত্তর : সাহিত্যের ফল হাতে হাতে পাওয়া যায় না বলে আমরা সাহিত্যের রস উপভোগ করতে প্রস্তুত নই।

সাহিত্য মানুষের সুকুমার বৃত্তিকে জাগিয়ে তোলে। মানুষকে বিকশিত করে তোলে। সাহিত্যের রস মানুষের আত্মাকে সজীব করে তোলে। কিন্তু আমরা যেকোনো পাঠের ফল সরাসরি প্রত্যাশা করি। আর এ কারণেই আমরা সাহিত্যের রস উপভোগ করতে প্রস্তুত নই।

প্রশ্ন ১৫ ▸ সাহিত্যচর্চার সুফল সম্পর্কে অনেকেই সন্দিহান কেন? [কানাইঘাট সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, সিলেট]

উত্তর : সাহিত্যচর্চার কোনো নগদ বাজার দর নেই বলে এর সুফল সম্পর্কে অনেকেই সন্দিহান।

সমাজের অনেকেই সাহিত্যের রস উপভোগ করতে প্রস্তুত না থাকলেও শিক্ষার ফলল্যাভের জন্য উদ্বাহু হয়ে থাকেন। তাদের বিশ্বাস— শিক্ষা তাদের গায়ের জ্বালা ও চোখের জল দুই-ই দূর করবে। সাহিত্যচর্চার সুফল সম্পর্কে লোকে যে সন্দেহ করে, তার কারণ এ শিক্ষার ফল হাতে হাতে পাওয়া যায় না, অর্থাৎ তার কোনো নগদ বাজার দর নেই।

● মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল কর্তৃক প্রণীত প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ১৬ ▸ "সাহিত্যচর্চার জন্য চাই লাইব্রেরি।"— ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : বই পড়া অর্থাৎ সাহিত্যচর্চার জন্য লাইব্রেরি অপরিহার্য।

বাস্তবতার দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই যে, বিভিন্ন ধরনের চর্চা ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত হয়। যেমন— ধর্মের চর্চা মন্দির কিংবা মসজিদে, দর্শনের চর্চা গুহায়, নীতির চর্চা ঘরে এবং বিজ্ঞানের চর্চা জাদুঘরে। ঠিক তেমনই সাহিত্যের চর্চার জন্য লাইব্রেরির কোনো বিকল্প নেই।

প্রশ্ন ১৭ ▸ লেখকের কাউকে শখ হিসেবে বই পড়তে পরামর্শ দিতে না চাওয়ার কারণ ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : বই পড়া মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ শখ হওয়া সত্ত্বেও লেখক কাউকেই বই পড়তে পরামর্শ দিতে চাননি।

প্রথম কারণ, লেখকের সেই পরামর্শ কেউ গ্রাহ্য করবেন না এজন্য যে আমরা জাতি হিসেবে শৌখিন নই। আর দ্বিতীয় কারণ হলো— রোগ-শোক, দুঃখ-দারিদ্র্যের দেশে যেখানে স্বাভাবিকভাবে জীবনধারণই প্রধান সমস্যা সেখানে শখ করে বই পড়ার প্রস্তাব পাঠকের কাছে খুব নির্মম ঠেকবে।

প্রশ্ন ১৮ ▸ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা পূর্ণাঙ্গ না হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে যে শিক্ষা দেওয়া হয় তা অপূর্ণাঙ্গ শিক্ষা।

আমাদের দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ স্কুল-কলেজগুলোতে যে ধরনের শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে তা অনেক ক্ষেত্রেই জ্ঞান বিকাশে সহায়ক নয়। শুধু পরীক্ষায় পাস করার দিকে শিক্ষার্থীদের নজর থাকে। শিক্ষকরাও পাসের লক্ষ্য নিয়েই তাদের শিক্ষা দেন। নোটসর্বস্ব বিদ্যা অর্জন করে উদরপূর্তির ব্যবস্থা হয়তো তাতে হয়, কিন্তু অপূর্ণ শিক্ষার কারণে আত্মবিকাশের সুযোগ হয় না।

www.abswer.com

www.abswer.com

প্রশ্ন ১৯ ▸ "কিন্তু এই গেলা আর ওগলানো দর্শকের কাছে তামাশা হলেও বাজিকরের কাছে তা প্রাণান্তকর ব্যাপার"– ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : উদ্ধৃত বাক্যটি দ্বারা বাজিকরের প্রাণান্তকর চেষ্টা ও তার সাধনার ফলাফল বোঝানোর মধ্য দিয়ে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

বাজিকর বিভিন্ন আকার ও আয়তনের বস্তু গিলে আবার দর্শকের সামনে তা উদগিরণ করে। এটা দর্শকের কাছে নিতান্ত তামাশা ও অদ্ভুত কৌশল মনে হলেও মূলত এ কাজটা করতে বাজিকরের বহু শ্রম ব্যয়ের দরকার হয়। তেমনই আমাদের এই সময়ে ছাত্ররা নোটের লেখা তোতাপাখির মতো মুখস্থ করে পরীক্ষার খাতায় লিখে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। মানুষ এতে বাহবা দেয়। মূলত এই ছাত্র ঐ বাজিকরের মতোই প্রাণান্তকর চেষ্টার মাধ্যমে পরীক্ষায় নম্বর পেয়েছে।

প্রশ্ন ২০ ▸ স্কুল-কলেজের শিক্ষাকে লেখক ত্রুটিপূর্ণ বলেছেন কেন?

উত্তর : প্রাবন্ধিক প্রমথ চৌধুরী আমাদের দেশে প্রচলিত স্কুল-কলেজের শিক্ষাকে ত্রুটিপূর্ণ বলেছেন।

লেখকের মতে, শিক্ষা মানুষের আত্মাকে উদ্বোধিত করে, মনুষ্যত্ববোধ জাগ্রত করে। কিন্তু বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় সেই সুযোগ নেই। বর্তমানে স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের দেওয়া নোট মুখস্থ করে এবং পরীক্ষার খাতায় তা ওগরায়। তাই লেখক স্কুল-কলেজের প্রচলিত শিক্ষাকে ত্রুটিপূর্ণ বলেছেন।

প্রশ্ন ২১ ▸ পুঁজিবাদী সমাজে সাহিত্যপাঠের পরিস্থিতি কেমন তা বুঝিয়ে লেখ।

উত্তর : সাহিত্যের বই কেনা যেখানে অপচয় ও অনর্থক মনে হয় সেখানে সাহিত্যপাঠের পরিস্থিতি সমাজে যথার্থই নাজুক বলে প্রতীয়মান হয়।

পুঁজিবাদী সমাজের সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি হলো– শিক্ষা বা জ্ঞান কেবল অর্থ উপার্জনের জন্যই প্রয়োজনীয়। মননশীলতা আর বুদ্ধিবৃত্তিক জ্ঞান অর্জনের জন্য কারও তেমন কোনো আগ্রহ দেখা যায় না। ব্যবসায়িক স্বার্থে অর্থ ব্যয় করতে কেউ কার্পণ্য না করলেও সাহিত্য বা কাব্যচর্চার জন্য কানাকড়িও খরচ করতে সবার অনীহা দেখা যায়।

বহুনির্বাচনি অংশ MCQ SECTION

প্রিয় শিক্ষার্থী, এ অংশে তোমাদের সেরা প্রস্তুতির জন্য অনুশীলনীর প্রশ্নোত্তরের পাশাপাশি বোর্ড প্রশ্ন, সেরা স্কুলের প্রশ্ন এবং মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল প্রণীত বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর প্রদত্ত হলো। অনুশীলনের সুবিধার্থে সঠিক উত্তরের বৃত্ত (●) ভরাট না করে Self-Test আকারে নিচে উত্তর দেওয়া হয়েছে।

পাঠ্যবইয়ের অনুশীলনীর বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর — নতুন পাঠ্যবইয়ের আলোকে প্রণীত

সঠিক উত্তরটির বৃত্ত (●) ভরাট কর :

১. 'বই পড়া' প্রবন্ধে লেখক লাইব্রেরিকে কিসের ওপর স্থান দিয়েছেন?
ক হাসপাতালের খ স্কুল-কলেজের
গ অর্থ-বিত্তের ঘ জ্ঞানী মানুষের

২. স্বশিক্ষিত বলতে কী বুঝায়?
ক সৃজনশীলতা অর্জন খ বুদ্ধির জাগরণ
গ সার্টিফিকেট অর্জন ঘ উচ্চ শিক্ষা অর্জন

■ উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪-সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর দাও :
'পড়িলে বই আলোকিত হই
না পড়িলে বই অন্ধকারে রই।'

৩. উদ্দীপকটির ভাবার্থ 'বই পড়া' প্রবন্ধের কোন বাক্যে বিদ্যমান?
ক জ্ঞানের ভাণ্ডার ধনের ভাণ্ডার নয়
খ শিক্ষা কেউ কাউকে দিতে পারে না
গ সুশিক্ষিত লোক মাত্রই স্বশিক্ষিত
ঘ আমাদের বাজারে বিদ্যাদাতার অভাব নেই

৪. উদ্দীপকটির ভাবার্থ 'বই পড়া' প্রবন্ধের যে ভাবকে নির্দেশ করে তা হলো–
i. জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে মৌলিকত্ব অর্জন
ii. শিক্ষাযন্ত্রের মাধ্যমে বিকশিত হওয়া
iii. শিক্ষকের মাধ্যমে বিকশিত হওয়া
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

সকল বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষার বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর — বোর্ড পরীক্ষক প্যানেল কর্তৃক প্রণীত

৫. 'বই পড়া' প্রবন্ধে লেখক লাইব্রেরিকে হাসপাতালের উপরে স্থান দিয়েছেন কেন? [য. বো. '২০]
ক মানসিক সুস্থতার জন্য খ শারীরিক সুস্থতার জন্য
গ উচ্চশিক্ষা অর্জনের জন্য ঘ জ্ঞানে বড় হওয়ার জন্য

৬. 'বই পড়া' প্রবন্ধ অনুসারে জাতির প্রাণে যথার্থ স্ফূর্তি লাভের উপায় কী? [চ. বো. '২০]
ক উদরপূর্তি করানোর মাধ্যমে খ মনকে সজাগ ও সরল রাখা
গ শিক্ষার উল্টো টান টেনে ঘ কাব্যচর্চা করা

৭. আজকের বাজারে অভাব নেই– [দি. বো. '২০]
ক বিদ্যাদাতার খ দাতাকর্ণের
গ বিদ্যা গ্রহীতার ঘ শিক্ষিতজনের

৮. আমাদের দেশে লাইব্রেরির সার্থকতা কিসের চাইতে কম নয়? [ম. বো. '২০]
ক হাসপাতালের খ স্কুলের
গ কলেজের ঘ বিশ্ববিদ্যালয়ের

৯. 'আমাদের শিক্ষাই আমাদেরকে নির্জীব করেছে'– এ কথা দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে? [ঢা. বো. '১৯]
ক আমাদের শিক্ষাপদ্ধতি ত্রুটিপূর্ণ
খ বই পড়লে মানুষ নিষ্কর্মা হয়ে যায়
গ বই পড়ায় প্রত্যক্ষ আয়ের ব্যবস্থা নেই
ঘ আমাদের পাঠচর্চার অভ্যাস নেই

১০. 'বই পড়া' প্রবন্ধে লেখকের মতে নীতির চর্চা কোথায় করা যায়? [রা. বো. '১৯]
ক মন্দিরে খ মসজিদে
গ ঘরে ঘ গুহায়

১১. 'বই পড়া' প্রবন্ধে তৎকালীন স্কুল-কলেজের শিক্ষাকে মারাত্মক বলার কারণ কী? [য. বো. '১৯]
ক মুখস্থ বিদ্যা চর্চায় উৎসাহিত করে খ সুশিক্ষিত হওয়ার সুযোগ দেয় না
গ কেবল পাস করতে উদ্বুদ্ধ করে ঘ স্বশিক্ষিত হওয়ার শক্তি নষ্ট করে দেয়

১২. দর্শনের চর্চা হয় কোথায়? [ঢা. বো. '১৫; কু. বো. '১৯]
ক লাইব্রেরিতে খ ঘরে
গ গুহায় ঘ জাদুঘরে

উত্তরের শুদ্ধতা/নির্ভুলতা যাচাই করো

১	খ	২	ক	৩	গ	৪	ক	৫	ক	৬	খ	৭	ক	৮	ক	৯	ক	১০	গ	১১	ঘ	১২	গ

www.abswer.com

www.abswer.com

১৩. 'বই পড়া' প্রবন্ধের আলোকে শিক্ষা সম্পর্কে আমাদের বিশ্বাস কোন ধরনের? [চ. বো. '১৯]
ক পরীক্ষা পাস খ বই পড়া
গ অর্থপ্রাপ্তি ঘ সাহিত্যচর্চা

১৪. একটি লাইব্রেরির বার্ষিক সভায় পঠিত হয়েছিল নিচের কোন প্রবন্ধটি? [সি. বো. '১৯]
ক শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব খ পল্লিসাহিত্য
গ উপেক্ষিত শক্তির উদ্বোধন ঘ বই পড়া

১৫. 'ডেমোক্রেসির গুরুরা' বলতে প্রমথ চৌধুরী কাদের বুঝিয়েছেন? [ব. বো. '১৯, '১৫]
ক ফরাসি খ ভারতীয়
গ ইংরেজ ঘ আমেরিকান

১৬. সাহিত্যচর্চার আনন্দ থেকে বঞ্চিত হওয়ার অর্থ কী? [ব. বো. '১৫; দি. বো. '১৯]
ক জাতির জীবনীশক্তি হ্রাস করা খ সমাজের জীবনীশক্তি হ্রাস করা
গ জ্ঞানের ভাণ্ডার শূন্য করা ঘ ধনের ভাণ্ডার শূন্য করা

১৭. 'বই পড়া' প্রবন্ধটি কোন গ্রন্থ থেকে সংকলিত হয়েছে? [য. বো. '১৭]
ক গল্প-সংগ্রহ খ প্রবন্ধ-সংগ্রহ
গ প্রবন্ধ-সংকলন ঘ নির্বাচিত প্রবন্ধ

১৮. 'বই পড়া' প্রবন্ধে 'আত্মরক্ষাও অকর্তব্য নয়'– এখানে 'আত্মরক্ষা' বলতে বোঝানো হয়েছে– [কু. বো. '১৭]
ক নিজেকে রক্ষা করা খ পেটের ক্ষুধা নিবৃত্তি
গ মনের চাহিদা পূরণ ঘ যথার্থ শিক্ষিত হয়ে ওঠা

১৯. 'বই পড়া' প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক সমালোচনা করেছেন– [দি. বো. '১৭]
ক শিক্ষাব্যবস্থার খ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের
গ সাহিত্যের ঘ শিক্ষার্থীর

২০. কোন শক্তির বলে শিষ্য নিজের মন নিজে গড়ে তোলে? [ঢা. বো. '১৬]
ক আত্মার খ গুরুর
গ সাহিত্যের ঘ ডেমোক্রেসির

২১. শিক্ষা কেউ কাউকে দিতে পারে না। কারণ শিক্ষা হলো– [রা. বো. '১৬]
ক চর্চার বিষয় খ অর্জনের বিষয়
গ অধ্যয়নের বিষয় ঘ অনুশীলনের বিষয়

২২. যে জাতি মনে বড় নয়, সে জাতি জ্ঞানেও বড় নয়– এটি কার উক্তি? [কু. বো. '১৬]
ক রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের খ মোতাহের হোসেন চৌধুরীর
গ জাহানারা ইমামের ঘ প্রমথ চৌধুরীর

২৩. প্রমথ চৌধুরীর মতে কোন কথাটি শুনলে অনেকে চমকে উঠবেন? [চ. বো. '১৬]
ক বইপড়া সর্বশ্রেষ্ঠ শখ
খ ধর্মের চর্চা মন্দিরের বাইরেও চলে
গ শিক্ষকের সার্থকতা শিক্ষা দান করায় নয়
ঘ লাইব্রেরির সার্থকতা স্কুল-কলেজের চাইতে একটু বেশি

২৪. 'দেহের মৃত্যুর রেজিস্টারি রাখা হয়, আত্মার হয় না'– প্রমথ চৌধুরীর এ মন্তব্যে কী প্রকাশ পেয়েছে? [সি. বো. '১৬]
ক জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গির সংকীর্ণতা খ স্বাস্থ্য সেবার খণ্ডিত রূপ
গ মানসিক স্বাস্থ্যের প্রতি উদাসীনতা ঘ শিক্ষাপদ্ধতির সীমাবদ্ধতা

২৫. নিচের কোন বানানটি শুদ্ধ– [সি. বো. '১৬]
ক ক্ষীণ খ শির্ন
গ জীর্ন ঘ সিরনি

২৬. বিদ্যার সাধনায় গুরুকে উত্তরসাধক বলা হয়েছে কেন? [রা. বো. '১৫; ব. বো. '১৬]
ক শিষ্যকে বিদ্যা শেখান বলে খ শিষ্যকে উদ্বুদ্ধ করেন বলে
গ শিষ্যকে মানুষ করে তোলেন বলে ঘ শিষ্যকে জ্ঞানী করে তোলেন বলে

২৭. বাংলা সাহিত্যে কাকে 'বীরবল' নামে অভিহিত করা হয়? [ঢা. '০৬]
ক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে খ কাজী নজরুল ইসলামকে
গ প্রমথ চৌধুরীকে ঘ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহকে

২৮. "কেননা দেহের মৃত্যুর রেজিস্টারি রাখা হয়, আত্মার হয় না।"– বাক্যটি তোমার পঠিত কোন রচনা থেকে নেওয়া হয়েছে? [কু. বো. '১৫]
ক নিরীহ বাঙালি খ শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব
গ বই পড়া ঘ নিমগাছ

২৯. প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্যিক ছদ্মনাম কী? [দি. বো. '১৫]
ক পি. চৌধুরী খ পদ্মভূষণ
গ বীরবল ঘ বীরসিংহ

৩০. 'জ্ঞানের সৃষ্টি মন সাপেক্ষ'– 'মন সাপেক্ষ' অর্থ কী? [দি. বো. '১৫]
ক মনোবাঞ্ছিত খ মনোনিবিষ্ট
গ মনোনির্ভরশীল ঘ মনোগ্রাহ্য

৩১. কোন মৃত্যুর রেজিস্টারি রাখা হয় না? [দি. বো. '১৫]
ক আত্মার খ দেহের
গ পাখির ঘ পশুর

৩২. 'সুশিক্ষিত লোক মাত্রই স্বশিক্ষিত'– উক্তিটি কার? [সকল বোর্ড '১১]
ক প্রমথ চৌধুরীর খ মোতাহের হোসেন চৌধুরীর
গ মুহম্মদ শহীদুল্লাহর ঘ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের

৩৩. কাব্যামৃতে যে আমাদের অরুচি ধরেছে সে দোষ আমাদের– [সকল বোর্ড '১২; দি. বো. '১৬]
ক শিক্ষার খ নিজেদের
গ স্কুল-কলেজের ঘ সমাজব্যবস্থার

৩৪. 'বই পড়া' প্রবন্ধের মূল উপজীব্য কী? [সকল বোর্ড '১১]
ক দেশের ভুল শিক্ষাপদ্ধতি ব্যাখ্যা করা
খ সাহিত্যচর্চার প্রতি গুরুত্বারোপ
গ জনগণকে বই কেনার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা
ঘ ঘরে ঘরে লাইব্রেরি গড়ে তোলা

৩৫. প্রমথ চৌধুরীর মতে 'যথার্থ শিক্ষিত' ব্যক্তি মাত্রই– [সকল বোর্ড '১০]
ক প্রগতিশীল খ কেতাবি
গ ডিগ্রিধারী ঘ করিৎকর্মা

৩৬. ডা. অসীম চিকিৎসা বিষয়ক কয়েকটি বই কিনতে দোকানে গিয়েছিলেন। বই কেনার পর দোকানদার তাকে ভালো কবিতার বই দেখান। কিন্তু ডা. অসীম বলেন এ বই পড়া সময়ের অপচয়মাত্র। উদ্দীপকের ডা. অসীমের কথার প্রতিধ্বনি– [ব. বো. '১৯]
i. শিক্ষার ফল হাতে হাতে পাওয়া যায় না
ii. কেউ স্বেচ্ছায় বই পড়লে আমরা তাকে নিষ্কর্মার দলেই ফেলে দিই
iii. শিক্ষার ফল লাভের জন্য আমরা সকলে উদ্বাহু
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৩৭. একজন যথার্থ শিক্ষকের সার্থকতা সেখানে যদি শিক্ষার্থীর– [ঢা. বো. '১৭]
i. খেলাধুলায় উন্নতি হয়
ii. আত্মা উদ্বোধিত হয়
iii. অন্তর্নিহিত প্রচ্ছন্ন শক্তি জাগ্রত হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৩৮. 'বই পড়া' এবং 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধ দুটির মূল আলোচ্য বিষয়– [চ. বো. '১৬]
i. জ্ঞানচর্চা
ii. সংস্কৃতিবোধ
iii. আত্মার মুক্তি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

৩৯. সাহিত্যচর্চা শিক্ষার সর্বপ্রধান অঙ্গ, কারণ এটি– [য. বো. '১৬]
i. স্বশিক্ষিত হওয়ার সুযোগ দেয়
ii. জাতীয় সমৃদ্ধি অর্জনে সহায়তা করে
iii. সুশিক্ষিত হওয়ার সুযোগ দেয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

■ উদ্দীপকটি পড়ে ৪০ ও ৪১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
মালিয়ারা গ্রামের কৃষক বিমলের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা না থাকলেও বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় নিজেকে জানা এবং ঋদ্ধ হওয়া তাঁর সহজাত প্রবণতা। তাই তিনি নিজস্ব অর্থায়নে ও গ্রামের যুবকদের সহযোগিতায় গড়ে তোলেন জ্ঞানচর্চার পাদপীঠ পাঠাগার। [ব. বো. '২০]

৪০. উদ্দীপকের বিমল চরিত্রের সাথে নিচের কোন বাক্যটি সম্পর্কযুক্ত?
ক পাশ করা ও শিক্ষিত হওয়া এক বস্তু নয়।
খ যে জাতি মনে বড় নয়, সে জাতি জ্ঞানেও বড় নয়।
গ সাহিত্যের মধ্যে আমাদের জাত মানুষ হবে।
ঘ সুশিক্ষিত লোকমাত্রই স্বশিক্ষিত।

উত্তরের শুদ্ধতা/নির্ভুলতা যাচাই করো

১৩	গ	১৪	ঘ	১৫	গ	১৬	ক	১৭	খ	১৮	গ	১৯	ক	২০	ক	২১	খ	২২	ঘ	২৩	ঘ	২৪	গ
২৫	ক	২৬	খ	২৭	গ	২৮	গ	২৯	গ	৩০	খ	৩১	ক	৩২	ক	৩৩	ক	৩৪	খ	৩৫	ক	৩৬	গ
৩৭	গ	৩৮	গ	৩৯	গ	৪০	ঘ																

www.abswer.com

www.abswer.com

৪১. বিমলের উদ্যোগ কোন সূত্রে 'বই পড়া' প্রবন্ধের লেখকের প্রত্যাশা পূরণ করে?
i. মুখস্থ বিদ্যা বর্জন
ii. লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা
iii. সাহিত্যচর্চার মাধ্যমে শিক্ষিত হওয়া
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৪২ ও ৪৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :
লালন শাহ্ মানবতাবাদী মরমি কবি। প্রাতিষ্ঠানিক বিদ্যালাভ না করলেও নিজের চিন্তা ও সাধনায় তিনি হিন্দু ও মুসলমানের ধর্মীয় শাস্ত্র সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান অর্জন করেন। এই জ্ঞানের সঙ্গে নিজের অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির মিলনে তিনি নতুন এক দর্শন প্রচার করেন। [য. বো. '১৫]

৪২. 'বই পড়া' প্রবন্ধ অনুসরণে উদ্দীপকের মনীষী লালন শাহ্ হলেন–
i. যথার্থ গুরু
ii. স্বশিক্ষিত
iii. সুশিক্ষিত
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৪৩. 'বই পড়া' প্রবন্ধের কোন বক্তব্যটি উক্ত মনীষীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য?
ক পাস করা ও শিক্ষিত হওয়া এক বস্তু নয়
খ শিক্ষা কেউ কাউকে দিতে পারে না
গ যিনি যথার্থ গুরু তিনি শিষ্যের আত্মাকে উদ্বোধিত করেন
ঘ সুশিক্ষিত লোক মাত্রই স্বশিক্ষিত

শীর্ষস্থানীয় স্কুলসমূহের টেস্ট পরীক্ষার বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর — মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল কর্তৃক নির্বাচিত

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৪৪. প্রমথ চৌধুরীর মতে সাহিত্যচর্চার জন্য কী চাই? [পাবনা ক্যাডেট কলেজ]
ক লাইব্রেরি খ সুশিক্ষা
গ স্বশিক্ষা ঘ রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা

৪৫. "ব্যাধিই সংক্রামক, স্বাস্থ্য নয়।" 'বই পড়া' প্রবন্ধে কোন প্রসঙ্গে এ কথা বলা হয়েছে?
[ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজ, চট্টগ্রাম; ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, রংপুর]
ক অভিজাত সভ্যতা প্রসঙ্গে খ ডেমোক্রেসির দোষ প্রসঙ্গে
গ ডোমোক্রেসির গুণ প্রসঙ্গে
ঘ ডেমোক্রেসির দোষ আত্মসাৎ প্রসঙ্গে

৪৬. কাব্যামৃতে আমাদের অরুচি ধরেছে কেন? [রংপুর ক্যাডেট কলেজ]
ক স্কুল-কলেজের কারণে খ সমাজব্যবস্থার কারণে
গ অর্থনৈতিক কারণে ঘ বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার কারণে

৪৭. কোথায় মানুষের পুরো মনটার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়?
[রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা; মিরপুর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, ঢাকা]
ক বইয়ে খ সাহিত্যে গ দর্শনে ঘ ইতিহাসে

৪৮. মনের প্রসারতা বৃদ্ধির জন্য কী প্রয়োজন?
[ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]
ক যথার্থ শিক্ষা অর্জন খ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা লাভ
গ বই পড়ার অভ্যাস গঠন ঘ সাহিত্যচর্চার মনোনিবেশ

৪৯. 'সনেট পঞ্চাশৎ'– কার লেখা?
[মতিঝিল সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা; শহীদ পুলিশ স্মৃতি কলেজ, ঢাকা]
ক মাইকেল মধুসূদন দত্ত খ কাজী নজরুল ইসলাম
গ প্রমথ চৌধুরী ঘ শামসুর রাহমান

৫০. প্রমথ চৌধুরী কোন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. এ ডিগ্রি অর্জন করেন?
[ময়মনসিংহ জিলা স্কুল]
ক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খ আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়
গ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ঘ সোরবন বিশ্ববিদ্যালয়

৫১. জাতি হিসেবে আমরা নির্জীব কেন? [ধানমন্ডি গভ. গার্লস হাই স্কুল, ঢাকা]
ক আনন্দশূন্য বলে খ সচ্ছলতার অভাবে
গ মনোবলের অভাবে ঘ শৌখিন নই বলে

৫২. লেখকের মতে সাহিত্যচর্চা কী? [বি এ এফ শাহীন কলেজ, ঢাকা]
ক মনের চিকিৎসা খ শিক্ষার সর্বপ্রধান অঙ্গ
গ শিক্ষার প্রধান অঙ্গ ঘ বিপ্লবী মানস অর্জন

৫৩. সাহিত্যচর্চাকে লেখক আবশ্যক বলেছেন কেন?
[এস.ভি সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, কিশোরগঞ্জ]
ক জাতির উন্নতির জন্য
খ জ্ঞানের জন্য
গ মানসিক উৎকর্ষের জন্য
ঘ প্রগতিশীল জগতের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার জন্য

৫৪. স্বশিক্ষার ফলাফল কী? [বগুড়া ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ]
ক অর্ধশিক্ষা খ কুশিক্ষা
গ সুশিক্ষা ঘ অশিক্ষা

৫৫. প্রমথ চৌধুরী কোন শতকে জন্মগ্রহণ করেন? [বগুড়া সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
ক উনবিংশ খ বিংশ গ সপ্তদশ ঘ অষ্টাদশ

৫৬. 'অনুভূতির জগতে সে ফতুর হয়ে যায়'–এখানে 'সে' বলতে বোঝানো হয়েছে? [পাবনা জেলা স্কুল]
ক যার মূল্যবোধের অভাব খ যার আত্মিক মৃত্যু ঘটে
গ যার শিক্ষার অভাব ঘ কারারুদ্ধ আহারতৃপ্ত মানুষ

৫৭. সাহিত্য রসে অবগাহন করে আমরা হব– [পাবনা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
ক শিক্ষিত খ উন্নত
গ সম্পদশালী ঘ পাপমুক্ত

৫৮. 'বই পড়া' প্রবন্ধে উল্লিখিত 'বাজিকর' বলতে বুঝায় যারা–
[মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর]
ক নোট মুখস্থ করে খ কৌশলে শিক্ষা লাভ করে
গ মুখস্থবিদ্যায় পারদর্শী ঘ বিদ্যা হজম করতে পারে

৫৯. 'বই পড়া' প্রবন্ধে 'আত্মার মৃত্যু' বলতে বোঝানো হয়েছে–
[বি এ এফ শাহীন কলেজ, চট্টগ্রাম]
ক আত্মার বিকাশ না হওয়া খ উপলব্ধিবোধ না জাগা
গ বিবেকবোধ লোপ পাওয়া ঘ ব্যক্তিত্ব গড়ে না ওঠা

৬০. ডেমোক্রেসি কিসের সার্থকতা বোঝে না? [খাগড়াছড়ি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়]
ক শিক্ষার খ সাহিত্যের
গ অর্থের ঘ দর্শনের

৬১. 'বই পড়া' প্রবন্ধে 'অন্তর্নিহিত শক্তি' বলতে বোঝানো হয়েছে–
[নু-বার্ড স্কুল এন্ড কলেজ, সিলেট; ঠাকুরগাঁও সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
ক আত্মার অমৃত সাধনাকে খ মহৎ জ্ঞানার্জনকে
গ মানসিক বিকাশ সাধনকে ঘ সম্ভাবনাময় সুপ্ত প্রতিভাকে

৬২. 'বই পড়া' প্রবন্ধের সঙ্গে নিচের কোন রচনার ভাবগত মিল রয়েছে?
[বিএএফ শাহীন কলেজ, শমশেরনগর, মৌলভীবাজার]
ক পালামৌ খ সাহিত্যের রূপ ও রীতি
গ শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব ঘ নিরীহ বাঙালি

৬৩. 'বাইরে ফিটফাট, ভিতরে সদরঘাট'–উক্তিটি কিসের ইঙ্গিত বহন করে? [মৌলভীবাজার সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়]
ক দরিদ্রতা খ নৈতিক অধঃপতন
গ লেফাফাদুরস্তি ঘ মূর্খতা

৬৪. 'মনের আপেক্ষ প্রকাশ করতে মাঝে মাঝেই কড়ি লাগাতে হয়'– এ কথার মানে কী? [বরিশাল সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
ক অর্থ ব্যয় করতে হয়
খ অনেক পরিশ্রম করতে হয়
গ কখনো কখনো আনন্দ-উল্লাস করতে হয়
ঘ পরোপকারী ও সহনশীল হতে হয়

৬৫. 'ইনফ্যান্টাইল লিভারে গতাসু'– এখানে 'ইনফ্যান্টাইল' শব্দের অর্থ কী? [বরিশাল সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
ক অতিরিক্ত খ অপরিণত গ কদর্য ঘ বর্জনীয়

৬৬. 'বই পড়া' প্রবন্ধের লেখকের মতে একমাত্র কিসের স্পর্শেই মানুষের মন সজীব, সতেজ ও সরাগ হয়ে ওঠে? [বরিশাল জিলা স্কুল]
ক শিক্ষা খ আনন্দ গ অর্থ ঘ জ্ঞান

উত্তরের শুদ্ধতা/নির্ভুলতা যাচাই করো

৪১	গ	৪২	ঘ	৪৩	ঘ	৪৪	ক	৪৫	ঘ	৪৬	ঘ	৪৭	খ	৪৮	গ	৪৯	গ	৫০	গ	৫১	ক
৫২	খ	৫৩	ঘ	৫৪	গ	৫৫	ক	৫৬	খ	৫৭	ঘ	৫৮	ক	৫৯	ক	৬০	খ	৬১	ঘ	৬২	গ
৬৩	গ	৬৪	গ	৬৫	খ	৬৬	খ														

www.abswer.com

www.abswer.com

সাবাস বাংলাদেশ!
এ পৃথিবী অবাক তাকিয়ে রয়.
জ্বলে পুড়ে মরে ছারখার তবু মাথা নোয়াবার নয়।

৬৭. "পাস করা ও শিক্ষিত হওয়া এক বস্তু নয়।"– এই মতবাদ অনুসারে নিচের কোন উক্তিটি অশুদ্ধ? [বরিশাল সরকারি মডেল স্কুল এন্ড কলেজ]
ক যিনি যথার্থ গুরু, তিনি শিষ্যের আত্মাকে উদ্বোধিত করেন
খ সুশিক্ষিত লোক মাত্রই স্বশিক্ষিত লোক
গ বিদ্যার সাধনা শিষ্যকে অর্জন করতে হয়
ঘ স্কুল-কলেজের শিক্ষা ছাত্রদের স্বশিক্ষিত হওয়ার শক্তি নষ্ট করে দেয়

৬৮. 'বই পড়া' প্রবন্ধে সাহিত্য সাক্ষাৎভাবে কিসের কাজে লাগে না? [ঝালকাঠি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়]
ক মনস্তুষ্টির খ উদরপূর্তির
গ সাহিত্যচর্চার ঘ লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠার

৬৯. প্রমথ চৌধুরী সম্পাদিত পত্রিকার নাম কী? [রংপুর জিলা স্কুল]
ক সমাচার দর্পণ খ সবুজপত্র
গ বাংলা গেজেট ঘ তত্ত্ববোধিনী

৭০. 'যে জাতি মনে বড় নয়, সে জাতি জ্ঞানেও বড় নয়'– এ কার উক্তি? [কালেক্টরেট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, নীলফামারী]
ক মোতাহের হোসেন খ লুৎফর রহমান
গ প্রমথ চৌধুরী ঘ বেগম রোকেয়া

৭১. যে যুগে ফ্রান্সের যত কৃতকর্মা লোকদের আবির্ভাব হয়েছিল– এখানে কৃতকর্মা বলতে সমর্থনযোগ্য– [কালেক্টরেট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, নীলফামারী]
ক উচ্চ শিক্ষিতের দল খ অশিক্ষিতের দল
গ স্কুল পালানো ছেলের দল ঘ পরীক্ষায় পাস করার দল

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৭২. 'যারা হাজারখানা ল-রিপোর্ট কিনেন তারা একখানা কাব্যগ্রন্থ কিনতে প্রস্তুত নন'– এই উক্তিতে বোঝা যায়, পেশাদার শিক্ষকরা– [পাবনা ক্যাডেট কলেজ; পটুয়াখালী সরকারি জুবিলী উচ্চ বিদ্যালয়]
i. সংকীর্ণমনা
ii. সাহিত্যবিমুখ
iii. বৈষয়িক বুদ্ধিতাড়িত
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৭৩. শিক্ষক ছাত্রকে– [হবিগঞ্জ সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়]
i. শিক্ষার পথ দেখিয়ে দিতে পারেন
ii. সুশিক্ষিত হিসেবে গড়ে তুলতে পারেন
iii. তার বুদ্ধিবৃত্তিক জাগ্রত করতে পারেন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৭৪. জাতির আত্মরক্ষার জন্য প্রয়োজন– [সরকারি জুবিলী উচ্চ বিদ্যালয়, সুনামগঞ্জ]
i. সাহিত্যচর্চা
ii. স্বশিক্ষিত হওয়া
iii. লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৭৫. 'বই পড়া' প্রবন্ধের আলোকে শিক্ষক হলেন শিক্ষার্থীর– [কুড়িগ্রাম সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
i. কৌতূহল উদ্রেককারী ii. বুদ্ধিজাগ্রতকারী
iii. ত্রাণকর্তা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও iii খ ii ও iii গ i ও ii ঘ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৭৬ ও ৭৭ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :
রবিন সাহেব একটি লাইব্রেরি গড়ে তোলেন। কারণ তিনি মনে করেন যথার্থ শিক্ষিত হতে হলে মনের প্রসারতা দরকার- যা পাঠ্যভ্যাসের মাধ্যমেই কেবল সম্ভব। [নওগাঁ জিলা স্কুল]

৭৬. উদ্দিপকটি 'বই পড়া' প্রবন্ধের যে বিষয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত–
i. বই পড়ার প্রয়োজনীয়তা
ii. লাইব্রেরির গুরুত্ব
iii. স্কুল-কলেজের সংখ্যা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৭৭. 'বই পড়া' প্রবন্ধের যে দিকটি উদ্দীপকে প্রকাশিত হয়েছে–
i. সাহিত্যের সার্থকতা ii. লাইব্রেরির গুরুত্ব
iii. সাহিত্য চর্চার গুরুত্ব
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৭৮ ও ৭৯ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :
ঋকের প্রিয় শখ বই পড়া। স্কুল সিলেবাসের বাইরেও সে প্রচুর বই পড়ে। টিফিনের পয়সা বাঁচিয়ে বিভিন্ন উপলক্ষ্যে সে বন্ধুদের বই উপহার দেয়। তার উদ্দেশ্য বন্ধুদের সবাইকে বই পড়তে অনুপ্রাণিত করা। [বর্ডার গার্ড পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, সিলেট]

৭৮. ঋক-কে 'বই পড়া' প্রবন্ধের আলোকে আমরা কোন দলের অন্তর্ভুক্ত করি?
ক নিষ্কর্মা খ জ্ঞানী গ স্বশিক্ষিত ঘ জ্ঞান পিপাসু

৭৯. ঋকের প্রিয় শখটির মধ্যে অন্তর্নিহিত রয়েছে–
i. স্বশিক্ষিত হওয়ার সুযোগ
ii. জাগতিক সুবিধা লাভের সুযোগ
iii. প্রকৃত জ্ঞান অর্জনের সুযোগ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল কর্তৃক প্রণীত বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

লেখক পরিচিতি ▸ পাঠ্যবই; পৃষ্ঠা ২৮

৮০. প্রমথ চৌধুরীর শিক্ষাজীবন ছিল– (অনুধাবন)
ক দুর্বিষহ খ কৃতিত্বপূর্ণ
গ সাদাসিধে ঘ টানাপড়েনের

৮১. প্রমথ চৌধুরী কত সালে এমএ ডিগ্রি লাভ করেন? (জ্ঞান)
ক ১৮৮৮ খ ১৮৮৯
গ ১৮৯০ ঘ ১৮৯২

৮২. 'সবুজপত্র' কে সম্পাদনা করতেন? (জ্ঞান)
অথবা, 'সবুজপত্র' কার সম্পাদিত পত্রিকা?
ক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ কাজী নজরুল ইসলাম
গ ফররুখ আহমদ ঘ প্রমথ চৌধুরী

বিষয়বস্তুর ধারায় প্রণীত

৮৩. কার নেতৃত্বে বাংলা সাহিত্যে নতুন গদ্যধারা সূচিত হয়? (জ্ঞান)
ক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর খ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
গ প্রমথ চৌধুরী ঘ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

৮৪. 'প্রমথ চৌধুরীর নেতৃত্বেই বাংলা সাহিত্যে নতুন গদ্যধারা সূচিত হয়।' এখানে 'নতুন গদ্যধারা' বলতে বোঝায়– (অনুধাবন)
ক সাধুরীতি খ চলিত রীতি
গ আঞ্চলিক রীতি ঘ মিশ্র রীতি

৮৫. প্রমথ চৌধুরী কত খ্রিস্টাব্দের কত তারিখে মারা যান? (জ্ঞান)
অথবা, প্রমথ চৌধুরীর মৃত্যুর সঠিক তারিখ কোনটি?
ক ১২ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দ খ ১০ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দ
গ ২ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দ ঘ ৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ

মূলপাঠ ▸ পাঠ্যবই; পৃষ্ঠা ২৮

৮৬. 'বই পড়া' প্রবন্ধে বক্তব্য প্রকাশের প্রধান বাহন কী? (অনুধাবন)
ক বই খ খাতা গ কলম ঘ ডায়েরি

উত্তরের শুদ্ধতা/নির্ভুলতা যাচাই করো

৬৭	খ	৬৮	খ	৬৯	খ	৭০	গ	৭১	গ	৭২	ঘ	৭৩	খ	৭৪	ঘ	৭৫	গ	৭৬	ক
৭৭	গ	৭৮	ক	৭৯	খ	৮০	খ	৮১	গ	৮২	ঘ	৮৩	গ	৮৪	খ	৮৫	গ	৮৬	ক

www.abswer.com

www.abswer.com

৮৭. প্রমথ চৌধুরীর মতে আমরা কিসের রস উপভোগ করতে প্রস্তুত নই? (জ্ঞান)
ক অমৃত রস খ সাহিত্যের রস গ সুখের রস ঘ ফলের রস

৮৮. কিসের দ্বারা আমাদের গায়ের জ্বালা ও চোখের জল দুই-ই দূর হতে পারে? (অনুধাবন)
ক ব্যবসায় খ সাহিত্যচর্চা/শিক্ষা গ উপাসনা ঘ খেলাধুলা

৮৯. শিক্ষার মাহাত্ম্য কী? (অনুধাবন)
ক স্বশিক্ষিত হওয়া খ বড় কোনো চাকরি করা
গ টাকা-পয়সা রোজগার করা ঘ খেতাব অর্জন করা

৯০. কে সাহিত্যের সার্থকতা বোঝে না, বোঝে শুধু অর্থের সার্থকতা? (জ্ঞান)
ক অশিক্ষিত মানুষ খ শিক্ষিত মানুষ
গ ডেমোক্রেসি ঘ কলেজ পড়ুয়া বিদ্বান

৯১. ডেমোক্রেসির গুরুদের সঙ্গে শিষ্যদের বিরোধ কোথায়? (অনুধাবন)
ক গুরুরা চাচ্ছেন সমান করতে, শিষ্যরা চাচ্ছেন বড় হতে
খ গুরুরা চাচ্ছেন বড় করতে, শিষ্যরা চাচ্ছেন সমান হতে
গ গুরুরা চাচ্ছেন গণতন্ত্র, শিষ্যরা চাচ্ছেন সমাজতন্ত্র
ঘ গুরুরা চাচ্ছেন রাজদণ্ড, শিষ্যরা চাচ্ছেন অর্থ-বিত্ত

৯২. ডেমোক্রেসির গুরুরা কী চেয়েছিলেন? (জ্ঞান)
অথবা, ডেমোক্রেসির গুরুরা কী করতে চেয়েছিলেন?
ক সকলকে সমান করতে খ সকলকে বড় করতে
গ সকলকে দমন করতে ঘ সকলকে ছোট করতে

৯৩. প্রমথ চৌধুরীর মতে, আমাদের শিক্ষিত সমাজের লোলুপদৃষ্টি আজও কিসের ওপর পড়ে রয়েছে? (জ্ঞান)
ক সম্মানের খ অর্থের গ প্রতিপত্তির ঘ সম্পদের

৯৪. সাহিত্যে পাওয়া যায়– (অনুধাবন)
ক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাক্ষাৎ খ জীবন ও মৃত্যুর সাক্ষাৎ
গ মানুষের পুরো মনের সাক্ষাৎ ঘ মানুষের আংশিক মনের সাক্ষাৎ

৯৫. মনগঙ্গার তোলা জল কোনটি? (জ্ঞান)
ক ধর্মীয় শাস্ত্র খ সাহিত্যিক রচনা গ দর্শন-বিজ্ঞান ঘ গবেষণা গ্রন্থ

৯৬. সাহিত্যচর্চার জন্য কোন স্থানটি প্রয়োজন? (জ্ঞান)
ক ঘর খ জাদুঘর গ মন্দির ঘ লাইব্রেরি

৯৭. "আমরা যত বেশি লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করব দেশের তত বেশি উপকার হবে।" – এ অংশটি কোন প্রবন্ধের? (অনুধাবন)
ক বই পড়া খ পল্লিসাহিত্য
গ শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব ঘ সাহিত্যের রূপ ও রীতি

৯৮. শিক্ষা বিষয়ে লেখকের বিশ্বাস সম্পর্কে কোন যুক্তিটি সমর্থনযোগ্য? (প্রয়োগ)
ক বইপত্রে শিক্ষা নিহিত রয়েছে খ শিক্ষা ব্যতীত জীবন চলে না
গ শিক্ষা কেউ কাউকে দিতে পারে না
ঘ শিক্ষা মানুষকে অর্থবিত্ত এনে দেয়

৯৯. সুশিক্ষিত লোক মাত্রই– (জ্ঞান)
ক বিদ্বান খ আলেম গ পণ্ডিত ঘ স্বশিক্ষিত

১০০. 'জীবনের সাথে সম্পর্কহীন বিদ্যা পঙ্গু'– এ উক্তিটির সাথে নিচের কোনটির ভাবগত ঐক্য রয়েছে? (প্রয়োগ)
ক স্বেচ্ছায় বই পড়লে তাকে নিষ্কর্মার দলে ফেলে দেই
খ যথার্থ শিক্ষিত হলে মনের প্রসার ঘটে
গ সুশিক্ষিত লোক মাত্রই স্বশিক্ষিত ঘ মনোরাজ্যের দান গ্রহণসাপেক্ষ

১০১. প্রমথ চৌধুরীর মতে মনোরাজ্যের ঐশ্বর্যের সন্ধান দিতে পারে কে? (জ্ঞান)
ক শিক্ষক খ সাহিত্যিক গ বিদ্যাদাতা ঘ সুশিক্ষিত লোক

১০২. 'আমরা দাতার মুখ চেয়ে গ্রহীতার কথাটা একেবারেই ভুলে যাই।' এখানে 'দাতা ও গ্রহীতা' বলতে বোঝানো হয়েছে– (অনুধাবন)
ক লেখক ও পাঠককে খ জ্ঞানী ও মূর্খকে
গ শিক্ষক ও ছাত্রকে ঘ মহাজন ও খাতককে

১০৩. যথার্থ গুরুর কাজ কী? (জ্ঞান)
ক শিক্ষার্থীকে পড়ালেখার প্রতি আগ্রহী করা
খ শিষ্যের আত্মাকে উদ্বোধিত করা
গ শিষ্যকে উপযুক্ত মানুষরূপে গড়ে তোলা
ঘ শিষ্যকে নোট করে দেওয়া

১০৪. শিক্ষকের সার্থকতা কোথায়? (জ্ঞান)
ক মনোযোগী করে তোলায়
খ শিক্ষা অর্জনে ছাত্রকে সক্ষম করায়/শিষ্যের আত্মাকে উদ্বোধিত করায়
গ শিক্ষার্থীকে বিদ্যালয়ে যেতে অভ্যস্ত করায়
ঘ শিক্ষাদান করায়

১০৫. শিষ্যকে বিদ্যার সাধনা কীভাবে করতে হয়? (অনুধাবন)
ক বই পড়ে খ নিজ চেষ্টায়
গ আত্মস্থ করে ঘ গুরুর সহায়তায়

১০৬. কোন সত্য স্বীকার করতে আমরা কুণ্ঠিত হই? (জ্ঞান)
ক পাস করা ও শিক্ষিত হওয়া এক বস্তু নয়
খ সুশিক্ষিত লোক মাত্রই স্বশিক্ষিত
গ বিদ্যার সাধনা শিষ্যকে নিজে করতে হয়
ঘ মানবজীবনে শিক্ষা সোনা ফলায়

১০৭. 'বই পড়া' প্রবন্ধে সেকালে কারা ফ্রান্সকে রক্ষা করেছে? (জ্ঞান)
অথবা, সে যুগে ফ্রান্সকে কারা রক্ষা করেছিল?
ক যারা প্রচুর বই পড়েছে
খ যারা পরীক্ষায় ভালো ফল করেছে
গ যারা পরীক্ষায় ভালো করেনি
ঘ যারা ধ্যানমগ্ন হয়ে লাইব্রেরিতে অধ্যয়ন করেছে

১০৮. "যারা পাস করতে পারেনি তারাই দেশকে রক্ষা করেছে।"– কথাটি কোন দেশ সম্পর্কে বলা হয়েছে? (অনুধাবন)
ক রাশিয়া খ ফ্রান্স গ নাইজেরিয়া ঘ যুক্তরাষ্ট্র

১০৯. সে যুগে ফ্রান্সে কৃতকর্মা লোকদের আগমন ঘটেছিল কাদের মধ্য থেকে? (জ্ঞান)
ক যারা পরীক্ষায় ভালো ফল করেছে খ যারা পরীক্ষায় পাস করতে পারেনি
গ স্কুল পালানো ছেলেদের মধ্য থেকে ঘ রাজনীতিবিদদের মধ্য থেকে

১১০. লাইব্রেরিকে স্কুল-কলেজের উপরে স্থান দেওয়ার কারণ কী? (অনুধাবন)
ক বিজ্ঞানচর্চার জন্য খ ধর্মীয় চর্চায় জ্ঞান অর্জন
গ পরীক্ষায় ফলাফল ভালো না করা ঘ স্বশিক্ষিত হওয়ার সুযোগ পাওয়া

১১১. 'প্রতিটি লোক তার স্বীয় শক্তি ও রুচি অনুসারে নিজের মনকে নিজের চেষ্টায় আত্মার রাজ্যে জ্ঞানের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে।' কীভাবে? (উচ্চতর দক্ষতা)
ক স্কুল-কলেজের মাধ্যমে খ শিক্ষকের কল্যাণে
গ লাইব্রেরির বদান্যতায় ঘ সামাজিক শিক্ষায়

১১২. লেখক প্রমথ চৌধুরীর মতে কোনটি সাক্ষাৎভাবে উদরপূর্তির কাজে লাগে না? (জ্ঞান)
ক সাহিত্য খ লাইব্রেরি গ শিক্ষা ঘ জীবনীশক্তি

১১৩. 'বই পড়া' প্রবন্ধে সাধারণ বিশ্বাসে কাদেরকে অলস বলা হয়েছে? (জ্ঞান)
ক যারা অর্থ উপার্জনে বিমুখ খ যারা স্বেচ্ছায় বই পড়ে
গ যারা লেখাপড়ায় উৎসাহী নয় ঘ যারা কর্মবিমুখ

১১৪. মনের দাবি রক্ষা না করলে কী বাঁচে না? (জ্ঞান)
ক জীবন খ আত্মা গ মনুষ্যত্ব ঘ বিবেক

১১৫. 'ব্যাধিই সংক্রামক, স্বাস্থ্য নয়।'– এই উক্তিটি কোন প্রসঙ্গে করা হয়েছে? (অনুধাবন)
ক আমাদের কু-অভ্যাস প্রসঙ্গে খ আমাদের রোগব্যাধি প্রসঙ্গে
গ আমাদের কুসংস্কার প্রসঙ্গে ঘ আমাদের শিক্ষার দৃষ্টিভঙ্গির প্রসঙ্গে

শব্দার্থ ও টীকা ▸ পাঠ্যবই; পৃষ্ঠা ৩২

১১৬. 'উদ্বাহু' কথাটির অর্থ কী? (জ্ঞান)
ক আহ্লাদে হাত গুটানো খ উর্ধ্ব বাহু
গ উর্ধ্ব আয় ঘ উর্ধ্ব হাত

১১৭. 'ডেমোক্রেসি' শব্দের বাংলা অর্থ কী? (প্রয়োগ)
ক রাজতন্ত্র খ একনায়কতন্ত্র গ গণতন্ত্র ঘ একটিও না

১১৮. 'গড্ডালু' শব্দের আভিধানিক অর্থ কী? (জ্ঞান)
ক মৃত খ মরণশীল গ গতানুগতিক ঘ গতকাল

পাঠ পরিচিতি ▸ পাঠ্যবই; পৃষ্ঠা ৩২

১১৯. 'বই পড়া' প্রবন্ধটির রচয়িতা কে? (জ্ঞান)
ক মুনীর চৌধুরী খ মোতাহের হোসেন চৌধুরী
গ প্রমথ চৌধুরী ঘ এয়াকুব আলী চৌধুরী

১২০. প্রমথ চৌধুরী আমাদের সাহিত্যচর্চার অনভ্যাসের কারণ হিসেবে কোনটিকে দায়ী করেছেন? (অনুধাবন)
ক শিক্ষাব্যবস্থার ত্রুটিকে খ গণতন্ত্রকে
গ ডেমোক্রেসির গুরুদেরকে ঘ মাতাপিতার উচ্চাশাকে

উত্তরের শুদ্ধতা/নির্ভুলতা যাচাই করো

৮৭	খ	৮৮	খ	৮৯	ক	৯০	গ	৯১	ক	৯২	ক	৯৩	খ	৯৪	গ	৯৫	গ	৯৬	ঘ	৯৭	ক	৯৮	গ
৯৯	ঘ	১০০	ক	১০১	ক	১০২	গ	১০৩	খ	১০৪	খ	১০৫	খ	১০৬	ক	১০৭	গ	১০৮	খ	১০৯	গ	১১০	ঘ
১১১	গ	১১২	ক	১১৩	খ	১১৪	ঘ	১১৫	ঘ	১১৬	খ	১১৭	গ	১১৮	ক	১১৯	গ	১২০	ক				

www.abswer.com

www.abswer.com

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১২১. প্রমথ চৌধুরী বিলাত থেকে ফিরে এসে যোগদান করেন– (অনুধাবন)
i. আইন পেশায় ii. অধ্যাপনায়
iii. ব্যবসায়ে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii গ i ও ii ঘ ii ও iii

১২২. প্রমথ চৌধুরী রচিত গ্রন্থ হলো– (অনুধাবন)
i. রায়তের কথা ii. চার-ইয়ারি কথা
ii. সনেট পঞ্চাশৎ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১২৩. 'বই পড়া মানুষের শ্রেষ্ঠ শখ হলেও আমি কাউকে শখ হিসেবে বই পড়তে পরামর্শ দিতে চাইনে।' এর কারণ– (অনুধাবন)
i. পরামর্শকে কেউ গ্রাহ্য করবে না বলে
ii. পরামর্শকে কু-পরামর্শ মনে করবে বলে
iii. বাঙালি পরামর্শ পছন্দ করে না বলে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১২৪. 'বই পড়া' প্রবন্ধের লেখকের মতে জীবনকে সুন্দর ও মহৎ করার প্রস্তাব অনেকের কাছে মনে হয়– (অনুধাবন)
i. যন্ত্রণাদায়ক ii. নির্মম iii.নিরর্থক
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১২৫. বাঙালিদের ধারণা, শিক্ষা তাদের– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. গায়ের জ্বালা দূর করবে ii. চোখের জল দূর করবে
iii. ধর্মচর্চা থেকে বঞ্চিত করবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

১২৬. প্রমথ চৌধুরীর মতে সাহিত্যচর্চা শিক্ষার সর্বপ্রধান অঙ্গ হলেও–(অনুধাবন)
i. এ শিক্ষার ফল হাতে হাতে পাওয়া যায় না
ii. এ শিক্ষার ফল তাৎক্ষণিক নয়
iii. এ শিক্ষার কোনো বাজারদর নেই
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১২৭. আমাদের শিক্ষার পদ্ধতি ঠিক উল্টো– (অনুধাবন)
i. স্কুল, কলেজের ii. স্কুল, মাদ্রাসার
iii. কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ i ও ii গ i ও iii ঘ ii ও iii

১২৮. প্রমথ চৌধুরীর মতে আজকের বাজারে অভাব নেই– (অনুধাবন)
i. বিদ্যাদাতার ii. অর্থদাতার iii. দাতাকর্ণের
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii গ ii ও iii ঘ i ও iii

১২৯. প্রমথ চৌধুরীর মতে শিক্ষকের কাজ হলো– (অনুধাবন)
i. শিক্ষা দান করা ii. মনের সক্ষমতা বাড়ানো
iii. নতুন কিছু জানানো
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii গ i ও ii ঘ ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১৩০ ও ১৩১ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :
শেফালী পরিবারের রক্ষণশীলতার কারণে বিদ্যালয়ে যেতে না পারায় পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারেনি। তাই সে বাসায় বসেই শিক্ষা গ্রহণের উদ্যোগ নিয়েছে। কারণ সে বই পড়ে জানতে পেরেছে, প্রকৃত শিক্ষিত ব্যক্তিরা নিজের উদ্যোগেই শিক্ষাকে আত্মস্থ করে সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটিয়ে থাকেন।

১৩০. শেফালীর উদ্যোগের বিষয়টি তোমার পঠিত কোন প্রবন্ধের প্রধান বিষয়? (প্রয়োগ)
ক নিরীহ বাঙালি খ বই পড়া
গ শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব ঘ নিমগাছ

১৩১. শেফালীর উদ্যোগ গ্রহণকে 'বই পড়া' প্রবন্ধের আলোকে কী বলা যায়? (উচ্চতর দক্ষতা)
ক সুশিক্ষা খ স্বশিক্ষা
গ প্রকৃত শিক্ষা ঘ নৈতিক শিক্ষা

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১৩২ থেকে ১৩৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :
মানবতা, নৈতিকতাবোধ মুখ্য নয়– আমাদের দেশের শিক্ষিত সমাজের লোলুপদৃষ্টি আজ অর্থের ওপরেই নিবদ্ধ হয়েছে। প্রায় নৈতিকতাবোধ বিবর্জিত এসব শিক্ষিত সমাজ অর্থের জন্য আত্মীয়তাকে ভুলে যাচ্ছে, ভাই ভাইকে ভুলে যাচ্ছে এবং বাবা-মাকেও ভুলতে আক্ষেপ করে না। এমনকি অর্থ উপার্জনের জন্য গর্হিত অপরাধ করতেও দ্বিধা করে না।

১৩২. উদ্দীপকটি তোমার পঠিত কোন রচনার ভাবকে নির্দেশ করে? (প্রয়োগ)
ক শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব খ বই পড়া
গ নিরীহ বাঙালি ঘ পালামৌ

১৩৩. উদ্দীপকটিতে প্রকাশ পেয়েছে শিক্ষিত সমাজের– (অনুধাবন)
ক নৈতিকতাবোধের প্রতি অনীহা ও অর্থবিত্তের প্রতি মোহ
খ নৈতিকতাবোধের প্রতি অতি আগ্রহ ও অর্থবিত্তের প্রতি অনীহা
গ সামাজিক দায়বদ্ধতা ও আত্মীয়তাবোধ
ঘ মানবিকতা ও ভ্রাতৃত্ববোধ

১৩৪. "তাই তারা সাহিত্যের বই ক্রয় করতে মোটেই আগ্রহী নয়। কিন্তু কারিগরি বিদ্যার বই তাদের চাই-ই চাই।" উদ্দীপকের এ উক্তিটিতে আলোচ্য প্রবন্ধের যে প্রসঙ্গগুলো অভিব্যক্ত হয়েছে–(উচ্চতর দক্ষতা)
i. সাহিত্যের বইয়ে ব্যবসায়ের কোনো সুসার নেই
ii. কারিগরি বিদ্যার বই তাদের চাকরি পেতে সাহায্য করে
iii. বই পড়ার প্রতি অতি আগ্রহবোধ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii গ i ও ii ঘ i ও iii

উত্তরের শুদ্ধতা/ নির্ভুলতা যাচাই করো

১২১	খ	১২২	ঘ	১২৩	ক	১২৪	গ	১২৫	গ	১২৬	ঘ	১২৭	ক	১২৮	ঘ	১২৯	খ	১৩০	খ	১৩১	খ	১৩২	খ	১৩৩	ক	১৩৪	গ

PART 04 এক্সক্লুসিভ সাজেশন্স Exclusive Suggestions

মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল কর্তৃক নির্বাচিত
১০০% প্রস্তুতি উপযোগী প্রশ্ন সংবলিত
এক্সক্লুসিভ সাজেশন্স

স্কুল ও এসএসসি পরীক্ষায় সৃজনশীল অংশে সেরা প্রস্তুতির জন্য নিচের ছকে প্রদত্ত গুরুত্বসূচক চিহ্ন সংবলিত প্রশ্নের উত্তর ভালোভাবে অনুশীলন করবে। বহুনির্বাচনি প্রশ্ন অধ্যায়ের যেকোনো লাইন হতে আসতে পারে বিধায় প্রশ্নসংখ্যা উল্লেখ করে সাজেশন্স প্রদান করলে তা কমনের নিশ্চয়তা প্রদান করে না। এজন্য বহুনির্বাচনি অংশে ১০০% প্রস্তুতি নিশ্চিত করতে PART 03 এর প্রশ্নোত্তরসমূহ ভালোভাবে অনুশীলন করবে এবং PART 05 এ পরীক্ষা দিবে।

বিষয়/ শিরোনাম	গুরুত্বসূচক চিহ্ন		
	7★ (সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ)	5★ (তুলনামূলক গুরুত্বপূর্ণ)	3★ (কম গুরুত্বপূর্ণ)
সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর	৫, ৬, ৭, ১১, ১২, ১৩, ১৫	৩, ৪, ৮, ১৪, ১৬, ১৭	১, ২, ৯, ১০
জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ও উত্তর	১, ২, ৩, ১৩, ১৪, ১৫, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯	৪, ৯, ১১, ১৮, ১৯, ২০	৫, ৬, ৭, ৮, ২১
অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর	৩, ৪, ৫, ১৩, ১৪, ১৭, ১৮, ২১	১, ২, ৬, ৭, ১১, ১৫, ১৯	৮, ৯, ১০, ১৬, ২০
বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর	PART 03 (অনুশীলন অংশ) এর সব বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর স্কুল ও এসএসসি পরীক্ষার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।		

www.abswer.com